বাঙ্গালার

পারিবারিক ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড

কলিকাতা ও ২৪ পরগণা
হুগলী ও হাওড়া

বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-প্রণেতা
পণ্ডিত শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী
সাহিত্যাচার্য্য-সম্পাদিত

The Family History of Bengal.

Part IV.

Calcutta & 24 Paraganas.
Hooghly & Howrah

SADHARAN GRANTHAGAR
ESTD. 1907
P.O. NABADWIP NADIA
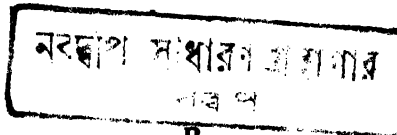
By
Pandit Sibendra Narain Shastri

প্রথম সংস্করণ
১৯৩৯

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত]

মূল্য পাঁচ টাকা

পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর

সর্ব্বজন-সমাদৃত পুস্তকাবলী

১। **মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ**—সৃষ্টি-রহস্য, ঈশ্বরের স্বরূপ-তত্ত্ব, পরলোক-রহস্য, বা পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম-বিচার ভক্তিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, কর্ম্মবাদ, যোগ ও যোগের সাধন-রহস্য প্রভৃতি শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের সুললিত ব্যাখ্যা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী প্রশংসিত। মূল্য প্রথম খণ্ড ১।৹ ও ২য় খণ্ড ১।৹ সিকা মাত্র।

২। **যোগবল রহস্য**—যোগ কি? পরমাত্মা কি? জীবাত্মা কি? পরলোক কি? জন্মান্তর কি? মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? প্রাণায়াম কি? ইত্যাদি যোগ-শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও ভারতীয় যোগিগণের জীবনীপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ২৸৶৹ আনা মাত্র। সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত।

৩। **পতিত জাতির কর্ম্মবীর**—বঙ্গের সাধক, ভক্ত ও কর্ম্মবীরগণের জীবনী-সংগ্রহ—আদি পর্ব্ব। সমস্ত সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **নবযুগের কর্ম্মবীর**—বঙ্গের সাধক, ও কর্ম্মবীরগণের জীবন কথায় ও বিবিধ আধ্যাত্মিক প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ। মধ্যপর্ব্ব। সমস্ত সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। ৫৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ টাকা।

৫। **স্মৃতি-পূজা**—পতির শ্মশান-শয্যায় শায়িতা নায়িকার করুণ কাহিনী। মূল্য ॥৹ আনা।

৬। **বাঙ্গলার নারী নিগ্রহ**—নারীর প্রতি পাশবিক বলাৎকারের বীভৎস কাহিনী। সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৷৹ টাকা।

৭। **হিন্দুনারী**—নারীসমস্যামূলক প্রবন্ধ ও ভারতীয় নারীগণের চরিত্র-চিত্র। সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৷৹ সিকা।

৮। **পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা**—সরল পদ্যে গীতার সুললিত ব্যাখ্যা। মূল্য ॥৹ আনা।

৯। **রামায়ণ-রহস্য**—অর্থাৎ বাল্মিকী-রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সাধক, ভক্ত ও ভাবুকের কণ্ঠহার। মূল্য ১৷৹ টাকা।

১০। **উপনিষদ-তত্ত্ব**—উপনিষদাবলীর সুললিত ভাষায় সার সংগ্রহ। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—বিনয়ভূষণ ঘোষ, **ললিত প্রেস**
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"উৎসর্গ-পত্র"

মহামান্য হাইকোর্টের

ব্রহ্মণ্য-প্রতিভাদীপ্ত মাননীয় বিচারপতি

ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল,

মহোদয় শ্রীকর-পদ্মেষু :—

হে বিচারপতি !

উত্তাল-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ কর্ম্ম-পারাবার
কত ঝঞ্ঝা ঘূর্ণিবায়ু, প্রলয় দুর্ব্বার
পারে বসি ভাবি আমি অপ্রতিষ্ঠ দীন,
নাহি সে সাধনা, শক্তি, সহায় বিহীন ;
অসীম দিগন্তস্পর্শী, দুর্লঙ্ঘ্য বারিধি,
কিরূপে তরিব তাহে চিন্তি নিরবধি।

"রামকৃষ্ণ" নাম মোর ধ্রুব কর্ণধার
ছেড়েছি তরণীখানি তরঙ্গে দুর্ব্বার
নীলিমার কক্ষ হ'তে ধ্রুবতারারূপে
বরষি হীরক-রশ্মি বসুধা-উরসে
রামকৃষ্ণ নারায়ণ করুণা-পাথার,
অধমে করিবে কর্ম্ম-পারাবার।

বঙ্গের (১) ঐতিহাসিক ভৌগলিক কথা
(২) ব্যবসা-বাণিজ্য-বার্ত্তা, আর (৩) পল্ল-গাথা,
(৪) মঠ ও মন্দির (৫) পল্লী-শিল্প-ইতিহাস,
(৫) বাঙ্গালীর বংশ-কথা করিব প্রকাশ—
ষড়বিধ পুষ্পমাল্যে বাণীর অর্চ্চণা,
প্রাণের বাসনা মোর—আজন্ম সাধনা।

ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত, দীনতামগন,
অশ্রু-কান্না-হাহাকারে পূর্ণিত গগন।
এ পোড়া বাঙ্গলা দেশ,—এ মহাশ্মশানে,—
বিশ্বের মন্দিরমূলে, প্রভাতীলগনে
ধ্বনিয়া উঠিবে আরো, হে বিচারপতি,
শতকণ্ঠে দেবতার মঙ্গল-আরতি।

গাঁথি ক্ষুদ্র পুষ্পমালা কর্ম্ম-নদী-তীরে,
তরণী বাহিয়া এবে এনেছি দুয়ারে,
দীন বাণী-পূজারীর ক্ষুদ্র উপহার,
কোকা পাবে অকিঞ্চন মুকুতার হার?

রাস-পূর্ণিমা ১৩৪৬ দীন গ্রন্থকার

অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্
ডক্টর বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়
এম.এ., ডি.এল.

প্রকাশকের নিবেদন

পরম মঙ্গলময় ভগবানের অপার করুণাবলে "বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস" এর "চতুর্থ খণ্ড" সাধারণে প্রকাশিত হইল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকে না।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় গ্রন্থকারকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, 'বংশ-পরিচয়' সংক্রান্ত এযাবত যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বা হইতেছে, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের 'পারিবারিক ইতিহাস'ই সম্পূর্ণ হইলে এই জাতীয় সকল গ্রন্থেরই শীর্ষস্থানীয় হইবে। প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার সৌকার্য্যার্থে শেঠ মহাশয় তাঁহার চন্দননগরের বিরাট গ্রন্থাগারে এই জাতীয় বহু গ্রন্থের সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া যে অভিমত করিয়াছেন, তজ্জন্য গ্রন্থকার নিজেকে ধন্য ও তাঁহার পরিশ্রম সার্থক মনে করিতেছেন। অন্যান্য বহু মনীষিও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য খণ্ডে **হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা**—এই চারি জেলার বংশ-বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সূচনা হইতেই ইহা সাধারণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' খণ্ডে হুগলী ও হাওড়া জেলার বংশ-বিবরণী প্রদত্ত হইবে এবং 'তৃতীয়' খণ্ড হইতে 'কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা' জেলার বংশ বিবরণী আরম্ভ হইবে; কিন্তু 'দ্বিতীয়' খণ্ড প্রকাশ কালে যখন দেখা গেল যে, হুগলী ও হাওড়া জেলার বংশ-বিবরণী সম্ভারে 'তৃতীয় খণ্ড'ও প্রকাশ করিতে হইবে, তখন ইহা বিজ্ঞাপিত করা গেল যে, 'চতুর্থ খণ্ডে' কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার বংশ-পরিচয় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু 'তৃতীয়' খণ্ড প্রকাশকালে দেখা গেল যে, ইহাও সম্ভবপর নয়, তখন 'পঞ্চম' খণ্ডে উহা প্রকাশিত হইবে বলিয়া তৃতীয় খণ্ডে 'প্রকাশকের নিবেদনে' বিজ্ঞাপিত হইল; কিন্তু প্রথম হইতেই কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা জেলার যাঁহারা 'পারিবারিক ইতিহাসে' বংশ-কথা প্রকাশে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া পত্র দ্বারা ও আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া অনুযোগ করাতে আমরা 'চতুর্থ খণ্ডেই' উপরোক্ত চারিটি জেলারই বংশ-বিবরণী প্রদান করিলাম এবং এখন হইতে পরবর্ত্তী কয়েক খণ্ডে ঐ চারি জেলারই বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

পারিবারিক ইতিহাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচয়ের সঙ্গে (১) ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণী (২) নানাবিধ প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণা ও (৩) পল্লী-শিল্প-ইতিহাস প্রভৃতি সংগ্রহও এই গ্রন্থের "অনুষ্ঠান-পত্র" (Prospectus) এর অন্তর্গত। এইজন্য বিস্তর অর্থেরও যে প্রয়োজন, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইজন্য অর্থ-সাহায্য বা 'বৃত্তি' প্রার্থনা করিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বরাবরে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ নিয়ম না থাকায় তাহা হইয়া উঠে নাই। পরে আমরা 'পাইকপাড়া রাজবংশে' জ্যেষ্ঠ ধারায় একটী 'বৃত্তি' প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা অনিচ্ছা জানাইয়াছেন। কুমার বাহাদুরগণ নিরতিশয় বিনম্রস্বভাববিশিষ্ট; তাঁহারা ইহা তাঁহাদের পক্ষে 'আত্ম-বিজ্ঞাপনী' স্বরূপ মনে করিতেছেন। আমাদের যুক্তি যে, ইহাতে দেশের মহদুপকার সাধন করা হইবে। আশা করি, কুমার বাহাদুরগণ বিষয়টী পুনর্বিবেচনা করিবেন।

অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও কয়েকটি ভুল-প্রমাদ রহিয়াছে। বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। অতএব সুধী ব্যক্তি মাত্রেই আবশ্যক সংশোধন করিয়া পাঠারম্ভ করিবেন। নিবেদনমিতি।

সূচীপত্র

বাঙ্গালার
পারিবারিক ইতিহাস
চতুর্থ খণ্ড

কলিকাতা-পোস্তার আদি রাজবংশ

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর

বংশের আদি পরিচয়

কালকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদি রাজ-বংশের মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরই আদিপুরুষ। পোস্তা অঞ্চলে ইঁহার ভদ্রাসন 'পোস্তার রাজবাটী' নামে কলিকাতাবাসীর সকলের মুখে শ্রুত হইয়া থাকে।

মহারাজা সুখময় রায়ের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম পার্ব্বতী দাসী। ইঁহার বিষয় জানিতে হইলে ইঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েরই কিছু পরিচয় আবশ্যক। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুদিনের জন্য হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদে সিংহ-বংশের অবসানের পর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মাতামহ ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধর ইংরাজের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া মুসলমান রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মুসলমান ও অপর বিদেশীয়গণের অত্যাচারে ইংরাজ বণিকগণ যে সময়ে হুগলী পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে এদেশেরও কতকগুলি বণিক ইংরাজগণের সহিত হুগলী ত্যাগ করেন। 'এই বণিকগণ এবং ইরাজ বণিকগণ সূতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—ভাগীরথীর উপকূল-স্থিত এই তিনটী সংলগ্ন গ্রাম নিরাপদ ভাবিয়া ব্যবসায়ের কেন্দ্র নির্ব্বাচিত করেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধর

দেশীয় বণিকগণের মধ্যে লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও অর্থশালী ছিলেন। ব্যবসায়-উপলক্ষে ইনি ইংরাজ বণিকগণকে টাকা আদান-প্রদান করিতেন। সে সময়ে এখনকার ন্যায় ব্যাঙ্ক ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে এইরূপ মহাজনের নিকট হইতেই অর্থ ঋণ করিতে হইত। এই

সূত্রেই ক্রমে ইঁহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়ক লর্ড ক্লাইবের বেশ পরিচয় হইল এবং পরে ইহা বন্ধুত্বে পরিণত হইল। এই সময়ে লর্ড ক্লাইবকে রাজনীতিক্ষেত্রে ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থের অনাটন হইলে, লর্ড ক্লাইবের অনুরোধে লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় তাঁহাকে সাতলক্ষ টাকা দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তাৎ-কালিক অসুবিধা দূর করিয়া অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় লর্ড ক্লাইবকে সময় অসময়ে কেবলমাত্র অর্থসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সৎ-পরামর্শাদি ও কর্ম্মঠ বিশস্ত লোকজন আবশ্যক হইলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিতেন। এক সময়ে লর্ড ক্লাইবের একজন বিশস্ত কর্ম্মপটু মুন্সীর প্রয়োজন হইলে তাঁহার বন্ধু লক্ষীকান্ত ধর মহাশয় সে সময়ে অপর কোথাও উপযুক্ত লোক না পাইয়া নিজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইভের হস্তে অর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মনোযোগের সহিত কর্ম্ম করিয়া নিজের যথেষ্ট উন্নতি করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রাজা উপাধিও প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশধরগণ শোভাবাজার-রাজবংশ নামে পরিচিত। গুণগ্রাহী লর্ড ক্লাইব অসময়ের বন্ধু লক্ষীকান্ত ধরের উপকার বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দিতে প্রস্তুত হন; কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। লর্ড ক্লাইবও মধ্যে মধ্যে ঐ প্রস্তাব করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে বার বার অনুরুদ্ধ হইলে তিনি তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র সুখময় রায়কে ঐ উপাধিদ্বারা ভূষিত করিতে বলেন। লর্ড ক্লাইব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও যথাসময়ে সুখময় রায়কে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন।

লক্ষীকান্ত ধর মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার পার্ব্বতী নাম্নী একটী মাত্র কন্যা ছিল। তিনি কন্যাটীকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পার্ব্বতী দাসী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হন। তাঁহার মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর লোক বিশেষভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হারাইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা পার্ব্বতী নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। হিন্দু পরিবারের আদর্শ কন্যা, ভার্য্যা ও জননী হইবার মত তাঁহার সুশিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার অসীম বদান্যতারও তিনি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। তিনি দীন-দুঃখীর প্রতি করুণা-পরায়ণা,

তাহাদের অন্নদাত্রী, অভয়দাত্রী ছিলেন। জীবিতকালে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সৈন্যগণের গমনাগমনের জন্য তৎকালে রাস্তার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি উইল করিয়া কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রীঘাট এবং সেই ঘাট হইতে দমদম পর্য্যন্ত রাস্তা-নির্ম্মাণকল্পে ৪০,০০০৲ টাকা দিয়া যান। ঐ উইলের আর একটী সর্ত্তে তিনি দেশীয় হাঁসপাতালের সাহায্যকল্পে ৩০,০০০৲ টাকা দান করেন।

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর একজন কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি বহুবিধ গুণের আধার ছিলেন। আর্ত্ত ও পীড়িতের কাহিনী শুনিলেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি জীবনে বুঝিয়াছিলেন ও এইমতে জীবনব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, পীড়িত ও ব্যথিতের ব্যথা উপশমের চেষ্টার মধ্যেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। তদীয় বহু অনুষ্ঠানের মধ্যে কটক রোড নামক সুদীর্ঘ রাজপথ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট কীর্ত্তি। ইহা তাঁহার নাম দেশবাসীর অন্তরে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি এই সুদীর্ঘ রাজপথ রেলপথ নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে পুরীধামের শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবকে দর্শনের সুবিধার্থে হিন্দু জনসাধারণের জন্য বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া হইতে পুরীধামের শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এই সুবিস্তৃত রাজবর্ত্মের দৈর্ঘ্য ২৮০ মাইল। তীর্থযাত্রীদিগকে দীর্ঘ দিন এই পথ বাহিয়া যাইতে হইত। তাহাদের থাকিবার সুবিধার জন্য কিছু দূরে দূরে ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে দুইখানি প্রশস্ত ঘর, একটী বড় দালান এবং অপর একটী বিস্তৃত ঘর ছিল। এই বিস্তৃত ঘরটীকে আবার অনেকগুলি কুঠারীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল, যাহাতে বহু পরিবার এখানে একসঙ্গে আশ্রয় লইতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মশালাভবনে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ ও পুষ্করিণী ছিল এবং বৃক্ষলতাও চতুর্দ্দিকে রোপিত হইয়াছিল। রথযাত্রা ইত্যাদি মহাপর্ব্ব উপলক্ষে যখন দলে দলে তীর্থযাত্রীরা ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে এই রাস্তা বাহিয়া জগন্নিধান পুরুষোত্তম-দর্শনে যাত্রা করিত, তখন এই সমস্ত ধর্ম্মশালার প্রত্যেকটীতে প্রায় ৫০০।৬০০ তীর্থযাত্রী থাকিতে পারিত। এই ধর্ম্মশালাগুলিই তখন তীর্থযাত্রীদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। এইরূপ কতকগুলি ধর্ম্মশালার নাম করা যাইতেছে—কাঠজুড়ী নদীর তীরস্থ বরঙ্গে একটী, পুরীজেলাস্থ কাঞ্চিনদীর তীরে আঠারনালায় একটী, কটকজেলায় মহানদীতীরস্থ

তঙ্গীতে একটী, বৈতরণী-তীরস্থ আখুয়াপদতে একটী, বামনীনদীর কূলে একটী, শালুন্দী-নদীতীরে ভদ্রকে একটী, বংশবান-নদীতীরে সোরাতে একটী, বড় বল্লঙ্গ-নদীতীরে বালেশ্বরে একটী, জলকা-নদীতীরে খুন্তাবস্তায় একটী, বালেশ্বর জেলায় সুবর্ণরেখা-নদীর তীরে রাজঘাতে একটী, দাঁতনে একটী, কোশাজি-নদীতীরে একটী, দেবনাথে একটী, রূপনারায়ণনদের তীরে কোলাতে একটী, দামোদরনদতীরে চণ্ডীতলায় একটী। এই সকল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ঝড়বৃষ্টি, শীতাতপ হইতে ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রীদিগকে আশ্রয় দান করিত। কতকগুলি ধর্ম্মশালা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটীর পরিমাণ ১০ বিঘা হইতে ১৫ বিঘা পর্য্যন্ত। ১৮৪০ সালের প্রাদেশিক বন্দোবস্তে এগুলি নিষ্কর ধার্য্য হইয়াছিল। এই সমস্ত ধর্ম্মশালা ব্যতীত এই পুরীর রাস্তায় দুই চারি মাইল অন্তরে অন্তরে বহু কূপ খনন করান হইয়াছিল। এই রাজবর্ত্ম বহু নদনদীর উপর দিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য কত সুদৃঢ় সেতু প্রচুর অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর তৎকালীন মোগল-সম্রাট সাহ আলম ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ জনহিতৈষিণা ও দানশীলতার জন্য সুখময় রায়কে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি ও "চারহাজারী" মনসবদারী (চারিহাজার সৈনিকের অধিনায়ক-পদ) প্রদান করেন এবং ঝালর-দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করিবার অধিকার দেন। তখনকার কালে ঝালর-দেওয়া পাল্কী ব্যবহার করা অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল। এই একই সনন্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র রামচন্দ্রকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি ও "দোহাজারী" পদ প্রদত্ত হয়। এই দান বীর মহাপ্রাণ মনসবদার মহারাজা সুখময় রায়ের বিরাট দান ও জনসেবার খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সাহ মহোদয়ও তাঁহাকে দিল্লীশ্বর যে উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই উপাধির সনদ "বোর্ড অব্ কনট্রোল" (Board of Control) এর মারফতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত 'মহারাজা' উপাধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও মানিয়া লন; কারণ তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি মহা-রাজের অবিচলিত অনুরাগের বিষয় জানিতেন। যখন মহারাজা সুখময় এই সকল উপাধিতে ভূষিত হন, তখন মারকুইস অব্ হেষ্টিন্স ভারতের বড়লাট ছিলেন। মহারাজা সুখময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতীর্থে গমন করেন, সেই সময়ে বড়লাট তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদিগকে কতকগুলি বিশিষ্ট সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা সুখময়ের সম্মান, পদমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি এতই অধিক ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তীর্থযাত্রার সময়ে তাঁহাকে সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতে সতত উন্মুখ ছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণদেব রায় বাহাদুর

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরই ছিলেন উহার একমাত্র বাঙ্গালী ডিরেক্টর। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর রামচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং নরসিংহ চন্দ্র এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর

রাজা নরসিংহ চন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র। মহারাজা সুখময়ের বিপুল সম্পত্তি তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইলে রাজা নরসিংহচন্দ্রের অংশে পৈতৃক প্রাসাদ ও রামলীলার বাগান পড়িয়াছিল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে এই বাগান অবস্থিত। সেকালে এত সুন্দর উদ্যান-বাটিকা সহরের উপকণ্ঠে আর ছিল না। কলিকাতার সৌখীন ধনবানগণ এই বাগানে বেড়াইতে আসিতেন। রাজা নরসিংহচন্দ্র দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা শিবচন্দ্র সেতুনির্ম্মাণ জন্য ১৬,৭০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, দেশীয় হাঁসপাতাল-সমূহেও তাঁহারা ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। বহু জনহিতকর সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য এবং অবিচলিত রাজভক্তির জন্য লর্ড আমহার্ষ্ট নরসিংহচন্দ্রকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহাকে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে বেড়াইবার অনুমতি দেন। সেকালে চারি ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করা সবিশেষ সম্মানজনক ছিল। বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সকল দরবার ও লেভীতেই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। ইহা ব্যতীত তিনজন অস্ত্রধারী রক্ষিনিয়োগের ক্ষমতাও তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সমারোহের সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য ছাড়পত্র দিয়াছিলেন।

রাস্তা নির্ম্মাণার্থে দান

বাঙ্গালার রাস্তা-সমূহের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মহাশয় রাজা নরসিংহ চন্দ্রকে এক উর্দ্দু পত্রে ১৮৪২ খৃঃ ১৫ই মার্চ্চ তারিখে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন ঃ—

বড়লাট বাহাদুরের আদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, ১৮২৬ খৃঃ আপনি এবং আপনার ভ্রাতা রাজা শিবচন্দ্র রায় কর্ম্মনাশা নদীর সেতুর সংস্কার ও রক্ষা করিবার কর্ম্মচারীর ভরণ-পোষণ জন্য সেক্রেটারী কুলপেব সাহেবের হাতে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ পর্য্যন্ত সেই টাকার এক পয়সাও খরচ হয় নাই! সেই টাকা সুদে আসলে ১৬, ৭০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং

কোম্পানী বাহাদুরের তহবিলে মজুত আছে। উক্ত সেতুর পরিবর্ত্তে পাটনিমলের রাজা স্বব্যয়ে আর একটী পাথরের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু উক্ত সেতুটীর সংস্কার-ব্যাপারে ১৯,৭৮৲ টাকা ৫ পাই ব্যয় করিয়াছেন। যদি আপনি ঐ টাকা অর্থাৎ ১৬,৭০০৲ উক্ত সেতুর সংস্কারে ব্যয়িত ১৯,৯৭৮৲ টাকা ৫ পাই এর আংশিক সাহায্য-হিসাবে দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে জানাইলে আমি আপনাদের দুই ভ্রাতার এই দানের বিবরণ একখণ্ড শ্বেতপ্রস্তরে খোদিত করিয়া সেতুর প্রাচীরে গাঁথিয়া দিতে পারি। অথবা যদি আপনি একটী নূতন সেতুই তৈয়ারি করাইতে চান, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে কাশী যাইবার পথে অন্য কোন নদীর উপর একটী লোহার সেতু তৈয়ারি করা যাইতে পারে, ইহাতে আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় হইবে। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টী আপনার অভিপ্রেত, তাহা আপনি সত্বরে আমাকে জানাইবেন; কারণ আপনার অভিপ্রায় মিলিটারী বোর্ড ও গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে।

বর্দ্ধমান ও বেনারস রোডস্ আফিস হইতে ১৮৪৩ খ্রীঃ ২২শে জুলাই তারিখে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের নিকটে এই মর্ম্মে আর একখানি পত্র আসিয়াছিল ঃ—

মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী এ সম্বন্ধে গত ২১শে জুন আমাকে যে পত্র লেখেন এবং যাহার নকল আপনাকে এই সঙ্গে পাঠাইতেছি, তদনুসারে আমার অনুরোধ যে, আপনাদের প্রদত্ত ১৬,৭০০৲ টাকায় একটী নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে শীঘ্র আপনার মতামত জানাইবেন। বলা বাহুল্য, এই টাকায় নূতন সেতু নির্ম্মিত হইলে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি পূর্ণভাবে আপনাদেরই নিজস্ব হইবে। আপনি ইতিপূর্ব্বে আপনার প্রেরিত পূর্ব্ব পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, আপনি ইহার অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কারণ নূতন রাস্তায় যে কয়েকটী সেতু নির্ম্মিত হইবে, তাহাদের মধ্যে একটী আপনাদের প্রদত্ত টাকায় তৈয়ারী হইতে পারিবে।

সেতু নির্ম্মিত হইলে পর একখণ্ড মর্ম্মরপ্রস্তরে আপনাদের দানের যথাযোগ্য বিবরণ খোদিত হইবে এবং উহা সেতুগাত্রে সংলগ্ন করা হইবে।

উপরিলিখিত প্রস্তাব আপনার অনুমোদিত হইলে যে নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইবে সেই নদীর নাম এবং সেতুর নক্সা আপনার অবগতির জন্য পাঠাইয়া দিব।

হাঁসপাতালে দান

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় ১৮২৬ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল নেটিভ হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এই পত্রখানি প্রাপ্ত হন।—

গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মহাশয় নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, আপনারা এই হাসপাতালে ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই বিরাট দানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আমি আপনাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনাদিগকে আরও ইহা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, চাঁদা-দাতৃগণের পরবর্ত্তী সভায় আপনাদের নাম উপস্থাপিত করা হইবে এবং নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষভুক্ত হইবার অর্থাৎ গভর্ণর হইবার দাবীর বিষয়ও নিঃসন্দেহে এই সভাতে আলোচিত ও গ্রাহ্য হইবে।

রাজা বাহাদুরের সনন্দ

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট ফরাসী ভাষায় নিম্নলিখিত চিঠিখানি ১৮২৬ খৃঃ ১৯শে মে প্রেরণ করেন ঃ—

আপনার ঔদার্য্য ও সৎসাহস আপনাকে সমাজে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে; বংশগৌরবে ও পদমর্য্যাদায় আপনি সর্ব্বত্র সম্মানিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাধারণের গৌরবভাজন হইয়াছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আপনি শান্তিতে থাকুন। পুরুষানুক্রমে আপনারা রাজানুভক্ত এবং সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী! গভর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি দেশের এবং দশের কল্যাণকর কর্ম্ম করিতে সদাই আগ্রহান্বিত এবং তাহা করিয়াও থাকেন। এই সকল কারণে আমি আপনাকে রাজা এবং বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া আপনার সম্মান বর্দ্ধন করিলাম। আপনি অতঃপর চারি ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিবার অধিকার পাইলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আপনি এই যে রাজ-সম্মান ও উচ্চসম্ভ্রমসূচক উপাধি লাভ করিলেন, আশা করি, আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন এবং আপনার রাজভক্তি ও দেশের কল্যাণসাধনে অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

দরবারে উপস্থিতির সনন্দ

রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মার্কনটন সাহেব এক পত্র লিখিয়া জ্ঞাপন করেন যে,

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আপনার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, অতঃপর আপনি দরবারে উপস্থিত হইবেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী আর একখানি পত্রে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, বড়লাট বাহাদুরের লেভিতে আপনি যোগদান করিবার অনুমতি পাইয়াছেন এবং বড়লাট বাহাদুর আমাকে এ সংবাদ আপনার নিকট পাঠাইতে বলিয়াছেন।

পুরীতীর্থে যাইবার ছাড়পত্র

১২৪৯ হিজরী ১৫ই সুকুর তারিখে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে গভর্ণমেণ্ট রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুরকে পুরীতীর্থে যাইবার জন্য এক ছাড়পত্র (Passport) দান করেন। মূল ছাড়পত্র-খানি ফারসী ভাষায় লিখিত, উহার বাঙ্গলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

শুল্ক বা কর-সংগ্রহের কলেকটরগণ, প্রহরী ও শান্ত্রীসকল, রাস্তা ঘাটের রক্ষকদল, তোমরা জানিয়া রাখ যে, রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর হাঁটা পথে কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথতীর্থে গমন করিতেছেন। তাঁহার সহিত নিম্ন-লিখিত লোকজন ও জিনিষপত্র আছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের আদেশমত আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, অসঙ্গত কর আদায়ের জন্য তোমরা কেহ পথে বা ঘাঁটিতে তাঁহার গতি রোধ করিবে না; কিন্তু তদ্বিপরীতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এবং তোমাদের নিজ নিজ ঘাঁটির ভিতর দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিবে। যে কর গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে ধার্য্য আছে, তাহা তিনি বিনা আপত্তিতে প্রদান করিবেন। তোমরা এই আদেশ বিশেষ জুরুরি বলিয়া জানিবে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিবে। তিনি লোকজন ও জিনিষপত্র সঙ্গে যাহা লইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

হস্তী............২টী, ঘোড়া............১০টী, গাড়ী............২০খান পালকী............১৬খানা, পশমী, সোণার জড়িদার ও অন্যান্য পরিধেয় ১ প্রস্থ সোণার ও রূপার থালা............১প্রস্থ মালপত্র ও কার্পেট প্রভৃতি............ ১প্রস্থ, সশস্ত্র অনুচর, শান্ত্রী ও প্রহরী............১০০জন।

কুমার রাজকুমার রায়

রাজকুমার রায় রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান; তিনি তাঁহাদের পৈতৃক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়ের দুই স্ত্রী—সরস্বতী ও চুণীমণি। রাজকুমার রায়ের শ্যামা নাম্নী এক ভগিনী ছিলেন।

সন ১২৬৬ সালে রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় তাঁহার একমাত্র সন্তান—রাজকুমারকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তখন রাজকুমার রায়ের বয়স প্রায় ৪৪ বৎসর। তিনি পৈতৃক বিষয় পাইয়া উহাকে বর্দ্ধিত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেক সময় তিনি প্রতারণায় পড়িতেন। তাঁহার পিতার রাজা উপাধি ছিল বলিয়া তিনি "কুমার" উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে সম্মান করিয়া রাজা বলিতেন। তিনি যেমন শান্ত শিষ্ট, তেমনই পরদুঃখকাতর ছিলেন; নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। কুমার রাজকুমার রায়ের সরলতা ও যোগ্যতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অনরারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিয়াছিলেন।

অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস্ অব্ দি পিস্

ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে কুমার রাজকুমার রায়কে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট কলিকাতার অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এই সঙ্গে তঁহাকে "জষ্টিস অফ্ দি পিস্ ফর্ দি টাউন অফ্ ক্যালকাটা"র নিয়োগপত্র দিবারও ব্যবস্থা হয়।

অস্ত্র আইনে অব্যাহতি

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বেভারলি সাহেব কুমার রাজকুমার রায়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন-মতে অস্ত্র আইনের আমল হইতে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

কুমার রাজকুমার রায় এরূপ পরদুঃখকাতর ছিলেন যে, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত কোন ব্যক্তি অসময়ে অর্থের জন্য আসিলে তাঁহাকে বিমুখ করিতেন না। তিনি যাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট হইতে আর টাকা ফেরত পাইতেন না; এইরূপে তাঁহার বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়। অযোধ্যার বেগমগণ ও মুচিখোলার নবাব তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর পরিশোধ করা হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয়, তখনও তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। ইহাতে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হন। এইরূপে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হন এবং ঐ সময় হইতে তিনি সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া খুব অল্প খরচে চলিতে থাকেন। তিনি বাজে খরচ একেবারেই পছন্দ করিতেন না এবং কোনও রূপ

বাবুগিরিতে মত্ত থাকিতেন না। কুমার রাজকুমার রায়ের দুই স্ত্রী ছিলেন, আনন্দময়ী ও প্রসন্নময়ী। আনন্দময়ীর এক কন্যা কালিদাসী। প্রসন্নময়ীর এক কন্যা দুর্গাদাসী এবং দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ।

কুমার রাজকুমার রায় ১২৯৭ সালে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে এক পুত্র—রাধাপ্রসাদ রায় ও দুই কন্যা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দেবীপ্রসাদ রায় তাঁহার জীবদ্দশাতেই মারা যান।

কুমার রাধাপ্রসাদ রায়

রাধাপ্রসাদ রায় কুমার রাজকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। অনুমান ১২৫৭ সালে পোস্তার বাটীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুল হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। লেখাপড়া শিখিতে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পুত্রগণকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহাদের পিতার বিশেষ কোন চেষ্টা ছিল না, তজ্জন্য রাধাপ্রসাদ রায়ের উচ্চশিক্ষা পাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই।

রাধাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হয় নাই, কেবল দুইটী কন্যা। এই কন্যাদ্বয়ের বিবাহের সময় তিনি তাঁহার বসত-বাটীর ভাড়াটীয়া তুলিয়া দেন এবং বাটীটী ভাল করিয়া মেরামত করিয়া লন। তাঁহার পিতার এরূপ স্বভাব ছিল যে, তিনি কখনও একটী গাড়ী কিম্বা ঘোড়া রাখেন নাই। কিন্তু রাধাপ্রসাদ তাঁহার পিতাকে বুঝাইয়া গাড়ী-ঘোড়া রাখাইয়াছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যাদ্বয়ের বিবাহের সময় কুমার রাজকুমার রায় জীবিত ছিলেন। রাধাপ্রসাদ রায় অতিশয় দয়াবান ও পরদুঃখকাতর ছিলেন; তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। তাঁহার কাছে কখন কেহ কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিতেন না। তাঁহার একটী বাটী ছিল, আত্মীয়স্বজন বিপদে পড়িলে সেই বাটীতে থাকিতে দিতেন। মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ও রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ রায় তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও বিপদে পড়িলে পরস্পর পরস্পরকে সাধ্যানুসারে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন। গীতবাদ্যে রাধাপ্রসাদের খুব সখ ছিল। তিনি দেশ বিদেশ হইতে গায়ক আনাইয়া তাহাদের গান শুনিতেন। অস্ত্র আইন হইতে তাঁহার ছাড় ছিল। তিনি বহু সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়া রাজভক্তি ও সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

রাধাপ্রসাদ রায় যদিও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি এরূপ বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, স্বয়ং "বিজ্ঞান-কল্প-লতিকা" "বিজ্ঞান-শান্তি-কুসুম," "বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন" ও "বঙ্গে বর্ত্তমান বিবাহ-প্রণালী" নামে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। নিজে বাল্যে ভাল রকম শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই

পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষার অভাব যে কত, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন এবং এই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি "কুমার রাধাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউশন" নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। এই বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্রদিগের বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আছে এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইলে কৃতী ছাত্রদিগকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়. তিনি বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর মধ্যে মারা যান।

তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় কনিষ্ঠ কন্যার মধ্যম পুত্র গৌরমোহন মল্লিককে শৈশব হইতে তিনি আপন কাছে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেন। রাধাপ্রসাদ রায় ১৩০৯ সালে পত্নী কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ও নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র হরিপ্রসাদ রায়কে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাণী কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ও
কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়

কস্তুরীমঞ্জরী দাসী তাঁহার পতির মৃত্যুর পর বড়ই শোকগ্রস্তা হন এবং অতিশয় অসহায় অবস্থায় পড়েন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা রসিকলাল মল্লিক তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ১৩১০ সালে হরিপ্রসাদ রায় সাবালক হইলে হরিপ্রসাদ রায়ের মাতুল প্রমথনাথ মল্লিক কস্তুরীমঞ্জরীর নিকট হইতে হরিপ্রসাদ রায়ের বিষয় পৃথক করিয়া লইয়া নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। হরিপ্রসাদ রায় বসত-বাটীর সদর ও রামলীলার বাগান এবং কস্তুরীমঞ্জরী দাসী বসত-বাটীর অন্দর প্রাপ্ত হন। ১৩১২ সালে কস্তুরীমঞ্জরী স্বর্গীয় রাধাপ্রসাদ রায়ের নির্দ্দেশমত গৌরমোহন মল্লিককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া ইঁহার নাম বিষ্ণুপ্রসাদ রায় রাখেন।

কস্তুরীমঞ্জরী দাসী যে অতিশয় দানশীলা ও পরদুঃখকাতর ছিলেন, তাহা তাঁহার কতিপয় কীর্ত্তি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৩১৩ সালে তিনি বাতরোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে তিনি প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া কষ্ট পান। পরে ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জি এই রোগের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়া দেওয়ায় তিনি ডাক্তারী চিকিৎসার উন্নতি ও দরিদ্র রোগীগণের রোগ-মুক্তির জন্য ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জ্জির পরামর্শানুসারে বেলগাছিয়ার হাঁসপাতালটীকে দোতলা করিয়া দেন।

১৩১৪ সালে বিষ্ণুপ্রসাদ রায় এই হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন করেন। হাঁসপাতালটী নির্ম্মাণ করিতে কস্তুরীমঞ্জরী দাসীর প্রায় ৫১০০০৲ টাকা ব্যয়

হইয়াছিল। এস্থানে ইঁহার একটী ওয়ার্ড আছে; তথায় দরিদ্রগণ বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসা পাইয়া থাকে। এই হাঁসপাতালটির নাম "এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতাল।" কস্তুরীমঞ্জরী দাসী কেবল ইহা করিয়া নিরস্ত রহিলেন না, তাঁহার সৎকার্য্যের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে একজন প্রধান ডাক্তার ডি, এন, রায় কস্তুরীমঞ্জরী দাসীকে বেলগেছিয়া হাঁসপাতালের মত একটী হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল করিবার জন্য বলেন। ইহাতে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, সত্য সত্যই ইহা একটি আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। এমন অনেক রোগ আছে, যাহা কেবল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, অথচ এই চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য হাঁসপাতাল নাই।

এই সকল আলোচনা করিয়া কস্তুরীমঞ্জরী দাসী হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের জন্য সারকুলার রোডের উপর প্রায় ১৫০০০৲ টাকা দিয়া একটী জায়গা কিনিয়া দেন। এখন ঐ জায়গায় হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল বিদ্যমান রহিয়াছে। "কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক হস্পিট্যাল সোসাইটী"র এই হাঁসপাতাল সম্ভবপর হইত না, যদ্যপি পোস্তার রাণী কস্তুরীমঞ্জরীর জীবন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা রক্ষিত না হইত। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ২৬৫নং আপার সারকুলার রোডে হাঁসপাতাল-বাটী নির্ম্মাণ এবং জায়গা খরিদ করিবার নিমিত্ত ২২০০০৲ বাইশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।"

রামমোহন লাইব্রেরী যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কস্তুরীমঞ্জরী দাসী এই লাইব্রেরীর যাবতীয় ইতিহাস-পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। তিনি এইরূপে সাধারণের উপকারার্থ অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কস্তুরীমঞ্জরী দাসী ঠাকুরপূজা করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাদের পৈতৃক ঠাকুর ৺শ্যামসুন্দর জীউর তিন হস্ত পরিমাণ উচ্চ একটী স্বর্ণময় সিংহাসন করিয়া দিয়াছেন। পৈতৃক রামলীলার বাগান তাঁহার অংশে না পড়ায় তিনি বেলুড়ের মঠের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গঙ্গার উপরে একটী বাগান ক্রয় করেন।

কস্তুরীমঞ্জরীর সদর বাটী নিজ অংশে না থাকায় ১৩১৯ সালে বিষ্ণুপ্রসাদের দ্বারা তিনি সদর-বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করান; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বাটী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ১৩২০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কুমার হরিপ্রসাদ রায়

রাজকুমার রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। দেবীপ্রসাদ রায় এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া ১২৯৪ সালে জীবদ্দশায় প্রায় ২৮ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার পুত্র হরিপ্রসাদ রায় তাঁহাদের পোস্তার আদি বাটীতে বাস করিতেন। তিনি রমানাথ কবিরাজ লেন নিবাসী শ্রীযুত কালীদাস চন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সখীসোনা দাসীকে বিবাহ করেন। ইনি গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ হাঁসপাতালে ১০০০০৲ দিয়াছেন ও পাণিহাটীর 'পাটবাড়ী'তে অন্যূন ২৫০০৲ ব্যয়ে গ্রন্থমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহার স্বামীর আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। হরিপ্রসাদ রায়ের পশুপক্ষী পুষিবার সখ ছিল। তিনি তাঁহার পৈতৃক রামলীলা বাগানে নানা দেশ-বিদেশ হইতে পশু-পক্ষী আনাইয়া রাখিতেন। হরিপ্রসাদ রায় এক কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। শ্রীমতী প্রতিভা সুন্দরীর সহিত বহুবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী জমিদার ৺বিপিনবিহারী ধর মহাশয়ের পৌত্র—সুদর্শন জমিদার শ্রীমান্ পশুপতি ধরের বিবাহ হইয়াছে। পশুপতি বিদ্যোৎসাহী, রাজভক্ত ও নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী। এক কথায়, তিনি নানাগুণভূষিত আদর্শ জমিদার। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে করোনেশন মেডেল প্রদান করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন! তাঁহার উপস্থিত এক পুত্র—শ্রীমান্ বিশ্বনাথ ও দুই কন্যা—তারা ও মীরা। শ্রীমান্ বিশ্বনাথই কুমার হরিপ্রসাদের একমাত্র দৌহিত্র।

কানপুর মুখোপাধ্যায়-বংশ

এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এল,

কানপুরের মুখোপাধ্যায়-বংশ* বর্ণনা-প্রসঙ্গে রামলোচনের রামজীবন, ছকুরাম, ঘনশ্যাম ও রামনারায়ণ নামে যে চারিটী পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইয়া তাঁহাদিগের পৈতৃক গড়বেষ্টিত-বাস্তু বিভাগ করিয়া লওয়ায় তাঁহাদিগের বংশধরগণ বড়, মেজ, সেজ ও ছোটর বংশ বলিয়া পরিচিত হন।

জ্যেষ্ঠ রামজীবনের জীবন গ্রামেই কাটিয়া যায়। তিনি যথেষ্ট সঙ্গতিশালী না হইলেও অতীব ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান ছিলেন। প্রতিমাসে তাঁহার বাটীতে একবার ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত। তাঁহার চারিটী পুত্র উদয়, ঈশ্বর, কৈলাশ ও কালিকুমার। দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের সময় ইহাঁরা সকলেই কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। কালিকুমার পরে উইলসন হোটেলের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উইলসন সাহেব প্রতিষ্ঠিত এই হোটেল এক্ষণে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল নামে প্রচলিত। কলিকাতায় চাকুরীতে কালি-কুমারের যথেষ্ট অর্থাগম হয় ও তিনি কাণপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ভূসম্পত্তি অর্জ্জন ও পাকা বাটী প্রস্তুত করান। কাণপুর গ্রামে পাকা বাটী তাঁহারই প্রথম। কালিকুমার তাঁহার দুই পুত্র শশী ও গণেশকে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য করেন ও ওস্তাদ রাখিয়া গীতবাদ্য শিক্ষা দেন। শশীভূষণ পরে ক্লেরিওনেট বাদকরূপে প্রসিদ্ধ হন ও ৺গোপাললাল শীল স্থাপিত অরোরা থিয়েটারে সুরদাতার কার্য্য পান। তাঁহার প্রণীত গৎ এখনও কলিকাতার অনেক কনসার্টদলের অবলম্বন। গনেশ কণ্ঠ-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন।

বৈষয়িক ব্যাপারে কালিকুমারের কোন পুত্রই উন্নতি লাভ করেন নাই। জ্যেষ্ঠ শশীভূষণের অল্প বয়সে মৃত্যু ঘটে, কনিষ্ঠ গনেশ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ত্যাগ করেন। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ায় কালিকুমারকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই চাকুরী হইতে অপসৃত হইতে হয়। ফলে সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে পুনশ্চ কানপুরে আসিয়া বাস করিতে হয়। ৭৪ বৎসর বয়সে ইং ১৯০৩ সালে হাওড়া গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সহধর্ম্মিণী নবকুমারী দেবী তাঁহার ২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বৃহৎ সংসার প্রতিপালনের ব্যয় ভারে কালিকুমারকে বিশেষ কাতর হইয়া পড়িতে হয় এবং তিনি তাঁহার কতক স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন।

---

* ৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য

প্রথম ইংরাজী নবীশদিগের যে আচার ব্যবহারের দোষ ঘটে, কালিকুমারকে তাহা স্পর্শ করে নাই ; পরন্তু ঐ শিক্ষা তাঁহাকে বিশেষ হিন্দুভাবাপন্ন করে। কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার পর তিনি বেতনভোগী পণ্ডিতের সাহায্যে প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। সাধারণের শাস্ত্র শিক্ষা-কল্পে তিনি বাটীতে বহুদিনব্যাপী পাঠ ও কথকতা দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পল্লিবাস সত্বেও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা অথবা মামলা মোকর্দ্দমায় তিনি কখনও লিপ্ত হন নাই। তাঁহার বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণের অনুষ্ঠান হইত। অর্থকষ্ট কখনও তাঁহাকে এই সব ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার প্রবৃত্তি দেয় নাই। ভগবৎচিন্তায় ও সদালোচনায় তাঁহার সময় কটিত। বাগানে ও বিভিন্ন চাষে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তিনি নানা বৃক্ষ-লতা বীজ বহুব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বাগান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও আদর্শে কাণপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রথম গোল আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ নিমিত্ত তিনি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও তাহার বাঁধা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দিয়া গিয়াছেন ও গ্রামের অন্যান্য অনেক সাধারণের হিতকর-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

কালিকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র গণেশচন্দ্রের ৬৪ বৎসর বয়সে ইং ১৯২৬ সালে পরলোক ঘটে। তাঁহার তিন পুত্র সুরেশচন্দ্র, পরেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র। সুরেশ তাঁহার মাতুলাশ্রম চন্দননগরে বাস করিয়া ফরাসী স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স ও হুগলি কলেজ হইতে ফাষ্ট-আর্টস পাস করিয়া ইং ১৯০১ সালে কলিকাতায় আসিয়া রিপন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। রিপন কলেজে তাঁহার ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় হয় এবং অনতিবিলম্বেই তিনি তাঁহার মতানুলম্বী হন। ইং ১৯০৫ সালে বি-এ, পাশ করিবার পর কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তিনি তৎকালীন "গরম" দলে যোগ দেন ও "বন্দেমাতরম্" কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে ৺শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৺বিপিন পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সংশ্রবে আসেন। পরে রাজনৈতিক আলোচনার সাফল্যে সন্দিহান হইয়া ইং ১৯০৯ সালে বি-এল্ পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি ইংরাজীতে Law of Usury and Interest নামে এক আইনের পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা পরেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র তাঁহার উৎসাহে technical শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন। পরেশচন্দ্র Colliery Surveyor স্বরূপে কয়লার খাদে নিযুক্ত ও দীনেশচন্দ্র Shaw Wallace & Coর এক কারখানার কর্ম্মকর্ত্তা।

বাঙ্গালীর স্বাধীন ব্যবসা করা উচিত বোধে সুরেশচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

মনীন্দ্রমোহনকে ইং ১৯২৩ সালে Mukherjee Press নামে এক ছাপাখানা করিয়া দিয়াছেন। ঐ ছাপাখানায় পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মনোজমোহনও নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই ছাপাখানা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং আমরা এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে মুখার্জ্জি প্রেসের অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সুরেশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র মনমোহন বি-এল্ পাশ করিয়া আলিপুরেই ওকালতী করিতেছেন।

সুরেশচন্দ্র হাওড়া জেলার রাজাপুর গ্রামবাসী ৺দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি ২০ বৎসর হইল বিপত্নীক। সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ। তাঁহার চেষ্টায় ও সাহায্যে মুন্সীহাট হইতে পেঁড়ো পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা হইয়া বর্ত্তমানে মোটর চলিতেছে। কবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ Rai Gunakar Bharat Chandra Institution নামের স্কুলের তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা ও বর্ত্তমানে Vice President.

সুরেশচন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবীর হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর হাল বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইনি ভবানীপুরের বিখ্যাত ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক বংশধর। নিশিকান্ত বাঁকুড়া জেলা জজ আদালতের কর্ম্মচারী।

সুরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রমোহনের চারিটী পুত্র; মধ্যম মনোমোহনের একটী পুত্র এবং কনিষ্ঠ মনোজ মোহনের একটি কন্যা হইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের কন্যা মায়াদেবীরও দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছে।

৺কালিকুমার মুখোপাধ্যায়ের বংশীয়গণ এখনও স্বভাব নৈকুশ্য। তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যে সুরেশচন্দ্র কালিকুমারের অর্জ্জিত কলিকাতা চাঁপাতলার ৪নং নিলমণি দত্ত লেন বাটীতে বৎসরের অধিক সময়ই বাস করিতেছেন। পরেশ চন্দ্র বেহালা ব্রাহ্ম সমাজ রোডে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং দীনেশচন্দ্র কলিকাতা রাধানাথ মল্লিক লেনে এক বাটী খরিদ করিয়া পুত্র কন্যাদি সহ বাস করিতেছেন।

৺ শ্রীশ্রী৺ জয়চণ্ডী "চিত্তেশ্বরী" দুর্গা

শ্রীশ্রী৺ জয়চণ্ডী "চণ্ডেশ্বরী" দুর্গামাতার

নহবৎখানা

৺শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী "চিত্তেশ্বরী" দুর্গামাতার

সেবায়েৎ ও একজিকিউট্রীক্স
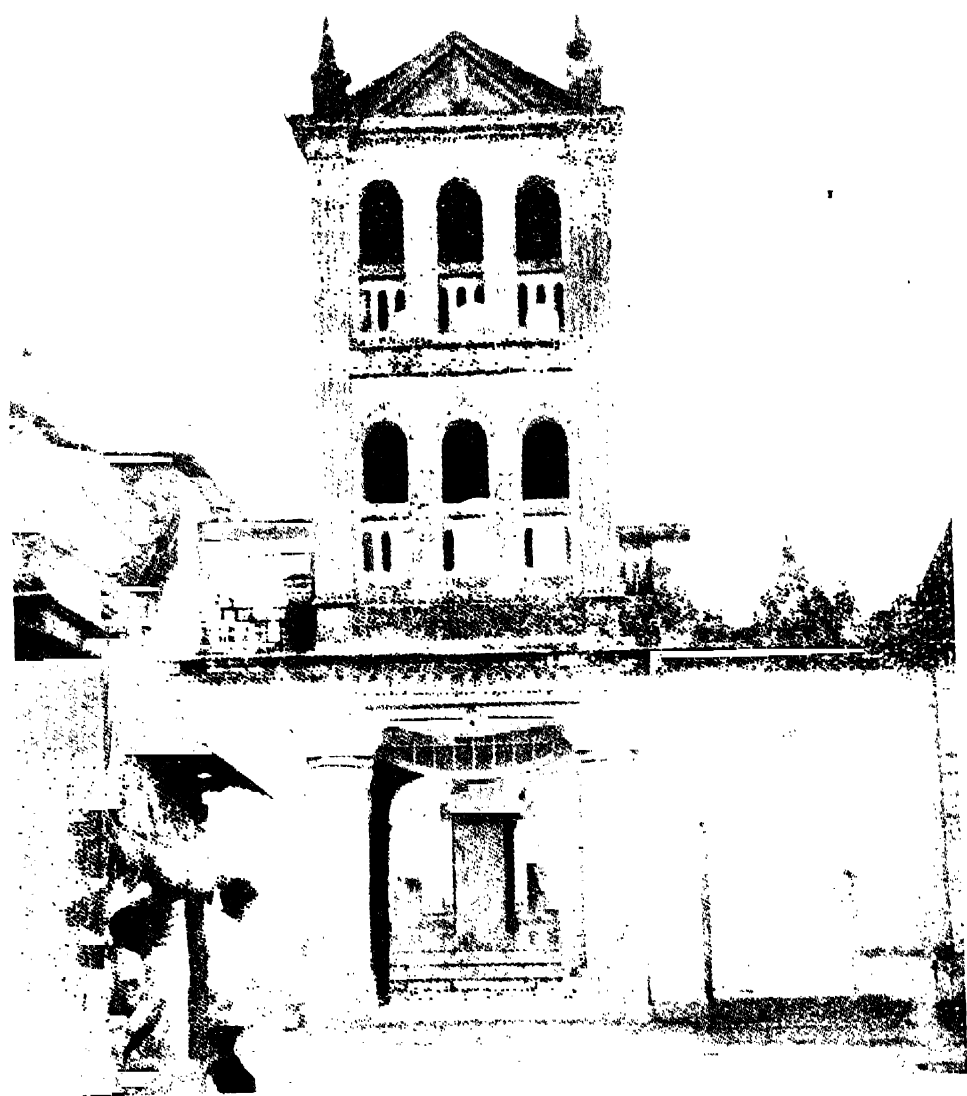
শ্রীমতী বিশ্বমাতা ব্রহ্মচারিণী (রায়চৌধুরী)

পূর্ব্ব অগ্রে সেবায়েৎ ও শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী

"চিত্তেশ্বরী" দুর্গামাতা

৺তারাকুমার ব্রহ্মচারী (রায়চৌধুরী)

জন্ম—৮ই কার্ত্তিক, সন ১২২৭ সাল

মৃত্যু—৯ই চৈত্র, সন ১৩৩৩ সাল।

সেবায়েৎ পূর্ব্বে ও শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী

"চিত্তেশ্বরী" দুর্গামাতা

৺পঞ্চানন ব্রহ্মচারী (রায়চৌধুরী)

জন্ম—২১শে মাঘ, সন ১৩০৩, মঙ্গলবার

মৃত্যু—২রা বৈশাখ, সন ১৩৭৫ সাল।

শ্রীযুক্ত ভূপেশ্বর ঘোষ

—সন ১৩০৪ সাল। ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার,

ইং ১৮৯৭ সাল ৩০শে সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

চিৎপুরের আদি, চিরপ্রসিদ্ধা, সর্ব্বজনবিদিতা

—চিত্তেশ্বরী মাতা—

কাশীপুরের

শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতার

—সেবাইতগণের কথা—

—-—•—-—

সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার যোগবলের কথা

১৫৮৬ সালে নরসিংহ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সাধু কাশীপুরের গঙ্গাতীরে যোগ সাধনা করিতেন। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ও নির্জ্জন ছিল এবং সেওড়াফুলীর রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অগ্রদ্বীপের ঘোষপাড়ার বাসুদেব ঘোষের বংশধর—বর্দ্ধমান জেলার সীমানায় অবস্থিত ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষের পত্নী—উক্ত সেওড়াফুলী রাজার কন্যা ঐ জমি ওয়ারিশান্ সুত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারীর কঠোর তপস্যা ও যোগ-বিভুতির পরিচয় পাইয়া ঐ স্থানের সংলগ্ন ৩৬ বিঘা জমি তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করেন। এইরূপে দান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী তারাচক্র আসন করিয়া তন্ত্রমতে সাধনা করিতে থাকেন। তিনি দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত শ্রীশ্রীতারা মায়ের সাধক ছিলেন। এখনও তাঁহার "তারাচক্র" আসন বিদ্যমান। তিনি সিদ্ধপুরুষ ও বহুদর্শী তান্ত্রিক জ্যোতিষী ছিলেন এবং যোগবলে অনেকের রোগমুক্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতার উৎপত্তি কথা

সেওড়াফুলি রাজার কন্যা, শ্রীশ্রীতারা মায়ের সাধক নরসিংহ ব্রহ্মচারীকে যে ৩৬ বিঘা জমি দান করেন, তাহা গম্ভীর নৈসর্গিক দৃশ্যপূর্ণ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সাধু নরসিংহের অদ্ভুত যোগবল ও কঠোর তপস্যার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে ঐ স্থানে ·সংসারতাপদগ্ধ বহু নরনারী রোগমুক্তি ও সাংসারিক বাসনা

কামনা সিদ্ধির জন্য তাঁহার নিকট সমাগত হইতে থাকে এবং অনেকে তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তখন তিনি ঐ স্থানে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পরিষ্কার করিবার সময় গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তর প্রদেশে শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতার প্রতিমা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। মূর্ত্তির সহিত একটী মন্ত্রও পাওয়া যায়। এই মন্ত্রেই দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

কথিত আছে, বিখ্যাত রঘু ডাকাতের পূর্ব্বপুরুষ চিত্ত বা চিতু ডাকাতের নামেই দেবীর চিত্তেশ্বরী নাম হইয়াছে। চিতু ডাকাত এই গভীর জঙ্গলে তাঁহার আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গা মাতার পূজা সমাপ্ত করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। গভীর চিত্ত-সংযমের সহিত ঐ মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেবীর পূজা সমাপ্ত করিয়া সে ডাকাতি করিতে বাহির হইয়া জাগ্রতা দেবীর বরাভয়ে অসাধ্য সাধন করিয়া আসিত, কেহই তাহার গতি রোধ করিতে পারিত না। দেবী প্রসাদাৎ দুর্দ্দান্ত দস্যু চিতু ডাকাতের ভয়ে ও চারি দিকে তৎকর্ত্তৃক নৃসংশ হত্যাকাণ্ড ও ধনরত্ন লুণ্ঠনে সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে, একদা রাজসৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য জঙ্গল অবরোধ করে। চিতু তখন দেবীর পূজায় তন্ময়চিত্ত ছিল। দেবীর পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলেই দেবীর প্রসাদে সৈন্যগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে বিজয় লাভ করিতে পারিত। কিন্তু হঠাৎ পূজায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া নিহত হয়। সেই হইতে শ্রীচিত্তেশ্বরী দুর্গামূর্ত্তি ঐ স্থানে পড়িয়া রহিয়াছিল। সাধু নরসিংহ ঐ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে একটী পর্ণকুঠির (চালাঘর) ও গঙ্গামাটির বেদী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবীকে নিত্য পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। দেবী সদা জাগ্রতা। তাঁহার নিকট যে কোন মনস্কামনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইনিই চিৎপুরের আদি চিত্তেশ্বরী জয়চণ্ডী দুর্গামাতা এবং ইঁহার নামেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিৎপুর রোডের নামকরণ হইয়াছে।

দেবী দক্ষিণাস্যা কেন?

এক সময়ে সিদ্ধপুরুষ কালীসাধক রামপ্রসাদ নৌকাযোগে গঙ্গা দিয়া উত্তর দক্ষিণাভিমুখী স্রোতে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন। রামপ্রসাদের গানের প্রাণারাম স্বরলহরী যাহারই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাহারই অন্তর তাপদগ্ধ সংসারের জ্বালামালা ও কল-কোলাহল হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অপসৃত হইয়া স্বর্গের চির সুশোভন নন্দন রাজ্যের অপার্থিব আনন্দরসে বিভোর হইত। একদা তিনি যখন গঙ্গাগর্ভে অর্দ্ধ নিমর্জ্জিত হইয়া স্নান করিতে করিতে মাতৃ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন, তখন দৈবক্রমে নৌকাযোগে সেই দিক দিয়া বঙ্গেশ্বর

নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা যাইতেছিলেন। তিনি সেই অপার্থিব সঙ্গীত স্বর-লহরীতে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সাধক রামপ্রসাদকে নৌকায় তুলিয়া কালীবিষয়ক সাধন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন। আর একবার নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সান্ধ্য বায়ু সেবনে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপ্রসাদের প্রাণমাতান মাতৃসঙ্গীত শুনিতে পাইয়া পর দিনই তাঁহাকে পরম সমাদরে তাঁহার রাজ সভায় ডাকিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক যখন সাধক রামপ্রসাদ গঙ্গার স্রোতে নৌকায় গান গাহিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেবী চিত্তেশ্বরী বলেন—"গান বড় শ্রুতিমধুর, কে গান গাচ্ছিস্ দাঁড়িয়ে যা।" কালীসাধক রামপ্রসাদ তখন মায়ের সাধন-সঙ্গীত গানে ধ্যান-বিভোর; দেবীর আদেশ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তিনি স্রোতে নৌকা বাঁধিতে না পারিয়া বলিলেন—"মা, তোর গান শোন্‌বার সাধ থাকে ত, তুই ফিরে যা।" সেই হইতে দেবী চিত্তেশ্বরী পশ্চিমমুখিনী হইতে দক্ষিণমুখিনী হইয়া গেলেন। সাধক নরসিংহ ব্রহ্মচারীর শিষ্য—তখনকার মন্দিরের সেবাইত পুজারী তারাচক্রের আসনে সাধনমগ্ন ছিলেন; তিনি উঠিয়া দেখিলেন—সাধক রামপ্রসাদের গান শুনিতে যাইয়া দেবী শ্রীচিত্তেশ্বরী মা আমার দক্ষিণাস্যা হইয়াছেন!

শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির, দেবোত্তর ও সেবাইতগণের কথা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারী একটী ক্ষুদ্র চালা ঘর করিয়া শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে যোগবলে লোকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে বলিবার অলৌকিক ক্ষমতা, দুরারোগ্য রোগমুক্তি ও দেবীর নিকট মানত্ করিয়া লোকের মনস্কামনা সিদ্ধি প্রভৃতি দৈব কার্য্যে সাধক ব্রহ্মচারী ও দেবীর মাহাত্ম্য ক্রমশঃ চারিদিকে প্রচারিত হইলে কাশীপুরের জমিদার কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুর ঐ ক্ষুদ্র চালা ঘরের স্থানে শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর একটী মন্দির গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সাধক নরসিংহ অন্তিম কালে তাঁহার প্রধান শিষ্যকে দেবীর সেবাইত পদে অভিষিক্ত করিয়া মনোহর ঘোষ মহাশয়ের পত্নীর নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর রূপে প্রাপ্ত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর নামে দেবোত্তর করিয়া যান এবং এইরূপ নিয়ম করিয়া যান যে, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের মধ্যে যিনিই সেবাইত পদে অভিষিক্ত হইবেন, তাঁহাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইবে। তাঁহার প্রধান শিষ্যও মৃত্যুকালে নিজ প্রধান শিষ্যকে সেবাইতের আসনে—ব্রহ্মচারীর পদে অভিষিক্ত করিয়া দেবীর পূজার ভার অর্পণ করিয়া যান।

শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী

এইরূপে ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া শিষ্যপরম্পরাক্রমে সেবাইতের কার্য্যে চলিয়া আসার পর শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী নামে জনৈক শিষ্য সেবাইত ও জ্যোতিষীর আসন গ্রহণ করিয়া দার পরিগ্রহ করেন। বিবাহান্তেও তাঁহার ব্রহ্মচারী নাম না উঠিবার কারণ, এই দেবোত্তর সম্পত্তি যিনি ভোগ দখল করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিতেই হইবে, তাহা না হইলে তিনি সেবাইত পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না, ইহাই নরসিংহ ব্রহ্মচারীর আদেশ। এই আসন কৌল বা আদি তান্ত্রিকের আসন; যিনি এই আসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে তান্ত্রিক ভাব, তান্ত্রিক আচার, তান্ত্রিক প্রচার ও তান্ত্রিকের আসন রক্ষা করিয়া জ্যোতিষীর কার্য্য চালাইতে হইবে। উক্ত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারীর দুই কন্যা—প্রথমা যাদুমণি দেব্যা ও দ্বিতীয়া ক্ষেত্রমণি দেবী। ক্ষেত্রমণির সহিত হালিসহর নিবাসী আনন্দমোহন রায় চৌধুরীর বিবাহ হয় ও চণ্ডিচরণ এবং তারাচরণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারীর পরলোকান্তে যাদুমণি দেব্যা সেবাইত সূত্রে এই সম্পত্তি ভোগ ও আসনের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিলেন। যাদুমণির বর্ত্তমানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভগ্নী ক্ষেত্রমণি ও তাঁহার স্বামী আনন্দমোহন স্বর্গলাভ করেন এবং তিনিও নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহাদের দুই পুত্র চণ্ডীচরণ ও তারাচরণকে এই স্থানে আনিয়া পুত্রবৎ লালন-পালন করেন।

—চণ্ডীচরণ ব্রহ্মচারী—

ক্রমে চণ্ডীচরণ সেবাইতের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার সময়ে গবর্ণমেণ্ট শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর উপস্থিত ৮।৯।১০ নং গান ফাউণ্ডারী রোড যাহা একলক্তে ২৪ বিঘা জমি, তাহা Land Acquisition দ্বারা Aquire করিয়া কামান, গোলাগুলি ও বন্দুক নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মাণ করেন। সেই হইতে চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরসংলগ্ন আন্দাজ ৫ বিঘা জমি রহিল। ইহা ছাড়া আরও কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত ৩২নং ওয়ার্ডের সামিল শীলস্ গার্ডেন লেনে একলক্তে ৭ বিঘা আন্দাজ জমি রহিয়াছে; পূর্ব্বে গঙ্গা চিত্তেশ্বরী মন্দিরের নিকট ছিল, ক্রমে ক্রমে বহুদিন ধরিয়া চড়া পড়িয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট দেবীর ঐ জমির সঙ্গে আরও কিছু জমি পাইয়াছেন। নতুবা ধরিতে গেলে, চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরের সন্নিকটে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন।

—তারাকুমার ব্রহ্মচারী—

চণ্ডীচরণ নিঃসন্তান মৃত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারাচরণ সেবাইতের আসন প্রাপ্ত হন। তারাচরণ কাশীপুরের উক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি একজন সুদক্ষ নাট্যাভিনেতা ও নাট্য-শিক্ষকও ছিলেন, মহাকবি নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যাভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভ্রাতৃবিয়োগান্তে তিনি রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজারের পদ ত্যাগ করিয়া "তারাকুমার ব্রহ্মচারী" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সেবাইতের আসন গ্রহণ করিয়া একজন সুদক্ষ জ্যোতিষী হন এবং কলিকাতার বহু বহু সম্ভ্রান্ত জমিদার, ধনী ও দরিদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই মন্দিরের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং তাঁহার জ্যোতিষ বাক্য অব্যর্থ হইত। আমেরিক প্রভৃতি নানা স্থান হইতে তিনি বহু স্বর্ণপদকও পাইয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু, মুসলমান,জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা জাতীয় ভক্ত ছিল। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারীর অলৌকিক শক্তি প্রভাবে চিত্তেশ্বরী দেবীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তদীয় এক শিষ্য কাশীপুর নিবাসী মহেন্দ্রলাল দাস (কলিকাতা ইলেক্ট্রীক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মেন পাওয়ার হাউস যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানে তাঁহার আদি বসত বাটী ছিল) তাঁহার বসত বাটী ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি, বহু কোম্পানীর কাগজ এবং কলিকাতার কয়েকটি বাটী (যাহার মূল্য ৮৬ লক্ষ টাকা) মৃত্যুকালে উইল করিয়া চিত্তেশ্বরী মন্দিরের পার্শ্বে চিত্তেশ্বর মহাদেব স্থাপন করিয়া উৎসর্গ করিয়া যান; কিন্তু কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে তিনি উইলের 'অছি' নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। তারাকুমার বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, কাবুলী, পার্শী, হিন্দি, সংস্কৃত, উৎকলী ও বহু বিদেশীয় ভাষায় তাহার দখল ছিল। ঐ ঐ ভাষায় তিনি ২।১ ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি চিত্তেশ্বরীর দেবোত্তর সম্পত্তির উপর দেবীর অন্যান্য মন্দির, নাট মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন নিজ দ্বিতল বসত বাটী ও নহবত খানা এবং ভোগ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত সন ১৩৩৫ সালের ৫ই চৈত্র সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কাশীপুর নিবাসী বৈকুণ্ঠ নাথ দের পৌত্র—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দে (সরস্বতী) ও সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মধ্যম পুত্র শ্রীভুপেশ্বর ঘোষের উপর সমস্ত মন্দির পরিচালনার ভার উভয়কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া অর্পণ করিয়া যান। ভুপেশ্বর ঘোষের অনুরোধে তিনি তাঁহার

৮০৪২১ ।

একমাত্র পুত্র পঞ্চানন ব্রহ্মচারীকে তারাচক্রের আসনে বসাইয়া দেবীর সেবা ও পূজার ভার দিয়া সমস্ত মন্দির পরিচালনার ক্ষমতা উইল দ্বারা পঞ্চাননের স্ত্রী শ্রীমতী বিল্বরাণীকে দিয়া এক্সিকিউট্রিস্ক করিয়া যান। ইহার কারণ এই যে, পঞ্চানন মন্দির প্রতিষ্ঠাতা সাধু নরসিংহ ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া তারাপিঠের সিদ্ধ তারা-সাধক বামাক্ষেপার পন্থী হইয়াছিলেন।

পঞ্চানন ব্রহ্মচারী

তারাকুমারের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সাধক পঞ্চানন ব্রহ্মচারী বামাক্ষেপার পন্থী হইয়াও তারাচক্রের আসন চালাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং তন্ত্ররত্ন, অন্ধ জ্যোতিষী, দৈবকার্য্য কৃতী ও নকুলাবধুত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একবার শ্মশানে উৎকট তান্ত্রিক কার্য্য সাধনের সময় ত্রিশূলের আঘাতে তাঁহার শরীরের রক্ত ক্রমশঃ দুষিত হইয়া বিষাক্ত হইয়া যায় এবং অস্ত্রোপচার কালে চক্ষের শিরা নষ্ট হওয়ায় তিনি অন্ধ হইয়া যান। সন ১৩৪৫ সালের ২রা বৈশাখ রাত্রি ৮ ঘটিকা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি পরলোক গমন করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ অমাবস্যা ও অন্যান্য যে সমস্ত তিথিতে তন্ত্রমতে বিশেষ ভাবে ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা, হোম এবং পুণশ্চরণাদি করিতেন, মৃত্যুর পরও পরলোকে না যাইয়া তিনি মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ ও শাস্ত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ হইতে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত অনেকেই ইহা শুনিতে পাইতেন। গত ২২শে চৈত্র বুধবার বাৎসরিক ক্রিয়া অন্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় তাঁহার পিণ্ড লইয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে যাইবার সময় মদ ও কাচা মাংসপূর্ণ একটী মাটির কলসী নাট মন্দিরের ছাদের উপর ঢপ্ করিয়া পড়ে। কলসীটি ভাঙ্গিয়া যাইয়া সমস্ত মদ মাংস মন্দির প্রাঙ্গণে ও নাট মন্দিরের চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন সময় কতগুলি কাক ও চিল আসিয়া মাংস গুলি লইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। পঞ্চাননের পত্নী বিল্বরাণী দেব্যা পুরোহিতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—'তাঁহার এতদিন উদ্ধার হয় নাই; তাই মন্দিরের চারিদিকে শাঁখ ঘণ্টা বাজাইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন, এতদিনে উদ্ধার হইয়া স্বর্গে গেলেন।" এই উদ্ধার না হওয়ার কারণ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি মৃত্যুর পর হইতে স্বপ্নে আভির্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে তদীয় প্রথমা কন্যা কুমারী অমিয়ার উপর 'ভর' করিয়া তাঁহার পত্নীকে বলিতেন—"তান্ত্রিকের মৃত্যু নাই। তাহারা ঐহিক দেহত্যাগ করিলেও অশরীরী ভাবে নিত্য বিরাজমান; তুমি বৈধব্য বেশ ত্যাগ করিয়া মায়ের তারাচক্রের আসনে বসিয়া তান্ত্রিক

আচারাদি কার্য্যের দ্বারা তাঁহার সেবা কার্য্যে লিপ্ত হও। বলা বাহুল্য, পঞ্চাননের মৃত্যুর পর হইতে তারাচক্রের আসন অদ্যাবধি শূন্য রহিয়াছে। পঞ্চাননের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী আরতি।

ভূপেশ্বর রিলিজিয়াস স্কীম ও
—শ্রীশ্রী৺চিত্তেশ্বরী মন্দির-উন্নয়ন-কমিটি—

শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতার মন্দিরের অন্যতম পরিচালক শ্রীযুত ভূপেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। অগ্রদ্বীপের বিখ্যাত ঘোষ পাড়ার মেলা ও গোপীনাথ জিউ বিগ্রহের কীর্ত্তি কাহারও অবিদিত নাই। এই মেলা ও গোপীনাথ জীউর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ বাসুদেবের বংশধর কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষের পত্নী সেওড়াফুলী রাজ নন্দিনীই শ্রীচিত্তেশ্বরী মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। এই মনোহর ঘোষের বংশে ৺সিদ্ধেশ্বর ঘোষ একজন দেবদ্বিজে ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় তারাকুমার ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একারণে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পুত্র ভূপেশ্বর ঘোষকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকে মন্দির পরিচালনার ভার দিয়া যান। ভূপেশ্বর শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী মন্দির উন্নয়নের জন্য "ভূপেশ্বর রিলিজিয়াস্ স্কীম" নামে একটি স্কীম তৈয়ার করিয়া কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চিত্তেশ্বরী মন্দিরে শুভাগমন হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতা চিত্তেশ্বরী দুর্গা পরমা বৈষ্ণবী এবং ভূপেশ্বর পরম বৈষ্ণব বাসুদেবের বংশধর; এই কারণে দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মন্দিরে পশুবলি-প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা পৌরহিত্য করেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে চিতু ডাকাতের সময় এই দেবীর সম্মুখে নরবলিও হইয়া গিয়াছে। পশুবলি রহিত হইবার পর দেবী কর্ত্তৃক পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ভূপেশ্বর মন্দিরে অন্নকূটের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য ও
অপরাপর বিগ্রহের কথা

১৯৩৬ সালে কাশীপুরে শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির ও নিকট অপর মন্দিরে পশুবলি রহিত করিবার জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা পশু বলি বন্ধের আন্দোলন উপস্থিত করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা জারী হইলে উহা অমান্য করায় উক্ত

রামচন্দ্র শর্ম্মা ও অপরাপরগণের বিরুদ্ধে যে মামলা হয় (Case No. M 94 of 1936) তাহার রায়ের (Date of Order 21. 9. 36 Sealdah Police Court) এক স্থানে পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাদিরঞ্জন বসু মহাশয় পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন যে, কাশীপুরে শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরীর এই মন্দির ব্যতীত ঐ নামে অন্য কোন মন্দির নাই। শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তী শোনা যায়। কথিত আছে, ভারতগৌরব সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর নিকট কোন বিষয়ে মানত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসবান্তে পুত্রের নাম "চিত্তরঞ্জন" রাখিয়াছিলেন। দেবীর মন্দির সংলগ্ন আরও কয়েকটী দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। যথা :—আদি শ্মশানকালী, শীতলা মাতা, জগন্নাথ, আউলচাঁদ প্রভুর শচী মা, চিত্তেশ্বর শিব (এই শিবলিঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) কালভৈরব, রামরাজা ও রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। এই আদি শ্মশান কালীর পঞ্চমুণ্ডী সাধনাতেই সাধু নরসিংহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধু নরসিংহ প্রথমে এই শ্মশানকালীরই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দুর্গামাতাও অনেক অনেক পুস্তকে শ্রীচিত্তেশ্বরী কালী নামে অভিহিতা হইয়াছেন।

শ্মশান কালীর নিকট তাঁহার তারাচক্র আসন এখনও আছে। শীতলা মাতা জাগ্রতা। শীতলা মাতা ও জগন্নাথ পূর্ব্বে একগৃহে ছিলেন। ভূপেশ্বর ইঁহাদের স্বতন্ত্র মন্দিরগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কালভৈরব কাশীপুর ষ্টীমার ঘাটের বাউণ্ডারীর প্রাচীরের তলায় ছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তারাকুমার লইয়া আসেন। চোরবাগানের হাজারীমল দুধওয়ালা কাল ভৈরবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—বিশ্বেশ্বর পশারী নামক কলিকাতার কোনও ধনী মারোয়াড়ী। শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরে পূজা ও মানত ইত্যাদি দিবার জন্য বহু স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। *

* শ্রীশ্রী৺জয়চণ্ডী চিত্তেশ্বরী দেবীর যাবতীয় বৃত্তান্ত উক্ত ভূপেশ্বর বাবুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

হাওড়া (পূর্ব্বে বিল্বগ্রাম) চট্টোপাধ্যায়-বংশ

—মহামহাধ্যাপক মহেশচন্দ্র তর্ক-পঞ্চানন—

হাওড়ায় খুরুট ধর্ম্মতলার চট্টোপাধ্যায়-বংশের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম। ইঁহারা পাটুলির চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের সন্তান—সর্ব্বানন্দী মেল। মহামহাধ্যাপক মহেশচন্দ্র তর্ক-পঞ্চানন এই বংশের একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক বৈশিষ্টের জন্য বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু দূর দূরান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি বিল্বগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী সাইবোনা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে তদীয় শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীও একটীমাত্র পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে ঐ একমাত্র দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করেন।

- শশীশেখর চট্টোপাধ্যায়—

তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের ঐ একমাত্র পুত্র শশীশেখর চট্টোপাধ্যায় মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে অভিভাবকশূন্য হইয়া পৈতৃক বিস্তর সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। বাগাণ্ডা গ্রামেই তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা হয় এবং পরে সিনিয়র স্কলারসিপ্ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি কলিকাতার এক বিখ্যাত ইয়োরোপীয় সদাগর অফিসে 'হেড্ এ্যাসিষ্টাণ্ট" এর পদে নিযুক্ত হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা ও নানাপ্রকার ব্যয়বাহুল্যের জন্য বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি উক্ত বাগাণ্ডা গ্রামেই মুখোপাধ্যায়-বংশে বিবাহ করেন এবং একমাত্র ষষ্ঠ বর্ষীয় পুত্র অধরনাথ ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ডাঃ অধরনাথ চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, এস

একমাত্র পুত্রের অনুপাতে তাঁহার বাল্যজীবন পরম লালনেই কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল কৈ? অতর্কিত দুঃখের কষাঘাতে আসিল হঠাৎ

পিতৃবিয়োগ। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর। এই দুর্ভাগ্যের তীব্রতার সহিত যুদ্ধ করিবার মত উৎসাহ তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার মাতার নিকট হইতে। সেই মহীয়সী মহিলা তাঁহারই কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর্শে তাঁহার পুত্রের প্রতিভা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন। পিতৃ শাসনের অভাবে পুত্রের যে জীবন-শৈথিল্যের আশঙ্কা থাকে, তাহারই বিপক্ষে বর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন মাতা। সেইজন্য অধরনাথ এই মাতৃত্বকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহার মাতৃভক্তি অনুকরণযোগ্য। এই মাতৃভক্তির অনুসরণেই তিনি জীবনে অনেকের অনেক অন্যায়ই নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল সুদূর নেপাল রাজ্যে। মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল, এম, এস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন ডাঃ প্রাণধন বসু, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক ড়াঃ কালী বাগ্‌চি। স্বদেশে কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসা চালাইয়া তিনি নেপালে গমন করেন। তথায় তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসার কৃতিত্বের উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে—তিনি ছিলেন নেপালের চিকিৎসা-বিভাগের প্রতিষ্ঠাপক। নেপালের তাৎকালিক রাজনৈতিক কেন্দ্রেও তাঁহার বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লর্ড কিচেনার যখন নেপাল রাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার সংবর্দ্ধনা সমারোহের ব্যবস্থা-পত্র যোগাইয়াছিলেন অধরনাথ। পুরস্কারস্বরূপ বিলাত হইতে তাঁহাকে তদ্দেশীয় উপাধি ভূষিত করিবার বহুবার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাহা প্রত্যাখান করিয়া অধরনাথ তাঁহার স্বনাম প্রচারে বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার স্বদেশহিতৈষণারও দুই একটী তথ্য না দিয়া পারিলাম না। গত ১৯২১ খৃঃ অব্দে যখন অসহযোগ আন্দোলন পুর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই সময়ে কোন বিদেশী সংবাদ পত্রে লোকমান্য তিলকের বিপক্ষে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। তৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় ২০ বৎসর যাবত সেই সংবাদ পত্রের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াও ঐরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ কল্পে তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সংবাদপত্রের সহিত আপন সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

এখনও নেপালের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তাঁহার যশঃ পরিকীর্ত্তিত হয়। সকলেই তাঁহার নামোচ্চারণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাবলে তিনি স্বদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত রাজ্য হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন। কলিকাতার সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ নির্ম্মাণকালে

স্বনামধন্য অধ্যাপক ফাদার লাফ্ হোঁ তাঁহারই সুপারিশে নেপাল মহারাজার নিকট হইতে আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

অধরনাথ বিবাহ করেন সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে। তাঁহার শ্বশুর কুলে অর্থানুকুল্য অপেক্ষা পণ্ডিত্যের প্রভাবই ছিল বেশী। সেই জন্য অধরনাথের গৃহিনী ছিলেন—আদর্শ বঙ্গ নারী। ভিন্ন দেশের ভিন্ন রুচির আবর্ত্তেও তাহার প্রভাব নষ্ট হয় নাই। নেপালের বহু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিতরূপে সাহায্য পাইত। তাঁহার সমদর্শিতার স্নিগ্ধ ছায়ায় মানুষ কেন পথের কুকুরশাবকও সযত্নে প্রতিপালিত হইত। যে ভগবান গোপাল-জীউর নামে অধরনাথ তাঁহার বাসভবন ও অধিকাংশ সম্পত্তিই দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন, সেই দেবতা প্রথমে নেপালেই এই মাতৃবক্ষে স্থান পাইয়া পূজা-আরাধনায় পুষ্ট হন। তখন তাঁহার পূজার উপকরণ ছিল—একাগ্রতা ও চরম বাৎসল্য।

ডাঃ অধরনাথ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও শ্রীশ্রী৺গোপাল জীউর একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। কিন্তু তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এবং উক্ত মার্গে সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। আত্মপ্রচারে বিরত বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার এই সংবাদ কেহই জানে না; উপরন্তু সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বিরোধে বৈষ্ণব ও শাক্তের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের তিনি ছিলেন মূর্ত্ত প্রতীক।

প্রায় ৩১ বৎসর যাবত ডাঃ অধরনাথ নেপালে অতিবাহিত করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত হন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে আপন বাসভবনেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ ৺ঐহিকচন্দ্র, মধ্যম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ শ্রীনীলমণি।

পিতার জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠ ঐহিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ইনি পিতার সঙ্গে নেপালে থাকিয়া তথাকার রাজকীয় পুস্তকাগারে বহুকাল অধ্যক্ষের কার্য্য করেন। মধ্যম উপেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ নীলমণির সহযোগে এক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমিদান করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ নীলমণি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক ও বিদ্যোৎসাহী।

দশঘরা গ্রামের বসু-বংশ

বংশের আদি পরিচয়

জেলা হুগলীর এলেকাধীন মৌজা শ্রীকৃষ্ণপুরের অন্তর্গত চিহ্নিত মহল লাট জোত গোপাল (ডাক দশঘরা) বসু-বংশের পৈতৃক সম্পত্তি ও বাসস্থান। এই গ্রাম বর্দ্ধমান রাজ-এষ্টেটের পত্তনী সত্ত্বীয় তালুক। ইহা একটী গণ্ডগ্রাম, বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে। বহুপূর্ব্বে গ্রামের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল না, ক্রমে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অনেকগুলি "নলকূপ" প্রোথিত করায় পানীয় জলের বিশুদ্ধতায় দেশের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের শ্রীকৃষ্ণপুর ষ্টেশন গ্রামের মধ্যে স্থাপিত।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় বসু-বংশ দুইটী সমাজভুক্ত; বাগাণ্ডা-সমাজ ও মাহীনগর সমাজ। বাগাণ্ডাসমাজভুক্ত (মূল পুরুষ দশরথ বসু হইতে ১৮ পর্য্যায়) রাজীবলোচন বসুর তিন পুত্র—শ্রীবল্লভ, মথুরানাথ ও হরিনাথ। মথুরানাথ দশঘরা গ্রামে বারদুয়ারী রাজকুমারী জাহ্নবীর পাণিগ্রহণান্তে দশঘরায় বাস করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরেরা এইস্থানে বাস করিতেছেন।

দশঘরা গ্রামে বসু-বংশের দুইটী শালগ্রাম শীলা ঠাকুর আছেন—শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউ ও শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউ। মথুরানাথের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউর সেবা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বারদুয়ারী রাজকুমারী জাহ্নবীর গর্ভজাত বংশধরেরা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউর সেবা করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট পর্ব্ব উপলক্ষে দুইটী ঠাকুর একত্র করিয়াও পূজা হইয়া থাকে। দুইটী ঠাকুরের দুইটী পৃথক মন্দির আছে। এই গ্রামে ৺বিশালাক্ষী দেবীর দেউল আছে। দেবী মৃণ্ময়ী, দ্বিভূজা ও বিশালনয়না। শারদীয়া দুর্গাপূজার নবমী তিথিতে গ্রামবাসিগণ ইহাঁর পূজা দিয়া থাকে এবং এখানে ঐ সময়ে একটী মেলা বসে। বংশ-মর্য্যাদা অনুসারে পর পর পূজা হইয়া থাকে।

মথুরানাথ বসু

মথুরানাথের সহিত রাজা রাজনারায়ণের কন্যা জাহ্নবীর বিবাহ "আদিরস" হইয়াছিল। এই আদিরস তৎকালীন সমাজে খুব সম্মানজনক প্রথা ছিল।
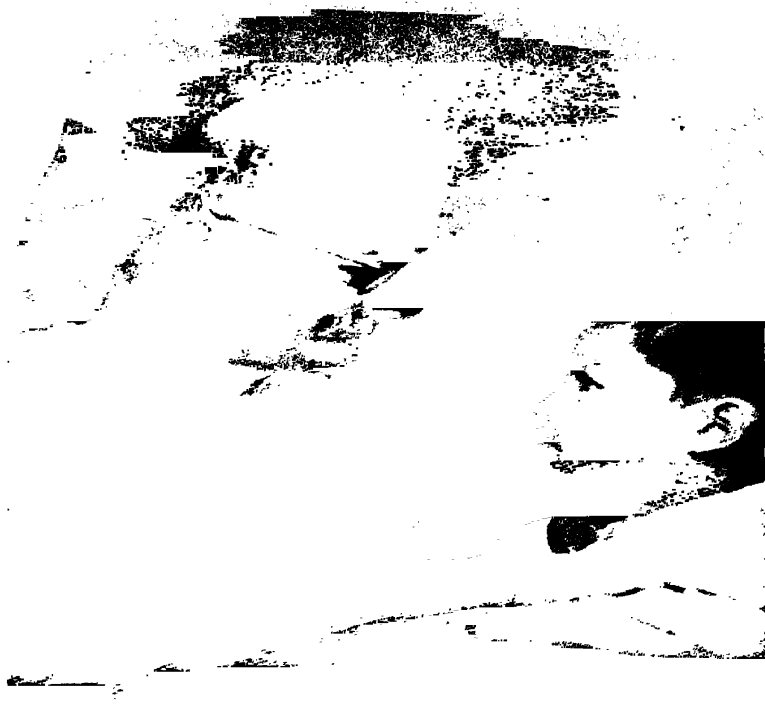
শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী বসু ও
তাঁহার নাতি শ্রীমান হিমাংশুকুমার
(৩১ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বসু
(৩১ পৃঃ)

রাজা রাজনারায়ণ পাল চৌধুরীর জ্ঞাতিদিগের বংশের কেহ কেহ এখন দশঘরা গ্রামে বাস করেন। এখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, 'চৌধুরীর গড়', ও 'হাতীশালা' প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিশ্বাস জন্মে যে, রাজা বহু ধনশালী ছিলেন।

মথুরানাথের প্রথমা পত্নীর নাম ও তাঁহার পিতার নামধাম কিছুই জানা যায় না, তবে এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পিত্রালয় যশোহর জেলায় ছিল। মথুরানাথ বহুগুণ সমন্বিত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। নিজ বাস ভবনে ৺শারদীয়া দুর্গা পূজা করিতেন। তাঁহার একাদশটী পুত্র। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ৮ পুত্র ও ২য়া পত্নী রাজকুমারী জাহ্নবীর গর্ভজাত ৩ পুত্র। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ 'ছঘরা' এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বংশ "তেঘরা" বলিয়া অভিহিত।

বাঞ্ছারাম বসু

দ্বিতীয়া পত্নী রাজকুমারী জাহ্নবীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম বসু চারিবার দার পরিগ্রহ করেন; তাঁহার পত্নীগণের নাম পাওয়া যায় নাই। ঘনশ্যামের মধ্যম পুত্র কুঞ্জবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র বাঞ্ছারাম বসু এই বংশের একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন।

এই মহাপুরুষ "বৈরাগী বাঞ্ছারাম" নামে অভিহিত ছিলেন। গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য ধর্ম্ম তাঁহার পরম আদরের ছিল। তিনি বৈষ্ণব চূড়ামণি পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তদানীন্তন সময়ে তাঁহার সমতুল্য বৈষ্ণব ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ দেশে কেহ ছিল না। তিনি পদব্রজে বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের কোন তীর্থই তাঁহার অপরিচিত ছিল না। তিনি কৌপীনধারী ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। দশঘরা গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী আখড়া আছে, তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির আছে।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহার এক পরম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ পারিবারিক কয়েকটী বিষয় বলেন ও কয়েকটী উপদেশ দেন। তাঁহার মৃত্যুর বিষয় বন্ধু অবগত ছিলেন না, পরে জানিতে পারেন। তাঁহার জন্ম তারিখ পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার সম্পাদিত

দলিল পাট্টা হইতে জানা যায় যে, তিনি সন ১১৭৬ সালে ১৭ই তারিখে জীবিত ছিলেন এবং বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, গুরুদাস ও হরিদাস।

গুরুদাস বসু

বৈরাগী বাঞ্ছারামের মধ্যম পুত্র গুরুদাস বসু দুইবার বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর নাম পাওয়া যায় না। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। গুরুদাসের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম চন্দ্রাবলী; চন্দ্রাবলীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র—জগদ্দুর্লভ ও বঙ্কুবিহারী এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

জগদ্দুর্লভ বসু

গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্দুর্লভ বসু ধার্ম্মিক, সত্য প্রিয়, মিষ্টভাষি ও স্বদেশানুরক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদিগের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; সকলে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তৎসময় দশঘরা গ্রামে যাতায়াত স্বল্পায়াস সাধ্য ছিল না। গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষম প্রকোপ ছিল, তথাপি তিনি দেশ ভূলেন নাই। কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত, কলিকাতার বাহিরে যাওয়া যদিও বিশেষ অসুবিধার কারণ হইত, তথাপি তিনি সুযোগ পাইলেই দেশে যাইতেন।

দেবদ্বিজে তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। কুল-দেবতা শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউর তিনি পরম ভক্ত সেবাইত ছিলেন। তাঁহার সেবার কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সন ১২৭১ সালে তিনি শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহার গৃহে সেই পূজা যথাযথ নিয়মে হইতেছে।

তিনি কৌলিন্য প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জাতীয় সভা-সমিতির সদস্য থাকিয়া তিনি কৌলিন্য প্রথার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি "কায়স্থকুল-সংরক্ষিণী সভা"র একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

মহামান্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগের তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; সন ১২৯৮ সালে আশ্বিন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদানীন্তন সাময়িক দৈনিক পত্র Hindu Patriot তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী যমুনার কোন সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষে তিনি শোভাবাজার রাজবংশীয় রাজা স্যার কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা কৃষ্ণমানিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—পুলিনবিহারী, বিপিনবিহারী, নিকুঞ্জবিহারী ও নীরদবিহারী এবং ছয় কন্যা কৃষ্ণসোহাগিনী, কৃষ্ণরমাঙ্গিনী, কৃষ্ণভুবনমোহিনী, (৪র্থ ও পঞ্চম কন্যার শৈশবে মৃত্যু হয়) এবং কৃষ্ণসরোজিনী।

পুলিনবিহারী বসু

জগদ্দুর্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুলিনবিহারী ধীর, বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি সমস্ত পিতৃ কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। Served as Record keeper of the High Court, Original Side, Calcutta and died in harness on 15th December 1908. তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই।

বিপিনবিহারী বসু

মধ্যম পুত্র বিপিনবিহারী হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কার্য্য করিতেন। Served as Superintendant High Court, Original Side, Calcutta. তাঁহার সাত পুত্র। সতীশ, জ্যোতীশ, শিরিশ, প্রকাশ, প্রভাস, কানাই ও শৈলেশ এবং তিন কন্যা লীলাবতী, বিভাবতী ও লাবণ্যলতা।

জগদ্দুর্লভের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী বসু মহাশয় একজন সদাশয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি কর্ম্ম-জীবনে মহামান্য হাইকোর্টের আদিম বিভাগে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। Served as Superintendent, High Court, O. S. Calcutta. কার্য্যব্যপদেশে ইনি আজীবন কলিকাতাবাসী হইলেও পৈতৃক জন্মভূমি দশঘরা ও স্বীয় বংশের প্রতি ইঁহার অনুরাগ অসামান্য। ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে ও বিস্তর পরিশ্রম সহকারে স্বীয় পুত্র বধু কল্যাণীয়া শ্রীমতী লতিকা বসুর সহযোগে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ "দশঘরা বসু-বংশে"র ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি যশোহর জেলার নড়াইল নিবাসী জমিদার ভূপেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কন্যা হিরণ্মালাকে

বিবাহ করেন। এই সাধ্বী মহিলার এক পুত্র শশাঙ্কশেখর ও এক কন্যা স্নেহমালাকে রাখিয়া সন ১৩২০ ১লা কার্ত্তিক (ইং ১৮ই অক্টোবর ১৯১৩) পরলোক গমন করেন। কন্যা শ্রীমতী স্নেহমালার সহিত ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বসু

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বসু ও পিতার ন্যায় নানা সদ্গুণসম্পন্ন ও বংশ-গৌরবের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। ইনি Superitendant, High Court, O. S. Calcutta. ইঁহার পত্নী, লক্ষ্ণৌ প্রবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লতিকা বসু একজন বিদুষী মহিলা। ইঁহাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ হিমাংশুশেখর বসু।

শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী বসু

জগদ্দুর্লভের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্তনিরদবিহারী বসু ভারত গবর্ণমেণ্টের Central Stationary Officeএ কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। তাঁহার ছয় পুত্র—তারকদাস, যোগেশচন্দ্র দিলীপকুমার, মনীন্দ্রকুমার, অজিতকুমার ও রণজিৎকুমার এবং দুই কন্যা—দুর্গারাণী ও বীণাপাণি।

কানপুর মুখোপাধ্যায়-বংশ

—এড্‌ভোকেট ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল,

হাওড়া জেলার অন্তর্গত কানপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশে হাওড়া কোর্টের পরলোকগত প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট্ প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের মুন্‌সীরহাট কিংবা মাজু ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে কানপুর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের প্রধান দেবতা শ্রীশ্রী৺ভদ্রকালী মাতার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাঙ্গালার রাজা আদিশূর কনৌজ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে লইয়া আসেন; তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষ 'মুখোটিয়া' নামক একখানি গ্রাম আদিশূরের নিকট মান্য-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই বংশসম্ভূত নরসিংহ ও রাম দুই ভ্রাতা 'ফুলিয়া' নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। নরসিংহের বংশজ কানাই ছোটঠাকুরের সন্তান অর্থাৎ বংশ-সম্ভূত কমলাকান্ত প্রথম কলিকাতায় আসেন এবং পাইকপাড়ার রাজার সভাপণ্ডিতরূপে কলিকাতায় বসবাস করেন এবং হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাতো গ্রামবাসী এক শ্রোত্রীয় পণ্ডিতের কন্যাকে বিবাহ করেন। কমলাকান্তের পুত্রগণ মাতুলালয় মাতো গ্রামেই বসবাস করিতে লাগিলেন। কমলাকান্তের এক পুত্র রামলোচন নিকটস্থ কানপুর গ্রামের কামদেব পালধী নামক এক শ্রোত্রীয়ের দুই কন্যার মধ্যে এক কন্যা ভৈরবী দেবীকে বিবাহ করেন। রামলোচনের চারি পুত্র—রামজীবন, ছকুরাম, ঘনশ্যাম ও রামনারায়ণ। ইঁহারা চারি ভ্রাতা মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কানপুর গ্রামেই অবস্থিতি করেন। ছকুরামের পুত্র প্রসন্নকুমারই প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা।

প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় সামান্য বেতনের চাকুরী করিতেন—তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্রের মাতাঠাকুরাণী হাওড়া জেলার অন্তর্গত সিংটী গ্রাম নিবাসী ব্রজমোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের াতুষ্পুত্রী। ইঁহারা নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া গ্রামবাসী ভারতচন্দ্র রায় গুণকারের রুদেব-বংশ।

বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতার সহিত প্রফুল্ল ন্দ্র কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে থাকেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শৈশব-লই পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার প্রস্তাবে কোনও বাধা দেন ।। কলিকাতার স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই প্রফুল্লচন্দ্র ছেলে পড়াইয়া ার সাহায্য করিতেন এবং বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পাঠের

সময় স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, নম্র প্রকৃতি ও বিদ্যানুরাগ অধ্যাপকগণকে মুগ্ধ করিত।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল্ পাশ করিয়া হাওড়া আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি আইন-ব্যবসা শিক্ষা-বিষয়ে হাওড়া আদালতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকিল যদুনাথ সিংহ ও গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে উন্নতির পর উন্নতি করিতে থাকেন এবং হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডস্থ আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। আইন সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অধিকার ছিল এবং অতি সংক্ষেপে সরলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। পারিশ্রমিকের জন্য তিনি কখনও কাহারও উপর পীড়ন করিতেন না। তিনি কৃষিজীবীদিগের পিতৃতুল্য ছিলেন—অনেক সময় সামান্য শাকসব্জীতেই সন্তুষ্ট হইয়া বিনা টাকায় তাহাদিগের কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতেন। নবীন আইন ব্যবসায়িগণ তাঁহার নিকট কার্য্য শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন; কারণ তাঁহার সাহায্য আশার অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রফুল্লচন্দ্রের মত আত্মীয়-পোষক বর্ত্তমানকালে বিরল। দূরসম্পার্কীয় ব্যেক্তিগণও তাঁহার নিকট ভরণপোষণ বা সাহায্য পাইতেন। তিনি মাতা-পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ দেখিতেন। তিনি কখনও তাঁহাদের বাসনা অতৃপ্ত রাখেন নাই। প্রফুল্লচন্দ্র একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রত্যহ প্রাতে গীতা, চণ্ডীপাঠ ও পূজা না করিয়া তিনি কোনও কর্ম্ম করিতেন না।

স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার—ভারতের প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডব্লিউ, সি, বোনার্জ্জির খুল্লতাত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে প্রফুল্লচন্দ্র বিবাহ করেন,—ইঁহারা হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাণ্ডার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ।

বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মিহিজামে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে যান; কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় হাওড়ার বাটীতে ফিরিয়া আসেন। ইং ১৯২৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ৫৫ বৎসর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্নী, চারি পুত্র শ্রীমান্ তারকদাস, অনাদিচরণ, নলিনীরঞ্জন ও অনিলবরণ ও ও এক কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীকে বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

জ্যেষ্ঠ তারকদাস আইন পাঠ সমাপন করিয়াছেন এবং মধ্যম অনাদিচরণ আইন পাঠ করিতেছেন; নলিনীরঞ্জন কলেজের ও অনিলবরণ স্কুলের ছাত্র।

হাওড়া সাঁতরা-বংশ

—৺জয়নারায়ণ সাঁতরা—

হাওড়া সহরের মাহিষ্যকুলোদ্ভূত স্বনামখ্যাত ৺জয়নারায়ণ সাঁতরা মহাশয়ের নাম পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাস হাওড়া জিলার অন্তর্গত গঙ্গাধরপুর গ্রাম। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় রামতনু সাঁতরা একজন বিখ্যাত কনট্রাক্টার ছিলেন এবং এই ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য হাওড়া সহরে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি দুই পুত্র জয়নারয়ণ ও গঙ্গানারায়ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ জয়নারায়ণ ইংরাজী সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গালা—এই চারিটী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে এই পদে মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা ছিল এবং তিনি তাঁহার এলেকাধীন গ্রামে গ্রামে যাইয়া নিজেই সরাসরি বিচার ও শালিশী ইত্যাদি করিতে পারিতেন। তিনি একজন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ছিলেন এবং বহু জনহিতকর ও ধর্ম্মমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। হাওড়া খুরুট রোডে ৺কালীরায় ও ৺দক্ষিণরায় শালগ্রামশিলা, শীতলামাতা এবং ধর্ম্মতলায় ধর্ম্ম-ঠাকুর বিগ্রহ তাঁহার কীর্ত্তি। কাসুন্দিয়া কালীতলায় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বারোয়ারী ৺কালীপূজার জন্য তিনি জমি দান করেন। তিনি পৈতৃক ভদ্রাসনে শ্রীশ্রী৺দামোদরজীউ বিগ্রহ স্থাপন করেন ও দোলদুর্গোৎসবাদি "বারমাসে তের পার্ব্বণ" অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত দেবসেবা ও পূজার্চ্চনাদি এখনও অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিতেছে। তিনি কুল-পুরোহিত ও স্ব-সম্প্রদায়ের বহু ব্রাহ্মণকে জমিদান ও বাড়ী করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ হাওড়া মিউনিসিপালিটী তাঁহার ভদ্রাসন পার্শ্বস্থ রাস্তার নাম দিয়াছেন—'জয়নারায়ণবাবু লেন' ও হাওড়া ময়দানের নিকটবর্ত্তী রাস্তার নাম দিয়াছেন,—'জয়নারায়ণ সাঁতরা লেন।' তিনি ক্ষেত্রমোহন, তারিনীমোহন ও হরিমোহন এই তিন পুত্র এবং এক কন্যা ভবতারিনীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র তারিনীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ৺জগন্নাথ সাঁতরা মহাশয়ের বংশ-লতাই এক্ষণে বিদ্যমান। জগন্নাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সাঁতরা অমায়িক, সরল ও পরোপকারী ব্যক্তি; ইনি হাওড়া সহরের অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ও স্বীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। চন্দননগরের যোগীন্দ্রনাথ দাসের কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার বর্ত্তমানে দুই পুত্র—তপেন্দ্র ও রীতেন্দ্র এবং এক কন্যা—গীতা।

—স্বর্গীয় শশীভূষণ ঘোষাল—

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামের পঞ্চাননতলা লেনের ঘোষাল বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ, বাৎস্য গোত্র এবং কলিকাতার ঘোষাল। প্রবাদ যে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর ইঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভাগিরথীর অপর পার বালিতে আসিয়া বসবাস করেন। এই বংশের স্বর্গীয় রামধন ঘোষাল তর্কলঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় রামসদয় ঘোষাল একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় পুত্র ৺শশীভূষণ ঘোষাল। ইঁহাদের দুর্গাপুর, ডোমজুড় ও বালি প্রভৃতি স্থানে জমিদারী ছিল। শশীভূষণ প্রতিভাবান ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ভাগ্য তাঁহাকে সেরূপ সহায়তা করে নাই। কাঠ (Timber), সুগন্ধি তৈল ও ঔষধাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং মামলা মোকর্দ্দমাদিতে বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় জমিদারী নষ্ট হয় ও অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে। শেষে তিনি কর্ম্ম লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং Bally Macaulay Girls Schoolএর প্রধান শিক্ষক হন। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে ১৩০৩ সালের ভাদ্র মাসে তদীয় প্রিয়তমা পত্নী চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন সংসারে অন্য বয়স্কা স্ত্রীলোক না থাকায় এবং আর্থিক অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল ছিলনা বলিয়া ঘোষাল মহাশয় স্বহস্তে পাক করিয়া খাওয়াইয়া পুত্র কন্যাদের কষ্টে লালন পালন করেন। তিনি দৃঢ়চেতা এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দুই কন্যারই বিবাহ দিয়া যান এবং পুত্র চতুষ্টয়কে কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা নানা বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তিনি ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

৺ শশীভূষণ ঘোষাল মহাশয়ের ভদ্রাসন বাটী বালির "Willingdon Bridgeএর "Land" Acquisition এ পড়িয়া যায় (ইং ডিসেম্বর ১৯৩১)। তদীয় পুত্রগণ এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ নিজ সুবিধামত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সুচারুচন্দ্র ঘোষাল শ্রীরামপুরের গোস্বামী পাড়ায় গৃহ ক্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তিনি Angus Jute Co. এর আফিসে Head Clerk এর পদে উন্নীত হন। বর্ত্তমানে তিনি কোন্নগরের শ্রীদুর্গা কটন মিলের বড়বাবু। তিনি মিষ্টভাষী। তাঁহার পাঁচ পুত্র।

—শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র ঘোষাল—

(জন্ম ২ কার্ত্তিক ১২৯৪)

স্বর্গীয় শশীভূষণ ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র ঘোষাল *এই বংশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। মাতৃ বিয়োগের পর ইঁহার বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন হইতে ইনি রন্ধন কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করিতেন* এবং অতি অল্প বয়স হইতেই পিতার ব্যথা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে নিজ জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। বি-এ অবধি অধ্যয়ন করিয়া তিনি উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কিয়ৎকালের জন্য শিক্ষকতা করেন; পরে ১৫ই মার্চ্চ ১৯০৯ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের Millitary Accounts Deparment এ প্রবেশ করেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া Defuty Assistant Controller of Millitary Accounts এর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৬-৫-১৯৩৬ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মোপলক্ষে ইঁহাকে বহু স্থানে সপরিবারে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ইনি যতদূর সম্ভব আত্মীয়স্বজন ও দুঃস্থ পরিবারকে অর্থ ও অন্য প্রকারে সাহায্য করেন। কর্ম্ম-জীবনে ইনি নিজের পদের মর্য্যাদা সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়াছেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে ইঁহার পত্নী শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী (জন্ম ১৪ই পৌষ ১৩০৮ সাল) স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইঁহার ছয় কন্যা ও একটি পুত্র শ্রীমান্ জীবনচন্দ্র (জন্ম ২৮-৯-১৯৩০)। চারিটী কন্যাকে ইনি সৎপাত্রে বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি হাওড়ার কালিকুণ্ডু লেনে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয় হাওড়ানিবাসী আচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা মহাশয়, তাঁহার শশ্রুমাতাঠাকুরাণী ও শ্যালক শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে উপকৃত ও ঋণী।

৺শশীভূষণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত সম্মিলনচন্দ্র ঘোষাল Thomas Duff & Co. Ltd.এর অফিসে কাজ করেন। ইনি নিঃসন্তান। বালির পঞ্চানন তলায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে বাটীর নাম "শশীধাম" রাখিয়াছেন।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষাল (জন্ম ভাদ্র ১৩০৩) Norwich Insurance Co.র Head Officeএ কর্ম্ম করেন। ইঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। ইনি বালির গোস্বামী পাড়ায় বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। বয়স হইলেও ইঁহার স্বভাব বালকের মত।

হাওড়া বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ

—বংশের আদি-কথা—

মহর্ষি ভট্টনারায়ণ রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। তিনি ন্যূনকল্পে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি হইতে সম্ভূত এবং সপ্তম পর্য্যায়। ভট্টনারায়ণের ষোলটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিবরাহ বন্দ্য বা বন্দ্যঘটী গ্রামে (হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান শিয়াখালা বন্দীপুর নামে খ্যাত) আসিয়া বাস করেন। এজন্য ইঁহার অধঃস্তন সন্তানগণ বন্দ্যঘটীর গাঁই বলিয়া খ্যাত। মহর্ষি ভট্টনারায়ণ হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিবরাহের বংশে বিশ পর্য্যায় ঠাকুর গৌরীকান্তের স্থান হইতেছে। তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গর নারাণপুর গ্রামে বসবাস করিতেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার ভদ্রাসন গৌরীকান্তের গড় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহার বল্লভী মেল ও রামভদ্র, চণ্ডীদাস, ভবানীদাস, জগদানন্দ ও রূপনারায়ণ নামে পঞ্চ পুত্র ছিল।

পণ্ডিত কেবলরাম তর্কালঙ্কার

কনিষ্ঠ রূপনারায়ণ হইতে এই বংশে ছয় পর্য্যায় পণ্ডিত কেবলরাম তর্কালঙ্কার হইতেছেন। কর্ম্মসূত্রে তিনি চব্বিশ পরগণার দমদমের নিকটবর্ত্তী কাঁদিহাটী গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। এখানে তাঁহার বৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল এবং অকাতরে বহু সংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। অতিথি সৎকার তাঁহার বংশের মহৎ ধর্ম্ম ছিল।

পণ্ডিত বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন

তৎপুত্র পণ্ডিত বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন পিতার মৃত্যুর পর চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করিয়া পিতার সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলে বজায় রাখিয়া জনসমাজে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজা উচ্চ বেদবেদান্তশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের এক সভা আহ্বান করেন। কেবলরাম তর্কালঙ্কার তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নকে উপযুক্ত মনে করিয়া সেই সভায় পাঠান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর মাত্র। ঐ বয়সেই তিনি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করেন। অল্পবয়স্ক বালকের নিকট পরাস্ত হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন— 'তোমার বংশে আর কেহ পণ্ডিত হইবে না।' তদবধি এই বংশে আর কেহ

বেদজ্ঞ পণ্ডিত হন নাই। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে *জ্যেষ্ঠ যদুনাথ তদীয় চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করিয়া কাঁদিহাটীতেই বাস করেন। মধ্যম গগনচন্দ্র অকালে পরলোকগত হন এবং অপর তিন পুত্র শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র* মাতুলালয়ে—হাওড়ার আদিনিবাসী আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কালী-কুণ্ডু লেন ও কালী ব্যানার্জ্জি লেনস্থিত বাড়ীতে অনুমানিক সন ১৮৪০ সালে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে নবীনচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া একজন বিখ্যাত ডাক্তার হইয়াছিলেন এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তদবধি ইঁহারা হাওড়াতেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইঁহাদের বাড়ী "ডাক্তারদের বাড়ী" বলিয়া এখনও খ্যাত আছে।

—পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আত্মপর বোধ ছিল না এবং তিনি সর্ব্ব-ভূতে সমদর্শী ছিলেন। তিনি ৭২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে হাওড়ায় ৺গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্তে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূগণকে বলেন,—আমার যাইবার সময় হইয়াছে, তোমরা প্রস্তুত হও। এই কথা বলিবার অল্পসময়মধ্যেই তিনি ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি নিবারণচন্দ্র, অতুলচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্র এই চারি পুত্র রাখিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নিবারণচন্দ্র ও তৃতীয় সুরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন।

নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র নিবারণচন্দ্র স্পষ্টবাদী—ধর্ম্মভীরু ও সরল প্রকৃতি লোক ছিলেন। ইনি শ্রীরামপুরে চাতরা গ্রামে বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহাদেরই বাটীতে হাওড়ার বিখ্যাত ঠাকুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ত্রিশ বৎসর যাবৎ ভগবদালোচনার কেন্দ্র করিয়া জগতে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমৎ অতুলচন্দ্রের বাটীতে, পরে ইং ১৯১৭ সাল হইতে আশ্বিনে ৺শারদীয়া ও পৌষে সাধকের আরাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীজগন্মাতবা।

(বিশ্বমাতা) পূজা শ্রীশ্রীঠাকুর এই নিবারণচন্দ্রের বাটীতে করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বমাতা পূজার সময় এখানে অন্নকূট হয়। বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে নানাভাবে নানাপ্রকার পত্রপুষ্পফলমূলাদি মস্তকে লইয়া ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে পূজামণ্ডপে ভক্তগণ সমাগত হন এবং সাধকের নির্দ্দেশমত পূজাহোমাদি করিয়া ধন্য হন। এই বাটীতে জগন্মাতা পূজা হয় বলিয়া ইহা হাওড়ায় **জগন্মাতা বাটী** বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে প্রত্যহ নানা দিগ্দেশ হইতে আগত তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ ধর্ম্মালোচনা শুনিয়া ও উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এছাড়া হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ইউরোপীয় ও মার্কিন দেশীয় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও নিবারণচন্দ্রের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। নিবারণচন্দ্র ভক্তগণের অতি প্রিয় ছিলেন। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ও ভক্ত ৺পণ্ডিত শরৎন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত নিবারণচন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ইনি বরাহনগরে ও কারমাটারে মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ইনি জনসাধারণের হিতার্থে কতিপয় ধর্ম্ম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মহাপ্রয়াণ লাভ করিয়াছেন। নিবারণচন্দ্র ১২৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩৩৬ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষিকার্য্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে; উড়িষ্যা প্রদেশে বালেশ্বর জিলায় এবং মিহিজামের সন্নিকট রূপনারায়ণপুর গ্রামে ইঁহার কৃষিক্ষেত্র আছে। যৌবনের প্রারম্ভে কিছুদিন ইনি অনুশীলন সমিতির কতিপয় (সভ্য) সহকর্ম্মীকে লইয়া সাধক বিজয়কৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী (গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি) সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রকাশ ও প্রচার করেন এবং ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের সাধনার প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। পল্লীর বহুদিনের অভাব মোচনার্থে ইনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একটী বালিকা বিদ্যালয় ইং ১৯২৫ সালে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষয়িত্রী ও একজন পণ্ডিত শিক্ষকতা করেন। মিউনিসিপ্যালিটী প্রদত্ত ও ছাত্রীদের বেতনলব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। এই বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যূণাধিক ১০০৲ টাকা। দুর্গাদাসের দুই পুত্র—গুরুদাস ও দেবীদাস।

—শ্রীমৎ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

পূর্ণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমৎ অতুলচন্দ্র একজন কর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার একাগ্র কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্থানীয় জনসাধরণের গ্রন্থাদি পাঠের অভাব মোচনের জন্য বন্ধুবর্গের

সাহায্যে Friends Union Library নামে একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে এতদঞ্চলে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ পাঠাগার; এক্ষণে ইহা ১০৬নং খুরুট রোডে নিজস্ব ৪ কাটার জমির উপর নিজস্ব দ্বিতল বাড়ীতে অবস্থিত। এই পাঠাগারে নিত্য শতাধিক গ্রাহক ও পাঠক সমবেত হয়। বিনা চাঁদায় সকলকে পুস্তক বাড়ীতে লইয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহা একটী বিচিত্র নিয়ম।

অতুলচন্দ্র উড়িষ্যার বালেশ্বর Station হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী পতিত সমুদ্রচরের সন্ধান পাইয়া বিস্তর চাষী সংগ্রহ করতঃ প্রতি শনিবার বালেশ্বর যাইয়া ঐ সকল জমি চাষোপযোগী করিয়াছিলেন। ইঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহু ব্যক্তি ঐ অঞ্চলে যাইয়া প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমি—যাহা বহুকাল হইতে পতিত হইয়া পড়িয়াছিল—চাষোপযোগী করিয়া তোলে।

৩৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অতুলচন্দ্রের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়। সেই সময় তিনি তাঁহার প্রতিবেশী শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মাকে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করায় তিনি সোৎসাহে অতুলচন্দ্রের ১নং কালী ব্যানার্জ্জি লেনস্থিত বাটীতে নিত্য গীতা পাঠ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে এইরূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিলে অতুলচন্দ্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের সহায়তায় অতুলচন্দ্র যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন এবং সাধন মার্গের উচ্চস্তরে উপনীত হইয়া ক্রমশঃ সমাধিপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। ইঁনি ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষা ও সহায়তায় সত্যকে অবলম্বন ও বিশ্বাস করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। অনেক সময় ইঁহার বাক্য সত্য হয়। ইঁহার দূরদৃষ্টি প্রসারণে দূরের ঘটনাবালীও চক্ষের সমক্ষে দেখিতে পান। ইঁহার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিনী সুরবালা দেবীরও ধর্ম্মানুরাগ প্রবল থাকায় ইঁনি অতুলচন্দ্রের যজ্ঞীয় কর্ম্মে সাহায্য করিতেন ও সহকর্ম্মিনী হওয়াতে অতুলচন্দ্র শীঘ্রই সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হইতে সমর্থ হন। বর্ত্তমানে অতুলচন্দ্র পুত্র চতুষ্ঠয়ের উপর সর্ব্বতোভাবে সংসার-ভার অর্পণ করিয়া সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন এবং সাওতাল পরগণার অন্তর্গত কারমাটারের ইহার পুষ্পোদ্যান-স্থিত কুটীরে থাকিয়া সাধনা করেন।

অতুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রদাসের দুই পুত্র--নরসিংহ ও রণজিৎ; মধ্যম পুত্র সুশীলচন্দ্র হগ্ মার্কেটের Banerjee & Sons নামক ফুলের দোকান পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার এক পুত্র—দীনবন্ধু; তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র কারমাটারের নিজস্ব পুষ্পোদ্যানের অধ্যক্ষ; তাঁহার এক পুত্র—শিশির;

চতুর্থ পুত্র মহাদেবচন্দ্র B. Sc পাশ করিয়া ফুলের দোকানে মধ্যম ভ্রাতাকে সাহায্য করেন ; তাঁহার এক পুত্র—অসীৎ।

—শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র নিজে উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের যাবতীয় খরচ বহন করতঃ একজন বিখ্যাত তৈলচিত্রকর হইয়া বাহির হইয়াছিলেন। ফটোগ্রাফিতে ইঁহার খুব সুনাম থাকার দরুণ ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ডিটেকটীভ্ ট্রেণিং স্কুলের ফটোশিক্ষক হইয়াছিলেন। ইঁনি প্রতিবেশী ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর দিন ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ রোজের মত সেদিনও দেখিয়া অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরের দিকে ইঁহার স্ত্রী ইঁহাকে বলেন,—"আমার কেমন করিতেছে, ঠাকুরকে সংবাদ দাও"। সংবাদ দেওয়ামাত্রই ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, এত শীঘ্র ঠাকুর কি করিয়া আসিলেন। ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে 'বাবাঃ' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইঁহার প্রথমা স্ত্রী ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে ইনি আত্মীয়-স্বজনগণের আদেশে বাজে শিবপুরনিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার তিন পুত্র -- সন্তোষ, আশুতোষ, ও সুকুমার ও পাঁচ কন্যা। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের সমস্ত দেবসেবা, ভক্ত এবং অতিথি অভ্যাগত মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত। ইনি আত্মীয়স্বজনগণের উপকারী।

বড়দা চোংদার-বংশ

—শ্রীযুত দ্বিজবর চোংদার—

হাওড়া জেলার অন্তর্গত মার্টিন লাইট রেলওয়ের প্রসিদ্ধ ষ্টেসন আমতার সন্নিকট বড়দা একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার মাহিষ্য জাতীয় চোংদার-বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। এই বংশের বহু খ্যাতনামা পুরুষের জনহিতকর কীর্ত্তি-কলাপ ও দেবালয়াদি এই গ্রামের ইতঃস্তত বিরাজিত থাকিয়া

অতীতকাল হইতে এই বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। পুরুষানুক্রমে এই বংশে দানধ্যানাদি ধর্ম্মমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। হাওড়া মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য কমিশনার শ্রীযুত দ্বিজবর চোংদার এই বংশের একজন স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান পুরুষ। ইঁহার পিতা রূপচাঁদ চোংদার কর্ম্মসূত্রে প্রথম হাওড়া সহরের কৈলাসচন্দ্র বানার্জ্জী লেনে আসিয়া বসবাস করেন এবং তিন পুত্র নারায়ণচন্দ্র, দ্বিজবর ও নিবারণচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দ্বিজবর সন ১২৮২ সালে আমতার সন্নিকট মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কলিকাতার পোর্ট কমিশনার অফিসে প্রথমতঃ সামান্য বেতনে কর্ম্মে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও পরিশ্রম বলে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া উচ্চপদ লাভ করেন। ইনি একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষ। কর্ম্মজীবনে ইনি বহু ভদ্রবংশীয় যুবকের কর্ম্মের যোগাড় করিয়া দিয়া অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মে লিপ্ত থাকা কালেই ইনি বহু জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। হাওড়া সহরের বহুলোক বহুপ্রকারে ইঁহার নিকট উপকৃত। ইনি প্রথমে কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া একাধিক্রমে দশ বৎসকাল ঐ পদে থাকিয়া হাওড়া সহরের মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত কার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অর্দ্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার দরুণ মিউনিসিপালিটীতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত না হইলেও ইহার প্রশংসনীয় কার্য্যকলাপে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়দ্বয় ইহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালা কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃগণ ইঁহার স্থানে অপর এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। বর্ত্তমানে দেশবাসিগণ ইঁহাকেই পুনরায় ইঁহার ৬নং ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি পোর্ট অফিসের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশহিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান দেওঘরে ইঁহার ভূ-সম্পত্তি ও বাড়ী আছে এবং বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় তথায় অতিবাহিত করেন। ইঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৬৩ বৎসর হইলেও ইনি বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্ম্মঠ, দেখিতে ৪০ বৎসর বর্ষীয় ব্যক্তির মত।

ইঁহার তিন পুত্র—গৌরমোহন, কানাইলাল ও বলাইলাল এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গৌরমোহন চোংদার পোর্ট কমিশনার অফিসের কনট্রাক্টার এবং অপর দুইটী স্কুলের ছাত্র।

বালি পাঠক (বন্দ্যোপাধ্যায়)-বংশ

স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র পাঠক

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামের পাঠকপাড়া একটী বিশিষ্ট পল্লী। পাঠক-বংশের আদি বাসস্থাস হুগলী জেলায়। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বংশের যিনি বর্দ্ধমান রাজসভার সভাসদ ছিলেন, তিনি ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বর্দ্ধমান মহারাজ হইতে "পাঠক" পদবী প্রাপ্ত হন। এই বংশের স্বর্গীয় দীননাথ পাঠক হাইকোর্টে বহুদিবস কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্র ফকিরচন্দ্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইনি একজন ধার্ম্মিক ও দানবীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় ফকিরচন্দ্র পাঠক, মহাশয় একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বহু ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে থাকিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ১৯১১ সালে নিজস্ব একটী ব্যবসায়ের সূচনা করেন; কিন্তু ঐ ব্যবসায়ের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি একজন প্রকৃত জনহিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বালি গ্রামের সমস্ত জনহিতকর কার্য্যেই তাঁহার সংযোগ ছিল। সামাজিক ব্যাপারাদিতে বালির অনেকানেক ব্যক্তিই প্রায়শঃ তাঁহার সদুপদেশ ও সাহায্য লাভের জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহার নীরব ও গুপ্ত দানশীলতার ফলে বহু নিরন্ন পরিবারের অন্নের সংস্থান হইত। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা—গৌরী ও শঙ্করী এবং একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পতিতপাবন পাঠককে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুতে বহু দীন পরিবার অনাথ ও নিরন্ন হইয়াছিল। তিনি চব্বিশ পরগণার বেল-ঘরিয়া নিবাসী দেওয়ান বংশোদ্ভূত ভারত গবর্ণমেণ্টের সহকারী হিসাব-পরীক্ষক গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী বর্ত্তমানে পুরুলিয়া-নিবাসী গালা-ব্যবসায়ী শ্রীযুত সুখেন্দুবিকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা; কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শঙ্করী বর্ত্তমানে বালিগঞ্জ-নিবাসী স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ী শ্রীযুত শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা। শ্রীমান পতিতপাবন ১৯৩৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইনি কর্ম্মী, উৎসাহী ও সাহিত্যসেবী। বালির অধিকাংশ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে ইঁহার যোগ আছে। বর্ত্তমান ইনি লৌহ-ব্যবসা শিক্ষা করিতেছেন। ইনি বালির হস্তলিখিত প্রসিদ্ধ "সূর্য্যালোক" নামক পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ।

রামকৃষ্ণপুর চট্টোপাধ্যায়-বংশ

—শ্রীযুক্ত মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ, বি, টি—

হাওড়া সহরের অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম। ইঁহারা পাটুলির চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণ ঠাকুরের সন্তান—সর্ব্বানন্দী মেল। এই বংশের পণ্ডিত মুকুন্দদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় নদীয়ার মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ রাজা রাঘবচন্দ্র রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিস্তর জমিজমা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম বিল্বগ্রাম হইতে সংস্কৃত-চর্চ্চা ও গঙ্গাস্নানের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র হরসুন্দর সার্ব্বভৌমের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রুক্মিনীকান্ত পাঠক তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ পুরাণ-পাঠক ছিলেন। মধ্যম পুত্র চণ্ডীচরণ সার্ব্বভৌমের পৌত্র প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ১৯০০ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়া জেলা স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০৩ সালে ইনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে মেদিনীপুর জেলার স্কুল সমূহের সাব্ ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৯৬ সালে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব হইতে সাব্ ইনস্পেক্টরের কর্ম্ম খাস গবর্ণমেন্টের অধীনে আসে। ইনি ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৯৩২ সালে মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ডেপুটী ইন্সপেক্টার ও পরে হাওড়া জেলা ও কলিকাতায় ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টারের পদে দুইবার অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। তৎপরে বাঁকুড়ায় বদলী হইয়া ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং পেন্সন প্রাপ্ত হন। ইনি "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিচয়" সঙ্কলণ করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র—সুরেন্দ্র, বিভূতি, প্রভাস, অনীল ও প্রকাশ।

নিকাশ গ্রামের মুখোপাধ্যায়-বংশ

বংশের আদি পরিচয়

এই বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার জবনীর নিকট রহিমপুর গ্রাম। ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত খড়দহ মেল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান ও ভঙ্গ কুলীন। শিশুরাম এই বংশের আদিপুরুষ; তৎপুত্র রামজয়, তৎপুত্র

ঠাকুর দাস দেহত্যাগ করিলে ঠাকুরদাসের বিধবা পত্নী শঙ্করী দেবী দুই পুত্র গোপালচন্দ্র ও কেশবলাল এবং এক কন্যা রামময়ী দেবীকে লইয়া ঐ জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত নিকাশ গ্রামে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। শঙ্করী দেবীর ভ্রাতা রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণার ভূকৈলাস রাজবাটীর দেওয়ান ছিলেন; একারণ তিনি ভূকৈলাসের নিকটবর্ত্তী খিদিরপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার ভ্রাতা নন্দকুমারের পুত্র সনৎকুমারের বংশ এখনও তথায় আছে। এখানে দেওয়ানজীর তত্বাবধানে বালকদ্বয় লালিত পালিত হইতে থাকেন এবং কন্যা রামময়ী দেবী হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের সহিত বিবাহিতা হন। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আদর্শ বৈধব্য জীবন যাপন করিয়া সমগ্র জীবন কৃচ্ছসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন।

—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র শৈশবেই নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে তখনকার দিনে পদব্রজে সুদূর পেশোয়ার গমন করেন এবং তথায় স্বকীয় উদ্যমে সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি তথায় কমিশরিয়েট অফিসের এজেন্ট ছিলেন; নিম্নোদৃত সার্টিফিকেট গুলিতেই তাহা প্রমাণিত হয়;—(১) 26th July 1856, William G. Rauce, Lt. Comg Det. Emn. In. (or illegible) (২) 20th April 1854, Peshowar, H. E, Harington, 2nd Leiut 3rd Co. 2nd Bn Arty. Late doing duty Det. Arty. Recruit. (৩) 21. 4. 54. Peshowar, Earnest M. Pelley Leiut. 75 Regmt. Com. Det. (৪) Camp Peshowar 25th April 54, Henry M. Lamb, (or illegible) Late Com. Det Arty. Recruits. (৫) Subathoo, 5th March' 55. Raphael W. Bradly. Apothecary H. M. 52nd Light Infantry. (৬) Subathoo, 11th March 1855. M. D. Phroug (or illegible) Capt. Com. H. M. 52. L I. ইনি মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামে বিখ্যাত রায় চৌধুরী-বংশে বিবাহ করেন; কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই।

—কেশবলাল মুখোপাধ্যায়—

কনিষ্ঠ কেশবলাল মাতুলালয়ে থাকিয়া কলিকাতার বর্ত্তমান নিমতলার নিকট মাতুল-প্রদত্ত তৎকালীন ১০০৲ মূলধনে একটী বৃহৎ গোলাদারী

ব্যবসা আরম্ভ করেন; কিন্তু দৈবক্রমে চুরি হইয়া যাওয়ায় মাতুলদের আদেশক্রমে নিকাশ গ্রামে একটী সামান্য বস্ত্রের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহাতে বিস্তর আয় করিয়া তিনি দেশে দোল দুর্গোৎসবাদি করিয়া প্রতিবৎসর বহুলোককে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। অদ্যাবধি নিকাশ গ্রামে অন্য কাহারও বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয় নাই। তিনি তখনকার প্রবল গোঁড়ামির দিনেও অস্পৃশ্যদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। জনরব, তিনি শক্তিশালী ও খুব ভোজনপ্রিয় ছিলেন। নিকাশগ্রামে তিনি মাতুল প্রদত্ত ভদ্রাসন ব্যতীত আরও অনেক জমিজায়গা পুত্রদিগের জন্য রাখিয়া যান। তাঁহার দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে হুগলীর কুলাকাশ গ্রামে মিশ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বংশে বিবাহ করেন; এই পক্ষে কন্যা সত্যবালা দেবী জনাইএর নিকটবর্ত্তী বাক্‌সা গ্রামের মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা হন। দ্বিতীয় পক্ষে ক্ষেপুত গ্রামের উক্ত রায় চৌধুরী বংশে সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি দয়াবতী আদর্শ মহিলা ছিলেন। ইহার গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে দুই পুত্র জীবিত; ইহার একমাত্র কন্যা চাঁপাবালা তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী দশঘরার সন্নিকট জাড়গাঁ গ্রামের ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা হওয়ার অল্পকাল পরেই মৃতা হন। কেশবলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ অধ্যবসায়ী ছিলেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করেন। ইনি হুগলী জেলার গাজিপুর গ্রামের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার এক পুত্র পঞ্চানন ও এক কন্যা পারুলবালা। মধ্যম পুত্র শ্রীপ্রমথনাথ পরোপকারী ও অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। ইনি নিকাশ গ্রামের প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা (বর্ত্তমানে হাওড়ানিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার ভগ্নী) শ্রীমতী চাঁপাবালাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা। ইঁহাদের এক পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও তিন কন্যা; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা শ্রীমতী ঈশাঙ্গিনী দেবী জীবিতা ও বাকুড়ার শ্রীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা। কেশবলালের অন্যান্য পুত্রগণের বংশ না থাকায় পরিচয় দেওয়া হইল না।

—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়—

কেশবলালের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অনাথনাথ একজন দৃঢ়চেতা, সাহসী ও স্বাবলম্বী পুরুষ। ইনি স্বকীয় উদ্যমে কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসে কর্ম্ম যোগাড় করেন। তথায় কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিবার পর জ্যেষ্ঠতাত গোপালচন্দ্রের পরিত্যক্ত পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেটগুলির বলে

গবর্ণমেণ্টের কমিশরিয়েট বিভাগে (বর্ত্তমান Royal Indian Army Service Corpsএ) বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় স্ব-ইচ্ছায় কর্ম্ম বদলী করাইয়া লইয়া মেসোপটেমিয়া এবং দক্ষিণ পারস্যে কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। ইহার উক্ত কর্ম্মের দরুণ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে তিনটী পদক প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণ পারস্যে থাকা কালে ইনি "ওয়ার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং মাত্র ভগবৎকৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া আসেন। এই রোগের পরিণামে তাঁহাকে অনেক সময় পররর্ত্তীকালে "Neurasthenia" রোগে ভুগিতে হইয়াছে এবং তদ্দরুণ চাকুরীকাল সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পূর্ব্বেই Invalid Pension লইয়া বর্ত্তমানে হাওড়ার অন্তর্গত চক্রবেড়ে গ্রামে স্বকীয় উপার্জ্জনে প্রস্তুত ৩৬।২ ফকিরচাঁদ ঘোষের লেনস্থ ভবনে বাস করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মোৎসাহী ও দার্শনিক ভাবাপন্ন। সাহিত্য-সেবায়ও ইহার অনুরাগ আছে। ইনি তারকেশ্বর তীর্থের নানা তথ্যে পূর্ণ 'তারকনাথ-তত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহার অপ্রকাশিত রচনা 'মায়ের ডাক' ও 'মায়ের পূজা' দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ। ইনি হাওড়া জেলার সিংটী শিবপুরের সন্নিকটস্থ সোনাগাছি গ্রামে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। এই মহিলা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা ; বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য মহাত্মা গান্ধী হাওড়ায় অর্থ সংগ্রহের জন্য আসিলে ইনি মাত্র দু'গাছা স্বর্ণবলয়ের মধ্যে একগাছা মহাত্মার হস্তে দেন। ইঁহাদের অনেকগুলি পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমানে ত্রয়োদশবর্ষীয় একমাত্র পুত্র ভোলানাথ জীবিত। চারি কন্যা জীবিতা—কালীদাসী, রেণুকাবালা, বীণাপাণি ও অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠা কালীদাসী চব্বিশ পরগণার পশ্চিম বারাসাতের শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা ও দ্বিতীয়া রেণুকাবালা হাওড়ার সহরস্থ ২৪নং বেলিলিয়াস্ ফার্ষ্ট বাই লেনের হোমিও ডাঃ শ্রীমান্ সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা।

রায় বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও, বি, ই

—পিতৃ-পরিচয়—

প্রবাসে যে কয়জন বাঙ্গালী সরকারী কার্য্যে সম্মান, খ্যাতি ও যশঃলাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও, বি, ই, বিশেষ অগ্রণী। তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর অফ্ স্কুলস্ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের পুত্র। এই মুখোপাধ্যায়-বংশ নদীয়া জিলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে বাস করিতেন। রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সিনিয়র্ স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায়বাহাদুর ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই পরীক্ষায় ৺রাধিকাপ্রসন্নর সহযোগী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাবাসী হন। বাঙ্গলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারে যে সকল মনঃস্বী ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তিনিই প্রথম মাতৃভাষার সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন ও ইয়োরোপের নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি আজীবন নানা ভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "স্বাস্থ্যরক্ষা" ও 'প্রাকৃতিক ভূগোল" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া গতযুগে অনেকেই বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশনাল্ সার্ভিসে কাজ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সেণ্ট্রাল টেক্সট্‌বুক কমিটির সদস্য ও সম্পাদক, ইডেন হিন্দু-হোষ্টেল-কমিটির সদস্য ও সম্পাদক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সদস্য, ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার আজীবন সভ্য, হিন্দু-ফ্যামিলি-এনুয়িটি-ফণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গের ছোটলাটগণ এবং শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষগণ তাঁহার শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্ম্মপটুতা ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর জনসাধারণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বি, এ, পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ছাত্রের জন্য স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—বাল্য-জীবন—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর তারিখে (১২৮৯ সাল ৩রা অগ্রহায়ণ) চারুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৫ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য স্কুল ও কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'এম, এ,' ও 'বি. এল,' পড়িতে-ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতৃদেবের চেষ্টায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর—এত অল্প বয়সে কোনও ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই। ব্যায়ামেও চারুচন্দ্র আশৈশব কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি ফুটবল্, ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ইত্যাদি খেলায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত তিনি টেনিস খেলিতেছেন।

—কর্ম্ম-জীবন—

কর্ম্ম-জীবনের প্রথম হইতে শেষকাল পর্য্যন্ত চারুচন্দ্র কর্ম্মপটুতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, ধর্ম্মভীরুতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, এবং নিরপেক্ষতার আদর্শ ছিলেন। অনেক বড় বড় মোকদ্দমায় ন্যায়-বিচারে তাঁহার প্রশংসা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অত্যাচার ও অনাচার তিনি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না এবং অনেক সময়ে তিনি উপরিতন কর্ম্মচারীর ইচ্ছামত অন্যায় কাজ করিতে স্বীকার না করায় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু এই জন্যই জনসাধারণ তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও স্নেহ করিত। তিনি অপরাধী শ্বেতাঙ্গ কি খৃষ্টান, ধনী কিম্বা দরিদ্র আসামীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ভীত হন নাই। বাঙ্গলা দেশে ৯ বৎসর কর্ম্মের পর তিনি বিহার প্রদেশে বদলী হন এবং সেইখানে কর্ম্ম-দক্ষতার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং অবশেষে ডিভিশনাল্ কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি যে বয়সে সব-ডিভিশনাল্ অফিসার, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনার হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কেহই তাহা হইতে পারেন নাই।

বিহার বোর্ড অব রেভিনিউর তিনিই প্রথম পাকা সেক্রেটারী ও বহার প্রদেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে তিনিই একমাত্র কমিশনার হন। ১লা মার্চ্চ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার পদ হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও ও, বি, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে।

—গার্হস্থ্য-জীবন—

চারুচন্দ্রের ৺ পিতৃদেব এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, স্যার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। স্যার ৺গুরুদাস চারুচন্দ্রকে শৈশব হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, স্যার ৺গুরুদাসের দ্বিতীয় পুত্র রায় বাহাদুর ৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চারুচন্দ্রের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার পত্নীর বয়স এগার বৎসর। তাঁহাদের দুই পুত্র শ্রীমান্ শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ, ও শ্রীমান্ তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত শ্রীমান্ শচীপ্রসন্নর বিবাহ হইয়াছে। তাঁহাদের একটি পুত্র শ্রীমান্ অশোকচন্দ্র ; শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ ষ্টেভেডোর ৺শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত শ্রীমান্ তারাপ্রসন্নর বিবাহ হয়।

চারুচন্দ্র তাঁহার পিতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। পুত্রকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সে বিবাহের পূর্ব্বে যখন "টাইফয়েড" জ্বর হয়, পাছে পুত্রের সেবার ত্রুটি হয়, এইজন্যই ৺রাধিকাপ্রসন্ন তখন কর্ম্মত্যাগ ত্যাগ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে যখন চারুচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বহরমপুরে চলিয়া যাইলেন, ৺রাধিকাপ্রসন্ন পুত্রবিরহে এত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন যে, কয়দিনের মধ্যেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন! চারুচন্দ্রের জননী চমৎকারিণী দেবী এখনও বর্ত্তমান। ২০ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর হইতে বৃহৎ সংসারের ভার আজও পর্য্যন্ত চারুচন্দ্র বহন করিতেছেন। বহু আত্মীয় ও কুটুম্ব তাঁহার দ্বারা আজীবন প্রতিপালিত।

—ধর্ম্ম-জীবন—

শিশুকাল হইতেই দেব দেবীর প্রতি চারুচন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মায়। বাল্যকালে তিনি প্রত্যহ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীটের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপরে যে ৺কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা দর্শন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও কালীভক্ত গঙ্গাধর জ্যোতিষীর প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি চারুচন্দ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট

পিতৃদেবকে বলিয়া চিন্তা দূর করেন। বাল্যকালে ৺রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার পুত্রকে চাণক্য শ্লোক, মোহ-মুদ্গর, অপরাপর ভজনস্তোত্র ইত্যাদি পড়াইয়াছিলেন। তের বৎসর বয়সে চারুচন্দ্র সমগ্র গীতা কণ্ঠস্থ করেন। যৌবন অবস্থা হইতে তিনি নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি ১৯ বৎসর বয়সে বিন্ধ্যাচলে কিছুদিন এক সাধুর সেবা করেন এবং তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন। কিন্তু সাধু তাঁহাকে শিষ্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি এই বলিয়া চারুচন্দ্রকে আশ্বাস দেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার মত ধর্ম্মভীরু ও পরোপকারী কর্ম্মীর প্রয়োজন এবং সংসারে তাঁহার আসক্তি হইবে না। কর্ম্ম-জীবনে তাঁহারি চেষ্টায় পুরুলিয়ায় ৺শ্মশান কালীর মন্দির ও ভাগলপুরে ৺কালীমাতার নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-জীবনে চারুচন্দ্রের বাহ্যিক আড়ম্বর নাই, তিনি অন্তরে ভগবানকে স্মরণ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করেন। ভগবানকে ডাকিবার জন্য সময়, কাল, স্থান, তিনি আবশ্যক মনে করেন না। শৈশব হইতে এখনো পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী এবং পরমহংস দেবের প্রতি তাঁহার আজীবন ভক্তি। কর্ম্ম-জীবনে যাহা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আত্মীয় স্বজন ব্যতীত, আর্ত্তের সাহায্য করিয়া কিছুই অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। দুইশত টাকা হইতে তিন হাজার টাকা বেতন পাইয়াও তাঁহার অর্থের উপর লোভ জন্মায় নাই। তিনি নিরভিমানী ও নিরহঙ্কারী, তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র এই,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ"।

—সাহিত্য-চর্চ্চা—

৺পিতা রাধিকাপ্রসন্ন ও পিতৃব্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পদানুসরণ করিয়া চারুচন্দ্র কর্ম্ম-বহুল জীবনেও সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়াছেন। বাল্যাবস্থা হইতে তিনি বাঙ্গলা পদ্য এবং কলেজে পড়িবার সময় হইতে ইংরাজী পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সে লিখিত একটী কবিতার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

—সন্ন্যাসী—

কে তুমি, বসিয়া কেন, আছ তরুতলে?
কি ভাবে মজিয়া আজ— ধ'রেছ এমন সাজ,
বিরাগীর বেশে কেন রয়েছ বিরলে?

স্থানু সম মূর্ত্তি স্থির,— পরিধানে ছিন্ন চীর,
সম্মুখেতে আগুণের 'ধূনী' কেন জ্বলে ?
কে তুমি, বসিয়া হেথা আছ কোন ছলে ?
ধরণীর যাহা কিছু-- অসার বিফল,
তাই কি সংসার ত্যজে— এসেছ সন্ন্যাসী সেজে,
পাসরিতে—জীবনের কল কোলাহল ?
পরম আত্মার লাগি'—জীবাত্মার মুক্তি মাগি',
রেখেছ কি অঙ্কে তাই পাতি করতল ?
মুমুক্ষুর এই কি, শাশ্বত যোগবল ?
কিম্বা কারো বিরহেতে—এ দশা তোমার,
রমণীর ভালবাসা— করেছিলে বড় আশা,—
মেটেনি প্রেমের সাধ, সাধা কাঁদা সার।
পাষাণীর রূপে ভুলে,—প্রাণ দিয়ে হাতে তুলে,—
পাওনি সংসারে বুঝি প্রতিদান তা'র।
তাই কি দারুণ ক্ষোভে ছেড়েছ সংসার ?
অথবা যাহারে তুমি সঁপেছিলে হিয়া,
মুহূর্ত্তের তরে যা'রে, রাখোনি আঁখির আড়ে
তোমার প্রণয়-পাশ—সহসা ছিঁড়িয়া,
গেছে সে চলিয়া দূরে, কোন্ সে অজানা পুরে,
চিরতরে প্রেমাধীন জনে কাঁদাইয়া,
তাই বুঝি গৃহ ত্যজি, এসেছ চলিয়া ?
অথবা নিগূঢ় তত্ত্ব, করিতে সন্ধান—
জনশূন্য স্থানে আসি, নির্ব্বাণের অভিলাষী,
ভাবিতেছ দিবানিশি কোথা ভগবান ?
হে সাধু ! তোমার তাই, চঞ্চল চাহনি নাই,
যৌবন ধুলায় ঢাকা, অন্তরে শ্মশান !
বদন গম্ভীর, বুকে রুদ্ধ অভিমান।
কি খেদে, ক'রেছ সাধু ! তরুতল সার—
সুধাই— চরণে ধরি, বল হে করুণা করি'
সত্যই কি এ ব্রহ্মাণ্ড মোহের আগার ?

এই গিরি, নদী, বন— তরু, লতা অগনণ,
পাখীর কাকলী গান, অলির ঝঙ্কার—
প্রকৃতির যত কিছু, সব কি অসার?
সত্যই কি এ সংসারে—নাহি শান্তিকণা?
মানব মানবী বেশে— দানব দানবী এসে,
পরস্পরে করিতেছে শুধ্ প্রতারণা?
কিন্তু সাধু! সুধা, বিষ, স্রষ্টা তা'র জগদীশ,
বিফল কি বিশ্বসৃষ্টি, জীবের সাধনা?
কিছুতে কি শোভা নাই, বৃথা আরাধনা?
হে সন্ন্যাসী! একবার বল দয়া ক'রে,—
কোন্ লক্ষ্য সাধিবারে—আসি মোরা এসংসারে,—
কোন্ মোহে—লক্ষ্য হ'তে দূরে যাই সরে?
ধন রত্ন পুত্র জায়া, কা'র এ বিরাট মায়া,
অনন্ত সাগর আছে—সম্মুখেতে প'ড়ে—
চলিবে এ যাতায়াত কত দিন ধ'রে?

তাঁহার লিখিত ইংরাজী কবিতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল জেমস্ সাহেব এবং স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর ষ্টিফেন্ সাহেব অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন; তাঁহারা বলিতেন যে, ভারতবাসীর ভিতর অল্প লোকেই এইরূপ কবিতা লিখিতে পারেন। একটি ইংরাজী কবিতার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত হইল,—

It was a lovely eve on Ganges Bank
I sat alone; before me slowly sank
The red sun, glowing as an orb of fire—
And like the dying flashes of a funeral pyre,
Upon the waters played his lingering beams,
Awakening in my mind sad memory's dreams
Of faces dear, alas! now seen no more,
Long crossed life's ocean for a blissful shore.
The crescent moon was up, but creeping night
Around me spread her pall and dimmed my sight.

A tiny bark was gliding slowly by,
With fluttering sails like dancing spirits shy,
With fancies wild my brain was over-wrought
And of the riddle of life and death, I thought
Of clounds and sunshine, chequered hopes and fears
Of fleeting dreams of life, love's smiles and tears.

কবিতা ভিন্ন চারুচন্দ্র বাঙ্গলার মাসিক পত্রিকায় ছোট গল্প অনেক লিখিয়াছেন, সংবাদ পত্রেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের এই বিশেষত্ব যে, সরকারী কর্ম্মের দারুণ পরিশ্রমের ভিতর তিনি সাহিত্য ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে ভুলেন নাই এবং সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য, দয়া ও পরোপকার, তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। দেশীয় কর্ম্মচারীর ভিতর তিনিই একমাত্র পাটনায় লাটভবনে কয়দিন অতিথি হইয়া বাস করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চারুচন্দ্র এক্ষণে স্বীয় নির্ম্মিত ৩নং শ্যামলাল ষ্ট্রীট শ্যামবাজারস্থ কলিকাতার বাস ভবনে বাস করিতেছেন।

জননেতা

এটর্নী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্ ;

—:o:—

—বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবন—

পরলোকগত সর্ব্বজনবরেণ্য জননায়ক এবং এটর্নী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা স্বর্গীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সামান্য অবস্থা হইতে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিয়া বিখ্যাত সলিসিটর ফার্ম্ম কলিকাতা হাইকোর্টের ওর, ডিগ্‌নাম কোংএর ম্যানেজিং এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি বহু বৎসরকাল ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৩২৬ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেন। কর্ম্ম-জীবনে বিস্তর উন্নতি করিয়া কলিকাতায় তিনি বহু ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জণ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় দুর্গাচরণ ১৮৮৩ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাফ্‌ কলেজে ভর্ত্তি হন। তাঁহার ছাত্র-জীবন অতিশয়

উজ্জ্বল ছিল। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন এবং এম্‌, এ, পরীক্ষায় ঐ বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি, এল পরীক্ষাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি মেসার্স ওর, ডিগ্‌নাম এণ্ড কোংএ প্রথমে Articled Clerk নিযুক্ত হন এবং এটর্নীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ অফিসেই এটর্নীর কার্য্যে ব্রতী হন। ভগবদ্‌কৃপায় তিনি শীঘ্রই দেশের একজন বিচক্ষণ আইনজীবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয়ান্‌ সলিসিটর ফার্ম্ম ওর্‌, ডিগ্‌নাম কোং এর একজন প্রধান অংশীদাররূপে পরিগণিত হন। তিনিই ঐ ফার্ম্মের একমাত্র ভারতীয় অংশীদার ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবনে দুর্গাচরণের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব তাঁহার মাতাপিতার আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন এবং ব্যক্তিগত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

—জনহিতকর ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—

বাল্যকাল হইতেই দুর্গাচরণ পৌর প্রতিষ্ঠান ও মিউনিসিপাল সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনর রূপে প্রভূত জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাকে কখনও পুরোভাগে দেখা না গেলেও বাঙ্গলার সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনেই তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশের জন্য অর্থদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই অকুণ্ঠ ছিলেন। দেশবন্ধু-পল্লী-সংগঠন-ভাণ্ডারে, মহাত্মা গান্ধীকে ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তিনি ছিলেন কৌটিল্য। দেশবন্ধু মেমোরিয়াল কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশীক কংগ্রেস কমিটি ও উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী ছিলেন। দেশীয় যুবকবৃন্দের শারীরিক শক্তি ও জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য কলিকাতার বিভিন্ন ব্যায়ামাগার ও পাঠাগারগুলির তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গঙ্গাবক্ষে ২৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগীতার তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কলিকাতায় এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট না ছিলেন। এই সকল স্বদেশহিতকর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনহিতৈষী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক টাকা দানও করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর্ত্ত, দুঃস্থ ও বহু আত্মীয় স্বজনকে তাঁহার বিস্তর গুপ্তদানও ছিল।

—দেশীয় ব্যবসা ও সাহিত্য-সেবায়—

বাঙ্গালার ব্যবসাজগতে স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার জন্য দুর্গাচরণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু চা কোম্পানী ও কয়লা কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ এর ডিরেক্টর বোর্ডের তিনি চেয়ারম্যান্ ছিলেন এবং একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত কোম্পানী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। বেঙ্গল পটারিজ লিঃ সম্পর্কে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার "আত্মজীবন-স্মৃতি"তে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। দুর্গাচরণের সাহিত্যানুরাগও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার প্রণীত আইন পুস্তক "Indian Conveyencing ও Indian Registration Act" শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যেরও তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

—মৃত্যু ও বংশ-কথা—

সামাজিক জীবনে দুর্গাচরণ অমায়িক সঙ্গী ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অনিন্দনীয় ছিল। ১৯৩৫ সালের ২৮শে জুন শুক্রবার রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকার সময় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মীয় পরিজন ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি তিন পুত্র—জগদ্বাত্রীকুমার, শচীন্দ্রকুমার ও পবিত্রকুমার এবং তিন কন্যা মৃত্যুকালে রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও বড়লাটের আইনসভার মাননীয় অস্থায়ী আইনসচিব (Law Member) স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ওর, ডিগ্‌নাম কোংর এটর্নী) এম, এ, বি, এল এবং মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত ভাগলপুরের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনর, কলিকাতার শ্যামলাল ষ্ট্রীট নিবাসী রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও, বি, ই'র জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ' এর বিবাহ হইয়াছে। দুর্গাচরণের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবা দেবীর সহিত বীরভূমের সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশোদ্ভূত ও মার্টিন কোং এর Coal Mines

এর উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের (অধুনা কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীট নিবাসী) জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ একেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,এর বিবাহ হইয়াছে।

—শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ;—

দুর্গাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, Orr, Dignam & Coতে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অন্যতম Articled clerk হইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং আইনক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। তরুণ ও ছাত্রসমাজে নির্ভীক, চিন্তাশীল এবং দেশপ্রেমিক নায়ক ও কর্ম্মী হিসাবে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। ইনি কলিকাতার বহু জনহিতকর কার্য্যে একনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইঁহার স্বর্গগত পিতার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। ইনি একজন সাহিত্যিক ও সুকবি ; বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিতে রাজনীতি, অর্থনীতি ও ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ইঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও নানাবিধ মনোজ্ঞ কবিতাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের অব্যবহিত পরে ইনি নিখিল-বঙ্গ-ছাত্র-সম্মিলনীতে বাঙ্গালার ছাত্রসমাজকর্ত্তৃক অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ইঁহার পরিচালনায় সম্মিলনী প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩৩ বৎসর। ইনি ভবানীপুর পদ্মপুকুর নিবাসী এড্‌ভোকেট্ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। জ্যোৎস্না দেবী কবি ও বিদুষী মহিলা ; বিভিন্ন মাসিকে ইঁহারও মনোজ্ঞ কবিতা ও গল্প-উপন্যাসাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দুর্গাচরণের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রকুমার B. Sc. অধ্যয়ন করিয়া বৈষয়িক কার্য্যাদি দেখাশুনা করেন। ইনি শিক্ষা ও ব্যায়াম ক্রীড়ার বিশেষ অনুরাগী। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পবিত্রকুমার ইংরাজীতে অনার্স সহ B. A অধ্যয়ন করিতেছেন।

—o—

—রায় সাহেব ভূষণচন্দ্র দাস—

বাল্য-জীবন

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত ধনিয়াখালি থানার অধীন মামুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺হৃদয়চন্দ্র দাস গভর্ণমেণ্ট সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করিতেন। তিনি হুগলী কলেজে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—ভূষণচন্দ্র, কিরণচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এবং দুই কন্যা সুরবালা ও নগেন্দ্রবালা। ইঁহাদের মধ্যে ভূষণচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও স্বগ্রাম মামুদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতার সহিত ইঁহাকে তাঁহার কর্ম্মস্থল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন দেশের নানা বিদ্যালয়ে হইয়াছিল এবং বাল্যকাল হইতেই দেশ বিদেশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে ইঁহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ পরিস্ফুটিত হয় ও ইনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিতে পারেন। ইঁহার পিতা চাকরীর শেষাংশে কলিকাতার হেড্ অফিসে বদলী হইলে ইনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। ইনি উক্ত কলেজে F. A. ক্লাসে অধ্যয়নের সময় বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় (সম্প্রতি মৃত, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৯) ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছাত্রদিগকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

Boys of Spirit, Boys of Will,
Boys of Muscle, Brain & Power,
Fit to cope with anything,
These are wanted every hour

প্রিন্সিপাল গিরিশচন্দ্রের এই উপদেশ ভূষণচন্দ্রের চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। F. A. পড়িতে পড়িতেই ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধায় চাকুরীর সন্ধানে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

—কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত—

প্রথমতঃ ইনি চাকুরীর জন্য E. I. R. এ দরখাস্ত করেন; কিন্তু ইঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর না হওয়ায়, ঐ স্থানে ইঁহার চাকুরী হয় না। পরে ইনি পালামৌ জেলার Forest Department এ ১৯০১ সালের ৮ই মে

তারিখে মাত্র ২০৲ বেতনে Forester হইয়া কর্ম্মে প্রবেশ করেন। ইহাঁর চাকুরী পাওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই ১৯০২ সালের ২১শে নভেম্বর ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তদবধি সংসারের সমস্ত ভার ইঁহারই স্কন্ধে পতিত হয়। ১৯০৩ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে দেরাদুনস্থ Imperial Forest School (পরে ইহা College এ উন্নীত হইয়াছে) এ পাঠাইবার জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু দুইজন জামিন রাখিয়া Agreement এ সহি করিতে বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহই জামিন না হওয়ায় ইঁহার যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে; কিন্তু ঈশ্বর সহায় থাকায় ঐ বিভাগের Deputy Ranger শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয় (ইনি এখনও জীবিত) ও শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ঐ জেলার একজন ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার) ইঁহার জন্য জামিন হন। ১৯০৫ সালে ইনি ঐ স্কুল হইতে Forest Rangers Course এ উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দরবন বনবিভাগে ৪০৲ টাকা বেতনে Deputy Ranger এর পদে নিযুক্ত হন। ইহার ছয় মাস পরেই ইনি Ranger এর পদে ৫০৲ টাকা বেতনে উন্নীত হন।

—কর্ম্ম-জীবনে নানা বিপত্তি—

সুন্দরবন অঞ্চলে ইঁহাকে এক বৎসর নানা প্রকার বিপদ ও দুঃসহ কষ্টের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। সুন্দরবনে তৎকালে যাঁহারা গাছে নম্বর দিতেন, তাঁহাদের জীবন সাতিশয় বিপদাপন্ন ছিল; কখন যে ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইতে হইত, তাহার কোন ইয়ত্তা ছিল না। ভূষণচন্দ্র যেস্থানে কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, সেই স্থানটী বঙ্গোপসাগর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে ছিল। এখানকার নদীর জল লবণাক্ত হওয়ায় পানীয় হিসাবে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। সেইজন্য ইঁহাদিগকে পানীয় জলের জন্য যথেষ্ট কষ্ট উপভোগ করিতে হইত। বনবিভাগের ষ্টিমার যখন ডাক লইয়া আসিত, তখনই ষ্টিমার হইতে পানীয় জল ট্যাঙ্কে ভরিয়া লওয়া হইত; এই জলই রন্ধন ও পানার্থে ব্যবহৃত হইত। চারিদিকেই সুবিস্তীর্ণ জলরাশিবেষ্টিত সুন্দরবনে পানীয় জলের অভাবে তাঁহাকে দুর্ব্বিসহ কষ্টভোগ করিতে হইত। তাঁহাকে সমস্ত দিনই জঙ্গলে কাজ করিয়া রাত্রে নৌকায় কাটাইতে হইত। একদিন গভীর রাত্রে সুপতি নদীতে ভীষণ ঝড় উত্থিত হইলে নদীগর্ভস্থ প্রায় সমস্ত নৌকাই অতলজলে ডুবিয়া যায়, বনের বহু গাছ উপড়াইয়া পড়ে; কিন্তু

(Mr. P. C. Das, B.L., Solicitor

ঐ ভীষণ ঝড়ে সৌভাগ্যবশতঃ ইঁহার নৌকার কোন ক্ষতিই হয় নাই। জঙ্গলে অনেক সময় হিংস্রজন্তুর সম্মুখে পড়িয়াও ইনি অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৯০৭ সালে সুন্দরবন হইতে ইনি অঙ্গুল জেলার বাগ্‌মাগুা রেঞ্জে বদলী হইয়া যান। এই রেঞ্জের জঙ্গলে তখন যথেষ্ট কাঠ ও বাঁশ চুরি হইত। ইঁনি বহু চেষ্টা করিয়া এই চুরি প্রায় বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে যাহাদের স্বার্থ হানি হয়, তাহারা ইঁহার প্রতি আক্রোশবশতঃ ইঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ইঁহার অনুপস্থিতে ১৯০৮ সালের ২০শে এপ্রিল রাত্রে ইঁহার পুর্ণাকোটস্থ কোয়াটারে অগ্নিসংযোগ করাইয়া দেয়। ইঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন ঐ কোয়াটারে নিদ্রিত ছিলেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় ইঁহারা আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান। এই পুর্ণাকোট কটক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নব্বই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই সুদীর্ঘ পথ গরুর গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনে অতিক্রম করিবার উপায় ছিল না এবং অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। পুর্ণাকোট জঙ্গলেও তাঁহাকে বহু হিংস্রজন্তুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এখানকার জলবায়ু ম্যালেরিয়ার বীজাণুপূর্ণ ছিল; কিন্তু সুচিকিৎসার উপায় ছিল না।

—কর্ম্ম-জীবনে উন্নতি ও অবসর গ্রহণ—

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ইঁহাকে দেরাদুন ইম্পিরিয়েল ফরেষ্ট কলেজে বনবিভাগ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১০ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইঁনি ১৫০৲ বেতনে Extra Assistant Conservatorএর পদে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন এবং ইহার দুই বৎসর পরই ২০০৲ বেতনে ঐ পদে পাকাভাবে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ২৩শে মার্চ্চ ইঁহার মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী স্বর্গগতা হন। ইনি হাজারীবাগ, চাঁইবাসা, পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে রাঁচিতে অবস্থানকালে ইঁনি মহামান্য ভারত সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হন। ৩২ বৎসর নানা দুঃখকষ্ট ও সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া সিংহভূম জেলার অন্তর্গত চক্রধরপুর হইতে ১৯৩২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় ইনি বিহার ও উড়িষ্যা Forest Serviceএর সর্ব্বোচ্চ বেতন ৮৫০৲ টাকা পাইতেন।

—রায় সাহেবের বংশ-কথা—

অবসর গ্রহণের পর রায় সাহেব ভূষণচন্দ্র ১৯৩৫ সালে রেলওয়ে কোম্পানীতে Assistant Sleeper Passing Officer রূপে ৪০০৲ বেতনে আট মাস কার্য্য করেন। এই Railway service তেই রায় সাহেব প্রথমে সামান্য কেরাণীগিরি করিতে যাইয়া তাঁহার হস্তলেখার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন। রায় সাহেব বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গারকোন গ্রামের ৺যোগীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দাসীকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে রায় সাহেব কলিকাতার রাসবিহারী এভেনিউতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে নির্ম্মিত তপোবনতুল্য "সৌদামিনী কুটীর" নামক সুরম্য ভবনে বাস করিতেছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পাঁচুগোপাল দাস ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে B. A. ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাস ঐ কলেজে I. Sc. অধ্যয়ন করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ই 2nd. (Calcutta) Battalion University Training Corps I. T. F)এ আছেন।

রায় সাহেবের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাস Burma State Railwayতে কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস এম্, বি British Indian Steam Navigation Coর ডাক্তার। রায় সাহেবের এক পিতৃব্য ডাঃ শ্রীযুক্ত ভবতোষ দাস এম্, বি, ইঁহার পৈতৃক নিবাস ধনেখালি গ্রামে ডাক্তারী করিতেছেন। ডাঃ ভবতোষের পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ দাস বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন।

আহিরীটোলার মিত্র-বংশ

দেওয়ান গৌরমোহন মিত্র

হুগলী জেলার পুত রজঃ চুমি বেজড়া নামেতে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম
শোভিতেছে প্রকৃতির রম্যভূমি রত্ন-প্রসবিনী মিত্র-বংশ-ধাম।
দেওয়ান গৌরমোহন, দেবদ্বিজে ভকতিপ্রবণ, ধার্ম্মিক সুজন,
ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি—আহিরীটোলা মিত্র-বংশ করিলা স্থাপন।
জন্মভূমি বেজড়ায় বহু অর্থে প্রতিষ্ঠিলা নানা দেবালয়,
রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর আদি কীর্ত্তি-পরিচয়।
কর্ম্মভূমি কলিকাতায় আহিরীটোলা পল্লী সুবিখ্যাত অতি,
নির্ম্মাণ করিলা তথা, সুরম্য প্রসাদ চিরতরে করিতে বসতি।

ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র

সুবিখ্যাত ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র গৌরমোহনের যোগ্য বংশধর,
দেবালয়, স্নানঘাট, মুমুর্ষ-ভবন আদি তাঁর কীর্ত্তি বহুতর।
মৃতকল্প তীর্থযাত্রীতরে কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিলা মুমুর্ষু ভবন,
আর গঙ্গাঘাট, শালিখার ক্ষীরোদ মিত্র ঘাট কীর্ত্তি অতুলন।
শালিখায় পিতৃনামে রাজেন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ ও ঠাকুর দালান
বিশ সহস্র কাঙ্গালী যেথা প্রতিবর্ষে লভে অন্ন—করিলা নির্ম্মাণ
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিলা তাঁরে, কলিকাতা হাওড়ার পৌর-প্রতিষ্ঠান
পুণ্যনামে তাঁর তিনটী রাস্তায় স্মৃতি-দীপ করি অনির্ব্বাণ।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র

হেন ধর্ম্মাত্মার তনয়ত্ব লভি শুভক্ষণে, ধন্য বঙ্গে চির-কীর্ত্তিমান্,
শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র—পরার্থে তাঁর আত্মনিবেদিত প্রাণ।
জীবন-প্রভাতে নিরুদ্যম বাঙ্গালীরে ব্যবসায়ে করিলা জাগ্রত,
বজ্রবেদনে বিহুরি বিলাস-আলস্য—বাঙ্গালীর কলঙ্ক শাশ্বত।
জন্মি ধনীগৃহে কর্ম্মযোগী তিনি, তাঁর সুউদ্দাম কর্ম্মের প্রেরণা,
শ্রমবিমুখ, অলস, বাঙ্গালীর হৃদে জাগায়েছে তীব্র উদ্দীপনা।
ভাগ্যলক্ষ্মী জয়মাল্য দানে বরপুত্ররূপে তাঁরে করিল বরণ,
'বাণিজ্যে বসতেঃ লক্ষ্মী' বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল ঋষি বাক্য সনাতন।
আর্ত্ত মানবতার সেবা লাগি, প্রাচীন ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার,
অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়ে, আয়ুর্ব্বেদ সুচিকিৎসার করিলা বিস্তার

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, স্যার গুরুদাস আদি বঙ্গ সুসন্তান,
'আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার-সমিতি'রে তাঁর সুসমাদরে দিলা প্রাণ দান।
অগ্নিযুগে—বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যবে দেশব্যাপী বঙ্গবীরগণ,
বিলাতী-বর্জ্জন—স্বদেশীগ্রহণ মন্ত্রে সুসঙ্কল্প করিল গ্রহণ।
ঘুচাল বাঙ্গালীর বস্ত্র-দৈন্য, বাঙ্গালায় বস্ত্র-শিল্পের করি প্রবর্ত্তন,
দেশী বস্ত্রের প্রথম প্রচারে 'গনেশ ক্লথ মিল' করিয়া স্থাপন।
বঙ্গ-রাজপ্রতিনিধি স্যার এডোয়ার্ড বেকার—যবে অকারণ,
কলিকাতার রাখী-বন্ধন বার্ষিকী ও শোভাযাত্রা করিলা বারণ।
নেতৃসভামাঝে কম্বুকণ্ঠে তেঁহ করিলা ঘোষণা—উদাত্ত মহান্,
শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতি বিনা পরাধীন জাতির নাহি পরিত্রাণ।
দেশীয় শিল্পকলার উৎকর্ষে রাষ্ট্র স্বাধীনতা রয়েছে নিহিত,
এরূপে স্বদেশী মেলার আয়োজনে—রাখী-বন্ধন হ'ল অনুষ্ঠিত।
কলিকাতায় 'স্বদেশী মেলা' কুমারকৃষ্ণ প্রথম করিলা বোধন।
স্বপ্নরাজ্য সম, নানা শিক্ষা-সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রপুরী চিত্ত-বিমোহন।
মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালায় অভ্র ব্যবসায়ে তেঁহ শ্রেষ্ঠ রপ্তানীকারক,
দূর সপ্তসমুদ্রের পরপারে, লণ্ডন, হামবার্ক ও ন্যুইয়র্ক।
কলিকাতা কর্পোরেশনে নূতন আইন যবে হ'ল প্রবর্ত্তন,
দেশহিতে সর্ব্বরিক্ত দেশবন্ধুসাথে তেঁহ তাহা করিল বরণ।
কিন্তু স্বার্থান্বেষী হ'তে দুর্নীতিমুক্ত, করিবারে সে পৌর-প্রতিষ্ঠান
দিনমানে রাহুগ্রাসমুক্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সম দীপ্ত জ্যোতিষ্মান্,
'করদাতা বান্ধব-সমিতি' ও 'কোয়ালিশন পার্টি' করিলা গঠিত
আনন্দেতে আত্মহারা পৌরবাসী জয়গানে তাঁরে করিল নন্দিত।
অসহযোগের প্লাবন পীড়নে সোনার বাঙ্গালা দেশ গেল যবে ভাসি,
দেশের বন্ধু চিত্ত, তেয়াগিয়া বিত্ত, সর্ব্বরিক্ত সাজিলা সন্ন্যাসী।
দেশের বন্ধু, করুণার সিন্ধু, দেশের লাগি তাঁর বহু-ব্যয়ভারে,
বাসভবন বিক্রয়ের তরে অন্তরঙ্গ সুহৃদ ডাকিলে তাঁহারে।
প্রকৃত হিতৈষীরূপে তেঁহ তাঁরে অতি শুভক্ষণে দিলা সুমন্ত্রণা,
মাতৃজাতি সেবা তরে 'নারী-হাঁসপাতাল' এক করিতে স্থাপনা।
'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন'—কুমারকৃষ্ণের প্রথম উদ্ভাবন।
বিশাল নগরী বুকে 'মনুমেণ্ট' সম, ত্যাগীর কীর্ত্তি-নিদর্শন।

হালিসহর ধর-বংশ

—স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ ধর—

কলিকাতার বহুবাজার পল্লীর বাঞ্ছারাম অক্রুর লেননিবাসী, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম খ্যাতনামা এটর্নী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর (Mr. S. C. Dhar) বর্ত্তমানে এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃবর্ত্তী, ই, বি. আরের প্রসিদ্ধ ষ্টেশন নৈহাটীর নিকট হালিসহর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে শ্রীশ্রী৺জগন্মাতার একনিষ্ঠ সাধক, সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে পবিত্র তীর্থভূমিরূপে পরিণত করিয়াছেন। এখনও হালিসহরে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন বর্ত্তমান। শাণ্ডিল্যগোত্রোদ্ভুত সুবর্ণবণিক জাতীয় ধরমহাশয়গণ বহুকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেন। এটর্নী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর মহাশয়ের আদিপুরুষ বারানসী ধর মহাশয় ব্যবসাসূত্রে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন। কিন্তু তাঁহার ও তৎপুত্র নকুড়চন্দ্র এবং তস্য পুত্র গোপালচন্দ্রের কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। গোপালচন্দ্রের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদই হালিসহরের বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বহুবাজার পল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। গঙ্গাপ্রসাদ সাধক রামপ্রসাদের ন্যায়ই একজন মাতৃভক্ত সাধক ছিলেন। একদা গঙ্গাগর্ভে স্নানকালে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার সিংহোপরিস্থিতা দ্বিভূজা অভয়া মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই মূর্ত্তি "৺সিংহবাহিনী মঙ্গলচণ্ডী" নামে এখনও এই বংশে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন এবং এতদুপলক্ষে এই বংশে প্রতি বৎসর ৺দুর্গাপূজা, ৺কালীপূজা, ৺জগদ্ধাত্রীপূজা ও ৺বাসন্তী পূজাদি শ্রীশ্রী৺জগন্মাতার বিভিন্ন রূপের পূজা হইয়া থাকে।

—স্বর্গীয় রূপচাঁদ ধর—

সাধক গঙ্গাপ্রসাদ ছয়পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপচাঁদ ও মধ্যম স্বরূপচাঁদই বিশেষ কীর্ত্তিমান পুরুষ। রূপচাঁদ পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ৺সিংহবাহিনী মল্লিক-বংশে রামমোহন মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বড়বাজার ও বহুবাজারে অনেক স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎকালে রামমোহন

মল্লিকের বিস্তর দানশীলতার কথা কলিকাতাবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হইত। সুতরাং তিনি যে কন্যা-জামাতাকে বিস্তর দান করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? রূপচাঁদ এইরূপে প্রাপ্ত সম্পত্তি আদি বিলাস-ব্যসনে নষ্ট না করিয়া শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, তন্মধ্যে বড়বাজারের দুইখানি বাড়ী উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি এই বংশের কুল-বিগ্রহরূপে এখনও পূজিত হইয়া আসিতেছে এবং প্রতিবৎসরেই রূপচাঁদের বংশধরেরা ৺ঠাকুরের ঝুলন, দোল ও রাস ইত্যাদি যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

—স্বর্গীয় স্বরূপচাঁদ ধর—

রূপচাঁদের মধ্যম ভ্রাতা স্বরূপচাঁদ Cape of Good Hope অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া যে সকল জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসিত, তাহাতে মাল-সরবরাহকের (Stevedore) এর কাজ করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি বহুবাজারে ৺জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সমস্ত এষ্টেট্ উক্ত বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া দেবোত্তর করিয়া যান। সেই হইতে এখনও পর্য্যন্ত "বৌবাজারের ধরেদের রথ" প্রসিদ্ধ। স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে পঞ্চম কৃষ্ণদয়ালের জীবিতাবস্থায় উক্ত ষ্টেভেডোরের কাজ "স্বরূপচাঁদ ধর এণ্ড সন্স" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তিনিও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দানধ্যান ও অতিথি-সেবাদিতে ব্যয় করিতে থাকেন। কৃষ্ণদয়ালের পুত্রগণ অবধি উক্ত ফার্ম্ম বিদ্যমান ছিল। পরে তাঁহার পৌত্র অদ্বৈতচরণ ধরের সময় "সুয়েজ ক্যানেল" খনন করা হইলে জাহাজ আর উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) দিয়া না আসাতে তাঁহাদের ফার্ম্মের বিস্তর ক্ষতি হয় এবং শীঘ্রই উহা উঠিয়া যায়। কিন্তু স্বরূপচাঁদের Trust Estate হইতে তাঁহার বংশধরগণের আবাস স্থান ও ঠাকুর দেবতার সেবা ইত্যাদি উত্তমরূপে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে হালিসহর (বর্ত্তমানে বৌবাজার) ধর-বংশে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" চলিয়া আসিতেছে।

—স্বরূপচাঁদ ধরের বংশ-কথা—

জ্যেষ্ঠ রূপচাঁদধর মৃত্যুকালে কিশোরীমোহন ও ভুবনমোহন—এই দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন চিৎপুর রাজবাটীতে

বিবাহ করিয়া বিস্তর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একপুত্র বেণীমাধবকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন বেণীমাধব প্রথমে কাপড় ও কাঠের ব্যবসা করিয়া বিস্তর লোকসান দেন। তিনি দুই পুত্র—গোকুলচন্দ্র ও গোপেশ্বরচন্দ্রকে রাখিয়া স্বর্গগত হন।

—এটর্নী স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র ধর, বি, এল,

জ্যেষ্ঠ গোকুলচন্দ্র ধর কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিশেষ খ্যাতনামা এটর্নী ছিলেন। গোকুলচন্দ্র আহিরীটোলার বিখ্যাত লাহা-বংশে কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ ও ভূতপূর্ব্ব সুপ্রীম কোর্টের বাঙ্গালী এটর্নী রমানাথ লাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে বি, এল ও এটর্নীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্বশুর রমানাথ লাহার Swinhoe & Law নামক এটর্নী আফিসেই প্রথমে এটর্নীর কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৮২ খৃঃঅব্দে রমানাথ লাহা স্বর্গারোহণ করিলে তিনি ঐ ফার্ম্ম হইতে বাহির হইয়া কিছুদিনের জন্য আমড়াতলা নিবাসী এটর্নী আশুতোষ ধরের সহিত Dhar & Dhar নামক এটর্নী অফিস প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য করেন। পরে তিনি নিজ নামেই একটী অফিস খুলিয়া এটর্নী ব্যবসায়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তিনি সত্যচরণ, সত্যরঞ্জন ও সত্যপ্রিয়--এই তিন পুত্র রাখিয়া অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।

—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর, বি, এ—
এটর্নী-এ্যাট্-ল

এটর্নী গোকুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর (Mr. S. C. Dhar) কলিকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ এটর্নী। পিতার মৃত্যুর সময় ইঁহার মাত্র দশ বৎসর বয়স ছিল। একারণ ইতি মাতুলালয়—উক্ত রমানাথ লাহার বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নীর কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মাতুল এটর্নী পূর্ণচন্দ্র লাহার (রমানাথ লাহার পুত্র) Articled clerk হন। পর বৎসর ১৯০৯ খৃঃ অব্দে কলুটোলার রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের সর্ব্ব-কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী তুলসীমণি দাসীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯১৫ খৃঃ

অব্দে—বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইনি এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Sanderson & Co নামক গবর্ণমেণ্ট সলিসিটর ফার্ম্মে এটর্নীর কার্য্যে ব্রতী হন। ঐ অফিসে ইনিই সেই সময় একমাত্র বাঙ্গালী এটর্নী Assistant ছিলেন। ১৯২১ খৃঃ অব্দ হইতে ইনি Mr. J. M. Gragory ও Mr. P. C. Kar এটর্নীদ্বয়ের সহিত দুই বৎসর কার্য্য করিয়া এক্ষণে S. C. Dhar & Co নামে নিজ নামেই ফার্ম্ম খুলিয়া আইন ব্যবসায়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি Incorporated Law Society of Calcutta, Calcutta Bar-Association, Calcutta Club ও Free Mason of Scotland ইত্যাদি বিশিষ্ট সমিতির সদস্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য থাকিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। ইঁহার বর্ত্তমানে দুই পুত্র—অনিলকুমার ও অজিতকুমার এবং দুই কন্যা—স্বর্ণলতা ও স্নেহলতা। শ্রীমান্ অনিলকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছে এবং কুমারী স্বর্ণলতা ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়িতেছে।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ধর, বি, এস-সি (লণ্ডন) এ, এম, আই, স্ট্রাক্ট্, ই (লণ্ডন)

এটর্নী গোকুলচন্দ্রের মধ্যম পুত্র সত্যরঞ্জন অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ধর Mr. S. P. Dhar B. Sc (London) ১৯১৯ খৃঃ অব্দে St. Zavieres কলেজ হইতে আই, এস্-সি পড়িতে পড়িতে বিলাত গমন করেন। সেখানে ইনি ১৮১৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯২৬ খৃঃ অব্দ অবধি থাকিয়া সুবর্ণ বণিক জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে B. Sc. Engineering (London) পাশ করিয়া বিলাতে Braithwait & Co Ltdএর West Broundich Office এ একবৎসর কাজ করিয়া ঐ অফিসের কলিকাতার ব্রাঞ্চে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ লইয়া আসেন। কিন্তু ইহাদের বংশে চাকুরী করার অভ্যাস না থাকায় ইনি নিজ নামেই S. P. Dhar B. Sc (Engineering) London নামক ফার্ম্ম খুলিয়া Consulting Engineer, Architect & Builder এর কার্য্য করিতেছেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইনি বড়বাজারনিবাসী বিখ্যাত সিংহচরণ দত্তের বংশে বিশ্বেশ্বর দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার উপস্থিত ৪ পুত্র ও ৫টী কন্যা।

এটর্নী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর বি, এ,
Mr. S. C. Dhar, Solicitor)
(পৃঃ ৬৭)
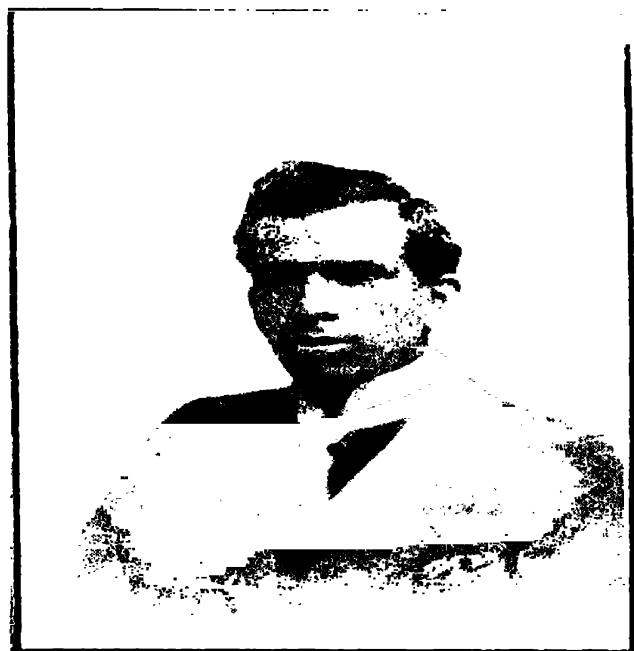
ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ধর বি, এস্‌-সি, (লণ্ডন)
Mr. S. P. Dhar, B.Sc. Engineering
(London) [পৃঃ ৬৮

রায় শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

পৃঃ ৬৯

রায় শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

—জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা—

উত্তরপাড়ার পরলোকগত জমিদার সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই ; এম, এ ; বি, এল' এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং বঙ্গদেশের প্রখ্যাতনামা দানশীল জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ১৮৮৭ সালের ৩১ মে জন্মগ্রহণ করেন। ধনে মানে, বংশ-মর্য্যাদায় ও পুরুষপরম্পায় অনুষ্ঠিত বদান্যতায় রায় বাহাদুরের যশোকীর্ত্তি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই রায়বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। জমিদারী সংক্রান্ত জটিল সমস্যা ও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও বিস্তীর্ণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল এবং তিনি খ্যাতনামা চিকিৎসক মণ্ডলীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া এই বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। ইংরাজী সাহিত্যেও তাঁহার বেশ অধিকার আছে ; তিনি ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্যগণের সহায়তায় নানা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন।

—কর্ম্ম-জীবন—

এইরূপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া রায় বাহাদুর যৌবনারম্ভে কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি বরাবরই গবর্ণমেণ্টের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সরকারী ও অর্দ্ধ-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করেন। তিনি শ্রীরামপুর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চের অনারারী ম্যাজি-ষ্ট্রেট্ এবং উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান মনোনীত কমিশনার। তিনি ১৯২৪ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার রূপে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি দুইবার উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণের চেয়ারম্যান ও উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এরও চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিছু কালের জন্য তিনি হুগলী জেলাবোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি

"সাইমন কমিশনে"র অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যরূপেও কার্য্য করেন। সম্প্রতি তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের পাব্লিক হেলথ্ কমিটির সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

—জনহিতকর কার্য্য—

এই সকল কার্য্য ব্যতীত রায় বাহাদুর বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। সাধারণের হিতসাধনের জন্য তাঁহার অদম্য কর্ম্মশক্তির কথা অতীব প্রশংসার সহিত লোকমুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি British Indian Association, Bengal Olympic Association ও All Bengal 'Schools' Sports Association প্রভৃতি জনহিতকারী সভার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি একজন ফ্রি ম্যাসন এবং Royal Asiatic Society of Bengal এর সদস্য, Tuberculosis Association of Bengal অর্থাৎ বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির আজীবন সদস্য এবং উহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য। তিনি British Indian Association এর কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং Bengal Boys Scout Provincial Council, Indian Committee of the District Charitable Society of Calcutta, Bengal Provincial Branch of St. John Ambulance Association, St. John Ambulance Brigade, Bengal Provincial Branch of Indian Red Cross Society প্রভৃতি সমিতির সদস্য। তিনি Calcutta Health Welfare Week সাধারণ সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি উভয়েরই এবং হুগলীর চণ্ডীতলা হাঁসপাতালের গবর্ণিং বডির সদস্য। তিনি উত্তরপাড়া লাইব্রেরীর Turstee ও অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ এবং কিছুদিনের জন্য উত্তরপাড়া কলেজের গবর্ণিং বডির সদস্যরূপেও কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি British Indian Association এবং Hooghly District Landholders Association এর সহকারী সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের Jublee Silver Celebration Committee ও Funeral Demonstration Committee এবং হুগলী জেলা দুর্ভিক্ষ-নিবারিণী-সমিতির সদস্য পদে কার্য্য করেন। তিনি কলিকাতার Coronation Celebration Committeeরও অবৈতনিক Secretary ও উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর Coronation Commiteeর সভাপতির কার্য্য করেন।

—বদান্যতা ও দান—

রায় বাহাদুরের বিস্তর দান ও বদান্যতার দ্বারা বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বিশেষরূপে পরিপুষ্ট। তিনি দার্জ্জিলিঙ্এর নিউ ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের দাতব্য-ভাণ্ডার, ভাইস্রয়ের ভূমিকম্প-প্রশমনী-ভাণ্ডার, কোয়েটা-ভূমিকম্প নিবারণী-ভাণ্ডার, Calcutta Health Welfare Week, রজত জুবিলী ভাণ্ডার, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ-স্মৃতি-ভাণ্ডার ও হুগলী জেলা-দুর্ভিক্ষ-দমন-ভাণ্ডারে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট সমিতির স্থায়ী শিবির নির্ম্মাণের জন্য বহু অর্থ দান করেন। তিনি বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের সম্মানার্থে যক্ষ্মা-নিবারিণী-সমিতিকে একটী ওজন যন্ত্র (Weighting machine) দান করেন। তিনি শারীরিক শক্তি-চর্চ্চার উৎসাহ প্রদানের জন্য Bengal Olympic Association এর অধীনস্থ বহু ক্রীড়া-সমিতিকে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার ষ্টানলী জ্যাক্সন ও লেডী জ্যাকসনের নামে বিস্তর কাপ এবং Bengal Boyscout Associationকে সুদৃশ্য সিল্ড উপহার দান করেন। এই সকল ব্যতীত তিনি হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত বহু স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রতি মাসে বা বার্ষিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

—রাজসম্মান লাভ—

তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মশক্তি ও সাধারণের কার্য্যে এবং হিতসাধন মানসে অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারী তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" পদবী দানে সম্মানিত করেন। বর্দ্ধমান বিভাগের উপাধিধারী-গণকে সনদাদি প্রদানের জন্য হাওড়া টাউন হলে যে বিভাগীয় দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার Mr. L. B. Barrows এই প্রদেশের সুসন্তান রায় পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের গুণাবলী ও প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। মিঃ বারোজ রায় বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"আপনি উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এবং সর্ব্বদাই সাধারণের হিতকার্য্যে উৎসাহ ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি বাঙ্গালার বয়স্কাউট আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং উহার প্রাদেশিক সভার সদস্য। আপনি Indian Red Cross Society ও St.

John Ambulance Associationএর অধীনে সাধারণের স্বাস্থ্য-সমস্যায় গভীর মনোযোগ লইয়া থাকেন। আপনি বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারিণী-সমিতির আজীবন সদস্য। আপনাকে যে রাজকীয় সম্মান অর্পিত হইল, আপনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সেই সম্মান ভোগ করুন, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

চরিত্র-চিত্র ও বংশ-কথা

রায় শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর একজন অনহঙ্কৃত স্বভাব, বদান্য প্রকৃতি, সদয় ও স্নেহার্দ্রচিত্ত লোক। তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় কর্ম্মশক্তি ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা জনসাধারণের হিতসাধন মানসে আত্মসমাহিত। রায় বাহাদুর নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ৺গিরীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তদীয় পত্নী ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার একটী পুত্রসন্তানকে তিনি তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই মাতৃস্নেহ হইতে বিচ্যুত না হইয়া প্রতিপালন করেন। তিনি তাহাকে উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের সেই একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ পঙ্কজনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, একজন উচ্চ আদর্শবাদী যুবক; তাঁহার পিতার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় তাঁহারও বিশেষ দখল আছে। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। খুলনা জেলার অন্তর্গত নকীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ও সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রতি রায় বাহাদুরের একটী পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

বেথুন রো (পূর্ব্বে শ্রীপুর) দাশ-বংশ

—বংশের আদি পরিচয়—

কলিকাতার বেথুন রো নিবাসী দাশ-বংশের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রাম। বর্দ্ধমানের এই অংশ বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। দামোদর নদের পূর্ব্ববস্থিত বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার এই অংশ ঐ নদের ধ্বংসকর বন্যাপ্রবাহে সম্প্রতি বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও জনাকীর্ণ ছিল এবং ইহাই বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল। এই অংশে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার বাস করিয়া সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প-কলাদির চর্চ্চার দ্বারা বিষ্ণুপুর রাজসভাকে একটী সমৃদ্ধিপূর্ণ জেলার মতই বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে মহারাষ্ট্র বর্গীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং তাহারা এই স্থান ধ্বংস করে। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দামোদর নদের ক্রমবিধ্বংসী বন্যা-প্রবাহে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই হইতে শ্রীপুর দাশ-বংশের একটী শাখা এখানে অর্থাৎ বেথুন রোতে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলে বহু সংখ্যক লোক উপরোক্ত বন্যাপ্রপীড়িত অঞ্চল হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এইরূপে আনন্দচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে ইন্দাসের জনৈক জমিদার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়দহের ধনাঢ্য জমিদার কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাসের এষ্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি শ্রীপুর দাশ-বংশের রামচন্দ্র দাশকে খড়দহের উক্ত বিশ্বাস এষ্টেটের সহকারী ম্যানেজাররূপে তাঁহার সহিত আসিবার জন্য প্ররোচিত করেন। পরে রামচন্দ্র অল্পকালের জন্য ম্যানেজারও হইয়াছিলেন।

—রামচন্দ্রের বংশ-কথা—

রামচন্দ্র দুইবার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পুত্রগণ পৈতৃক বাসস্থান শ্রীপুর পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ভবানীপুর নিবাসী ৺উপেন্দ্রনাথ বসুর শ্যালিকাকে বিবাহ করেন এবং অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ শ্রীপুরে বাস করিতেছেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর রামচন্দ্র দ্বিতীয় পক্ষে বিমলাকে বিবাহ করেন এবং তৎপরে

কলিকাতার ৫ নং কৃষ্ণ সিংহের লেনে—বর্ত্তমানে বেথুন রো নামে পরিচিত—বাস করিতে থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষে রামচন্দ্রের যাদবকৃষ্ণ, কেশবকৃষ্ণ, সুবলকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ ও অতুলকৃষ্ণ নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন; রামচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁহার বংশের এই শাখা শ্রীপুরের পৈতৃক ভিটা শ্রীকৃষ্ণ ও পিতব্য পুত্রগণকে দিয়া কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসতি করিতে থাকেন। বংশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এক্ষণে বেথুন রো'র ৫, ৬, ৭, ২০, ২২নং বাড়ী অধিকার করিয়া আছেন।

—যাদবকৃষ্ণ দাশ—

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র যাদবচন্দ্র হিন্দুস্কুলের শিক্ষক এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাণিকতলার গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র জমিদার পুত্রগণের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি পানিহাটী গ্রামের মুখ্যকুলীন কায়স্থ যদুনাথ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কেদারনাথ, মন্মথনাথ ও অমরনাথ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাশ সি, আই, ই
ধাত্রীবিদ্যার্ণব

যাদবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ ১৮৬৭ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি জেনারেল এসেমব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এফ্, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। তথায় তিনি অসংখ্য মেডেল ও স্কলারসিপ্ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৯২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইয়া এম্, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, ডি, উপাধিও প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার ইডেন হাঁসপাতালের হাউস্ সার্জ্জেন ও মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে রেজিষ্ট্রাররূপে পর পর কার্য্য করিয়া তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের এক বৎসর পরে তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ এবং হাঁসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা ও Gynaecologyর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং পরে প্রিন্সিপালের পদে উন্নীত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যুকাল

পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই হাঁসপাতালের উন্নতিকল্পে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করিতেন এবং মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার লক্ষমুদ্রায় সংগৃহীত ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী বেলগাছিয়া কলেজে দিয়াছিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার স্মরণার্থ হাঁসপাতালের প্রসুতি-বিভাগ "স্যার কেদারনাথ মেটার্নিটি হস্‌পিট্যাল" আখ্যা দিয়াছেন।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্য ও অভিজ্ঞতার ফলে ধাত্রীবিদ্যা ও Gynaecologyতে বঙ্গদেশে সর্ব্বাগ্রণী পথপ্রদর্শক (pioneer) রূপে তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কারমাইকেল কলেজেও তিনি ঐ দুই বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দুই বিষয়ে মৌলিক গবেষণা পূর্ণ বহু প্রবন্ধাদি রচনা করেন। তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থের মধ্যে Handbook of Obstetrics" ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক এবং The Obstetric Forceps, its History & Evolution ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।

চিকিৎসা-জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের সদস্য ও Faculty of Medicine এর ডিন, Bengal Council of Medical Registration এর সদস্য, ও State Medical Facultyর সহকারী সম্পাদক, American Gynaecological Society ও American Association of Obstetricians, Gynaecologist & Abdominal Surgeons এর অনারারী সদস্য এবং British College of Obstetricians & Gynaecologistsএর প্রতিষ্ঠাপক সদস্য প্রভৃতি সম্মানার্হ পদে বৃত ছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির সম্মান করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৯১৮ খ্রীঃ তাঁহাকে "সি, আই, ই" ও ১৯৩৩ খ্রীঃ নাইট্ (স্যার) পদবীতে ভূষিত করেন।

তিনি আকনা সমাজের কুলীন কায়স্থ বংশোদ্ভুত সাব্‌জজ রাখালচন্দ্র বসুর কন্যা আমোদিনী দাসীকে ১৮৮৭ খ্রীঃ বিবাহ করেন। মৃত্যুকালে স্যার কেদার নাথ তিন পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসচন্দ্র ডি, ই, ডি, এফ, (প্যারিস) ডেন্টিষ্ট, মধ্যম প্রবোধচন্দ্র এম, ও, (ক্যাল) কারমাইক্যাল হাঁস্‌পাতালের এসিষ্টাণ্ট প্রফেসর, কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র বি, এস-সি, মার্টিন এণ্ড কোংর রেলওয়ের একাউণ্ট অফিসার। তাঁহার তিন কন্যা—জ্যেষ্ঠা তরুবালার সহিত ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারির কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার-এ্যাট-ল'র বিবাহ হয়; দ্বিতীয়া কন্যা সরযুবালার সহিত সহিত ৺ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র ডাঃ শৈলচরণ মিত্রের বিবাহ হয়—কনিষ্ঠা কন্যা নিহারবালা বিবাহের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিতা হন।

—মন্মথনাথ দাস—

যাদবকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র মন্মথনাথ ১৮৬৯ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ডাফ্ কলেজ হইতে এফ্, এ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ডাফ্ কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে বি, এ, অবধি অধ্যয়ন করেন। কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের (অধুনা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক) চীফ্ ক্যাসিয়ার—ঝামাপুকুর নিবাসী গোপীনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তিনি চৌরঙ্গী রোডে একটী সাইকেলের দোকান খোলেন, কিন্তু এই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া Messrs B. Barooa & Coতে যোগদান করেন। মিঃ বড়ুয়া তাঁহাকে লইয়া আসানসোলে একটী ব্যাঙ্ক খোলেন। মন্মথনাথ ম্যানেজাররূপে এই ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এই সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়াতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া শালিখায় ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে কিছুকাল কার্য্য করেন। তৎপরে তিনি কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপালিটীর লাইসেন্স Officer নিযুক্ত হইয়া ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদে কার্য্য করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রকাশচন্দ্র বেথুন রোডে তাঁহার পৈতৃক গৃহে বাস করিতেছেন।

রায় শ্রীঅমরনাথ দাশ বাহাদুর বি, ই,

যাদবকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র অমরনাথ ১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতার নর্ম্ম্যাল স্কুল হইতে ১৮৮৫ খৃঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। পরে ১৮৯১ খৃঃ জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউসন্ হইতে এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার গুণানুসারে ইনি দশমস্থান অধিকার করেন। অতঃপর ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে ইনি প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এক বৎসরের বিভাগীয় ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical training) সমাপ্ত করিয়া ১৮৯৬ খৃঃ অব্দের ১১ই নভেম্বর তিনি P. W. Dর এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। এখানে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে ১৮৯৭ খৃঃ দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবানী সাব্ডিভিসনে ও সারণ জেলার গোপালগঞ্জ সাব্ডিভিসনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাশ সি,-আই,-ই

ধাত্রীবিজ্ঞানের

[পৃঃ ৭৮

প্রশমন কার্য্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। অতঃপর ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি গয়া সাব্‌ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত হন; এবং আরা ও ডেরি-অন-সনেও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ইহার পরে ইনি ডায়মণ্ড হারবার অঞ্চলের পয়ঃ-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার লয়েন; পরবর্ত্তী কালে ইহা "মগ্‌রাহাট ড্রেনেজ স্কীমে" রূপান্তরিত হয়। পরে ১৯০২ খৃঃ অব্দে ৮ মাসের জন্য ইনি রাঁচীতে থাকেন। ইহার পর ইনি ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় চারি বৎসরের জন্য ক্যালেন গুলির ভার লইবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সকল ক্যানেলের ভারপ্রাপ্ত থাকা কালে টালীর নালার উপর পুল নির্ম্মিত হয়। এই সময়েই তৎকর্ত্তৃক কৃষ্ণপুর ক্যানেলের নক্সা অঙ্কিত হয়। ইনি জীরাট ও কালীঘাটের পুলের নক্সাঙ্কন ও পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময়েই গবর্ণমেণ্ট পুলের মাশুল আদায়ের ভার ইঁহার উপরেই অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন; তিন বৎসরেই বার্ষিক শুল্ক আদায় শতকরা ১০০৲ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর ইনি ১৯০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত দুই বৎসরের জন্য Irrigation বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করেন। পরে থার্ড ক্যালকাটা ও বালেশ্বর ডিভিসনে কিছুকাল কার্য্য করিবার পর ১৯১০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯২৫ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সার্কুলার ও ইষ্টার্ণ ক্যানেল ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার এই কার্য্যকালের মধ্যে কৃষ্ণপুর ক্যানেলের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয় ও মাদারীপুর ভীলের জলপথ খনিত হয়। নয় মাস ছুটি ভোগের পর ইনি মাদারীপুরে কাঁসাই ডিভিসনে নয় মাসের জন্য এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যান। ১৯১৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ইনি কলিকাতায় সুপারিণ্টেডিং ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসেন; এই পদে সাউথ ওয়েষ্টার্ণ সার্কেলে ১৯২১ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত চারিবৎসর কাল কার্য্য করেন। অতঃপর ইনি Irrigation বিভাগে অস্থায়ীভাবে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারী পদে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের পদে কার্য্য করিয়া ইনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘ দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বেনারস ও জামতারায় অবকাশ যাপন করিয়া হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর অল্প কালের জন্য ইয়োরোপ ভ্রমণ করেন।

কার্য্যে যোগদান করিয়া ইনি ১৯২৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে দুই বৎসরের জন্য সেণ্ট্রাল সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াররূপে কার্য্য করেন, পরে ১৯২৬ খৃঃ অব্দের ৩০শে জানুয়ারী P. W. Dর চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সেক্রেটারির পদে এবং তৎপরে Irrigation বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও

সেক্রেটারির পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। পুনরায় ১৯২৬ খৃঃ অব্দের ৫ই জুন হইতে ইনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯২৭ খৃঃ অব্দের ২রা ফেব্রুয়াদী পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। ঐ তারিখে ইনি অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব-সূচনা-স্বরূপ দীর্ঘকালের জন্য ছুটী গ্রহণ করেন। সরকারী কার্য্যে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃঃ ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে বেড এণ্ডাউমেণ্টের জন্যও বাঁকুড়ায় একটী পাকা ইঁদারা ইত্যাদি কার্য্যে ইনি প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন।

রায়বাহাদুর অমরনাথ দাশ এক্ষণে তাঁহার বেথুন রো-স্থিত বাড়ীতে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন। ইনি বাগবাজার নিবাসী সাব জজ ৺মহেন্দ্র নাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দাশ (Mr. P. C. Das) বি, এল্, মহামান্য হাইকোর্টের সলিসিটর। বর্ত্তমানে ইনি Laslee and Hinds নামক এটর্ণীর অফিসে এটর্ণীরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইনি আইনজীবি হইলেও নিরতিশয় অমায়িক ও সরলপ্রকৃতি। ইনি কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল—খানাকুল কৃষ্ণনগর বসু-বংশীয় ডাঃ এম, এন, বসুর কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহার বর্ত্তমানে দুই কন্যা—ইন্দিরা ও অরুণা।

রায় বাহাদুর অমরনাথের তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা উষাবতীর সহিত ছোট জাগুলিয়া বসু-বংশীয় ৺অমরনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ৺পরেশনাথ বসুর পুত্র খগেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে; মধ্যমা বিভাবতীর সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর বসু বংশীয় আলীপুরের উকীল ৺অক্ষয়কুমার বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শ্রীযুক্ত অনুপমচন্দ্র বসুর পুত্র এড্‌ভোকেট্ প্রফুল্লকমল বসুর বিবাহ হইয়াছে, কনিষ্ঠা লীলাবতীর সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ৺উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র ও ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র পশুপতিনাথ বসুর বিবাহ হইয়াছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,

অবতরনিকা

"ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা"র প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্গালায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর অন্যতম প্রবর্ত্তক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একশত তিন বৎসর পূর্ব্বে (২রা নভেম্বর ১৮৩৩ সালে) হুগলী জেলার বৈশ্য সদ্গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রাণতা পরদুঃখকাতরতা মহৎগুণের অধিকারী হইয়া তিনি আজীবন দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। ভারতে বিজ্ঞান পথ সুগম করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর শ্রদ্ধাস্পদ ও বরণীয়। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার তিনি প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন আলোক, নূতন আকাঙ্খা দিয়া ভারতে যাঁহারা নবজাগরণ আনয়ন করিয়াছেন, মহেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম। রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানে কয়েকমাস পরে বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুরুষসিংহ রাজা রামমোহনের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন।

বিদ্যাশিক্ষা

চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা তারকনাথ সরকার মহাশয়ের মৃত্যু হয়, এবং নয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃদেবী লোকান্তর গমন করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া তিনি কলিকাতার নেবুতলায় তাঁহার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি স্বাবলম্বন শিক্ষা করেন। মহেন্দ্রলাল পাড়ার পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা শিখিয়া ঠাকুরদাস দে মহাশয়ের নিকট দেড় বৎসর কাল ইংরাজী অধ্যয়ন করেন! ইহার পর তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। সৌম্য মূর্ত্তি, সরলহৃদয় মহেন্দ্রলাল শিক্ষকমাত্রেরই প্রিয় ছিলেন। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে জুনিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই হিন্দু কলেজই পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম ধারণ করে। তথা হইতে সিনিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবল আগ্রহে ১৭৫৪ খৃঃ তিনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। হেয়ার স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া মেডিক্যাল কলেজ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রলাল সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি কখনও দ্বিতীয় হন নাই। বৃত্তি, মেডেল প্রভৃতি তাঁহার একচেটিয়া ছিল।

মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের পর তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামের ৺মহেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র কন্যা রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। ১৮৬০ সালে তিনি এল্, এম্, এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এম্, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কেবল মাত্র ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই গৌরবময় উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এম, ডি, পরীক্ষায় মহেন্দ্রলাল প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু মহাশয় দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছিলেন।

কর্ম্ম-জীবন

প্রথমে তিনি এলোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুফল দেখিয়া এবং ইহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি মত গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী কর্ম্মবীর মহেন্দ্রলাল এ সমস্ত সহ্য করিয়া নিজের নির্ব্বাচিত পথে অচল অটলভাবে চলিতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথির উন্নতি কল্পে তিনি কি কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সত্যের জন্য এমন ত্যাগ ও নিষ্ঠা খুব কমই দেখা যায়। তিনি কেবল অসাধারণ চিকিৎসক ছিলেন না, তাঁহার মতবাদ প্রচারের জন্য "Calcutta Journal of Medicine" নামে এক পত্রিকা ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে তিনি প্রচার করেন। এই পত্রিকা উত্তরকালে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার শীর্ষে ছিল—চরক সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি ঃ—

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রযোচয়েৎ॥

That alone is the right medicine which can remove disea e
He alone is the true physician who can restore health.—

ইহা হইতে বোঝা যায়, কত উদার মত লইয়া তিনি এই পত্রিকা পরিচালনে নিযুক্ত হন। কোনও গোঁড়া মতবাদ তিনি পোষণ করেন নাই। শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার মত অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইত। এই পত্রিকার একস্থানে তিনি Story of my conversion to Homeopathy নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

"কীর্ত্তি যস্য স জীবতি!"

স্বাবলম্বন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন ছাত্র। তিনি শুধু বিজ্ঞানের কিম্বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। প্রখর বুদ্ধি, উন্নত চরিত্র ও গভীর জ্ঞানের সমাবেশ তাঁহার জীবন অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার আর্ত্তের প্রতি সেবাপরায়ণ চিত্ত, তাঁহার ছাত্রদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, তাঁহার সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহার নির্ভীক সরলতা ও তেজস্বিতা, তাঁহার অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল; মানুষের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। কুষ্ঠ রোগীদিগের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যথিত হইয়াছিল, তাই তিনি বৈদ্যনাথ দেওঘরে পঞ্চ সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে একটি কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী রাজকুমারী দাসীর নামে উৎসর্গ করেন এবং তাঁহার নামানুসারে উক্ত আশ্রমের "Rajkumari Leper Asylum" নামকরণ হয়। ১৮৯২ সালের ১২ই জুলায় তারিখে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এই আশ্রম-বাটিকার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

তিনি জীবনে অসংখ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বহু লোকের জীবন ধন্য হইয়া যায়। কলিকাতা বহুবাজারে "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা" স্থাপন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। ১৮৭৬ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের Founder Secretary ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ৺অমৃতলাল সরকার L. M., S. F. C. S. মহাশয় ১৯০৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Hindoo Patriot পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে একস্থানে লিখিত হইয়াছে :—
His public services were varied and immense and there was hardly a path of public usefulness in which his marked personality did not loom large. Whether as a professional man, or as scientist, whether as a legislator, or as a public man, whether as a Municipal Commissoiner, or as a Sheriff, whether as a Journalist or as an accomplished public speaker, whether as a Magistrate, or as a Senator, his services to the country were immense, varied and long. Distinction in any single one of these

varied walks would make one famous and he had the unique distinction of being distinguished in all." কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে D. L. উপাধি দ্বারা বিভূষিত করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। ডাঃ সরকার ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "A Sketch of the Treatment of Cholera" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেত। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার ১৯০৪ সালের জুন মাসে প্রকাশ করেন।

ডাক্তার সরকারের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। তিনি নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা অন্য কিছু ছিলেন না, পরন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ধারণা ছিল যে, ঐশী শক্তি প্রভাবে জীবের জীবন সর্ব্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং সেই জন্য জীবনের সর্ব্বকার্য্যেই তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। শেষজীবনেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় গুণ গুণ রবে বিভু গুণ গান করিতেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি তাঁহার অনুরাগ মন্দীভূত না হইয়া বরং দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। আজকালকার ভগবদ্-ভক্তিবিহীন শিক্ষার দিনে ইহা ভাবিবার বিষয়।

ধর্ম্মে তাঁহার প্রবল আন্তরিকতা ছিল—বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতে তিনি জানিতেন না। শেষ জীবনে তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহার রচিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন,—

Resignation,—the true worship of God.

যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার ;
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।
আত্মসমর্পণ করি, লও হে (নাথ) দয়া করি ;
তোমার ধন তুমি লও, কাজ নাই আমার তায়।
এই মাত্র ভিক্ষা করি, যেন দিবা শর্ব্বরী ;
রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়।
স্মৃতি পথে থাকলে তুমি, ভাব্‌না কি আর করি আমি ;
সকল ভাবনা ঘুচে যাবে,
মুক্তি পাব তব কৃপায়॥

* ডাঃ সরকারের আত্মীয় বন্দীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সৌজন্যে। (সম্প্রতি মৃত)

—মোহনবাগান বসু-বংশ—

—বংশের আদি কথা—

—রামতনু বসু—

কলিকাতার মোহনবাগান লেনের বসু-বংশ সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থ-বংশ। হাইকোর্টের বিখ্যাত সলিসিটর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বর্ত্তমানে এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। ইঁহারা "মাহীনগরের বসু" বলিয়া খ্যাত। বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞে আহূত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে এই বংশের আদি পুরুষ কনৌজ বা কান্যকুব্জ হইতে প্রথম বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। এই আদি পুরুষ হইতে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ স্থানীয় জমিদারের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া মাহীনগরের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী দেরিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামই এক্ষণে এই বংশের আদি বাসভূমি। ধর্ম্মপ্রাণতাই যে এই বংশের প্রধান ভূষণ, তাহার প্রমাণ উল্লিখিত ও পরবর্ত্তী বহু দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়। এই গ্রামে আরও বহু বসু-পরিবারের বাস আছে। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাসভূমিও এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী। উপরিউক্ত সপ্তম পুরুষের পর রামকানাই বসুর পুত্র রামতনু বসু এবং তৎপত্নী নন্দদুলালীর নাম এই বংশের কুর্চ্চিনামায় পাওয়া যায়। রামতনু বসুর পুত্র রামসুন্দর বসু।

—গোবিন্দপ্রসাদ বসু—

রামসুন্দর বসুর পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ বসু দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। বহু বৎসর কাল দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানের পদে থাকিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দানে মুক্ত হস্ত ছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে, একদা তিনি একটী স্বর্ণমোহর স্বীয় গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া ক্যাসবাক্সের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেন। যথাকালে গুরুদেব শিষ্যের বাড়ীতে সমাগত হইলে তিনি ঐ স্বর্ণ মোহর তাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য বাক্স হইতে তুলিবার জন্য গেলে উহা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া বাক্সস্থ অপর স্বর্ণ মোহরগুলির সহিত একত্রিত হইয়া যায়। তিনি কোন্‌টী উৎসর্গীকৃত মোহর, তাহা চিনিতে না পারিয়া ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুপাদপদ্মে প্রবলা ভক্তিবশতঃ

বাক্সস্থ সমস্ত স্বর্ণমুদ্রাই তাঁহাকে দান করেন। তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া দীননাথ ও ত্রৈলোক্যনাথ নামে দুই শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ মাত্র দুই বৎসরের শিশু ছিল। গোবিন্দপ্রসাদের বিধবা পত্নী শ্যামাসুন্দরী দাসী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা, দয়াবতী ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। গ্রামবাসী উচ্চ নীচ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে ও তাঁহার অপরিমিত দানশীলতা ও বদান্যতার জন্য বসতবাটী এবং কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত বিশেষ কিছু সম্বল না থাকায় এই সাধ্বী মহিলা নিরতিশয় কষ্টে পতিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে লালন পালন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি এরূপ ধার্ম্মিকা ও ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন যে, একবার ডায়মণ্ড হারবার হইতে জগন্নাথ দর্শনে পদব্রজে পুরীধামে গমন করেন এবং তথায় জগন্নাথদেবকে প্রথম দর্শনেই আনন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। পুরী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সুকৃতি পুত্র তথায় এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

—ত্রৈলোক্যনাথ বসু—

গোবিন্দপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বসু আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ আলিপুর আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার শ্বশুরের বন্ধু বালাশোরের মহারাজার নিকট হইতে তার পাইয়া তথায় গমন করত আইন ব্যবসায়ে রত হন। আইন শাস্ত্রে তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। বালাশোরে তিনি অল্পকাল মধ্যে সবিশেষ প্রসার-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একাদিক্রমে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল ওকালতি করেন এবং ক্রমে ক্রমে সরকারী উকিল, পাবলিক্ প্রসিকিউটর ও ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি কতিপয় দেশীয় রাজ্যের (Native States) আইন-উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে যে কয়জন বাঙ্গালী আইন শাস্ত্রে উজ্জ্বল প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা, যশঃ ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কটকের সরকারী উকীল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু (সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু ও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা) ও লাহোর চীফ্ কোর্টের জাষ্টিস্ স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ত্রৈলোক্যনাথ বসুর নাম একত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয় অত্যন্ত স্বাধীনস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন; এজন্য কোন সরকারী "খেতাব"-বৃষ্টি তাঁহার উপর হয় নাই। রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং দুইজনেই প্রায় একই সময়ে

বালাশোরের সরকারী উকিল
৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু

পৃঃ ৮৪

তৎপত্নী শ্রীমতী ধর্ম্মদাসী বসু

পৃঃ ৮৫
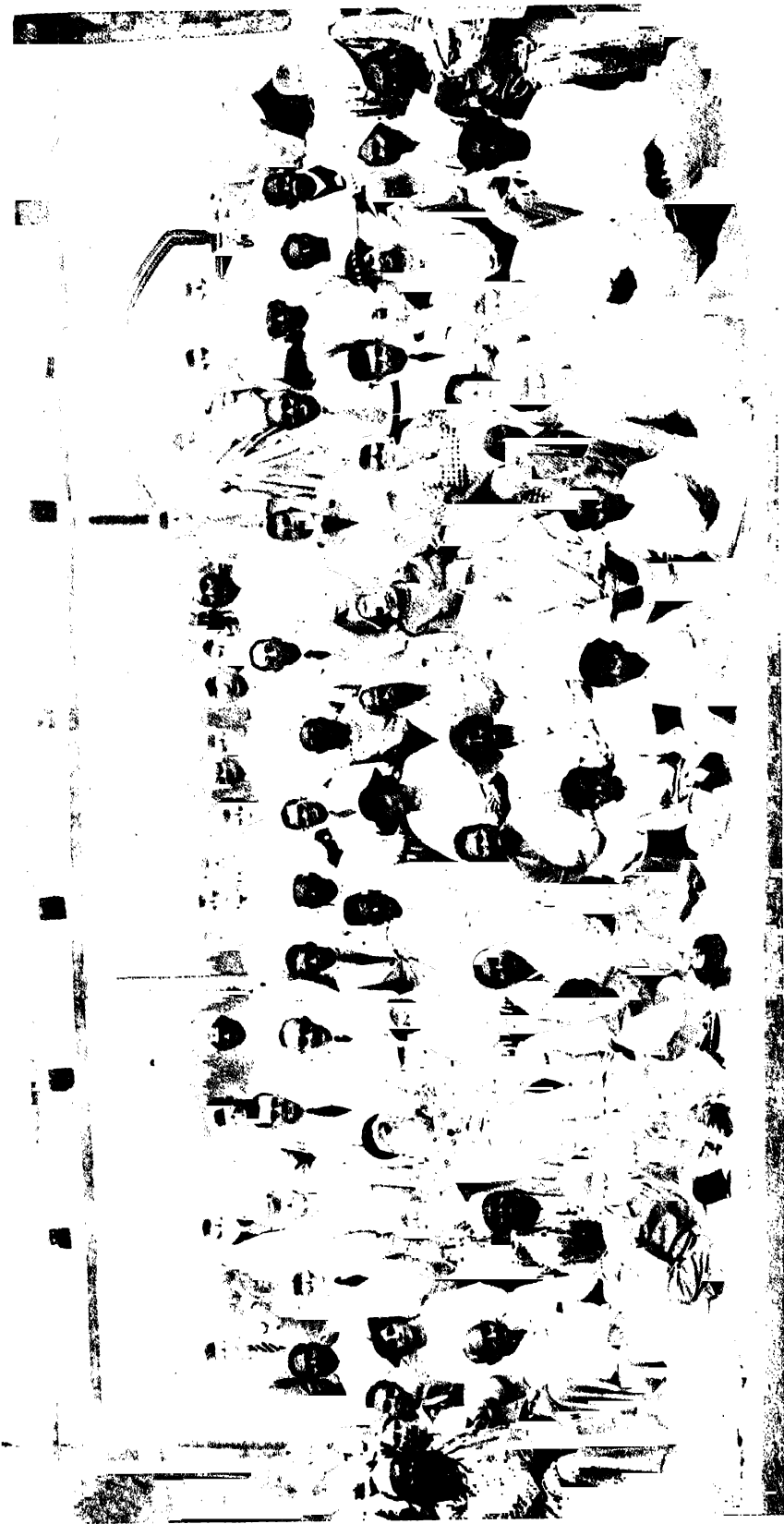
এটর্নী মিঃ বীরেন্দ্রকুমার বসুর মোহনবাগান লেনের বাড়ীতে টি পার্টিতে বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভার পৃথিবীর নানা স্থানের প্রতিনিধিবর্গ (১৯৩৭)
প্রথম সারিতে (বামদিক হইতে) এটর্নী শ্রীপ্রভাতকুমার বসু ও দ্বিতীয় সারিতে বসিয়া (বসিয়া) এটর্নী মিঃ বীরেন্দ্রকুমার বসু

ওকালতী ব্যবসায়ের জন্য স্বগ্রাম হইতে বালাশোর ও কটক যাত্রা করেন। ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ছিলেন। এক সময়ে তিনি বালাশোরের কোন জমিদারকে ২৫,০০০৲ টাকা ঋণ দেন। ঐ ঋণ সুদে আসলে ৫০,০০০৲ টাকায় পরিণত হইলে ঐ জমিদারের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্রগণ কান্নাকাঁটি করিয়া ত্রৈলোক্যনাথের শরণাপন্ন হইলে তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-বশতঃ সমস্ত সুদই বাদ দিয়া কেবলমাত্র আসল টাকা লইয়াই তাঁহাদিগকে ঋণমুক্ত করিয়া দেন। তিনি ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষা গ্রামে প্রসিদ্ধ সরকার-বংশে বিবাহ করেন। এই সরকার-বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত; ভারত গবর্ণমেন্টের হোমবিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র সরকার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য নাথ স্বীয় পৈতৃকভূমি ডায়মণ্ড হারবারের দেরিয়া গ্রামে ও কর্ম্মস্থল বালাশোরে এবং কলিকাতার মোহনবাগান লেনে বসবাসের জন্য তিনটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন ও বালাশোরে এবং ডায়মণ্ড হারবারের প্রভূত জমিদারী সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—বরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ও বীরেন্দ্র এবং এক কন্যা সুহাসিনী। তিনি বিধবা পত্নী ও তিনটী সুকৃতি পুত্র ও একমাত্র জামাতা পুলিশকোর্টের উকীল শ্রীকৃষ্ণলাল দত্তকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রত্রয় তাঁহারই মত আইন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী ধর্ম্মদাসী বসু একজন আদর্শ মহিলা। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭১ বৎসর। তিনি সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্তা। নিম্নে তাঁহার রচিত কবিতার একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

অকুল পাথারে মম ভীষণ পবন,
উথলিত করে নীর বেগে অনুক্ষণ।
মম হৃদে শান্তি বারি তাপিত হইয়া,
উথলিত হয় সদা চিন্তার লাগিয়া।
সংসারে সকলি হেরি অনিত্য অসার,
নাহি রবে কেহ কার পুত্র মিত্র দার।
সংসারে একই হেরি ধর্ম্ম মাত্র প্রাণ,
ভবরোগ নিবারিতে একই নিদান।
নাহি পারে শান্তি দিতে রাজ-সিংহাসন,
নাহি পারে মণিরত্ন উজ্জ্বল ভূষণ।

তাই বলি ধর্ম্ম মাত্র আছে একজন,
সুখদাতা, শান্তিদাতা বন্ধু একজন।
কালের কুটিল পাশে পড়িয়া কখন,
ভুলনারে মন যেন এই আত্মজন।

২২ শ্রাবণ, ১৩০০ সাল, শ্রীমতী ধর্ম্মদাসী বসু।
দেরিয়া, ২৪ পরগণা।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এটর্নী বীরেন্দ্রকুমারের জন্মগ্রহণের ১০।১২ দিন পূর্ব্বে এই কবিতা লিখিত হয়। তাঁহার রচিত এরূপ বহু কবিতা আছে। তিনি অতি বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা; সাধুসেবা তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহার স্বামী যখন বালাশোরে ওকালতি করিতেন, তখন এবং এখনও তাঁহাদের বাটীতে নিত্য বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত এবং হয়। বলিতে গেলে তাঁহাদের বাটী একটী অতিথিশালা বা অন্নসত্র আর স্বয়ং মা অন্নপূর্ণাসদৃশা এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পুত্রস্নেহে উহাদিগকে আকণ্ঠ ভোজনে আপ্যায়িত করেন।

—শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র কুমার বসু—

ত্রৈলোক্যনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকুমার বসু একজন উকিল ও বালাশোরে থাকিয়া ওকালতি করিতেছেন। তিনি তথায় পিতার ন্যায়ই বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি বহুবাজার নিবাসী (হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রামের) মুরারীকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা আশালতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে B. Sc পড়িতেছেন ও কন্যার সহিত চন্দন নগর নিবাসী ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের পুত্র ডাঃ সুবোধচন্দ্র রায়, বি, এস্-সি এম, ডি ;ডি, টি, এম' এর বিবাহ হইয়াছে।

—ব্যারিষ্টার ধীরেন্দ্র কুমার বসু—

ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যমপুত্র ধীরেন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসুর জুনিয়র ছিলেন। তিনি অধ্যবসায়ী ও পুরুষকারপরায়ণ ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি এড্‌ভোকেট্ ছিলেন, পরে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন এবং অল্পকালের মধ্যে ব্যারিষ্টারীতে বেশ উন্নতি করিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯৩৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ খেলাতচন্দ্র ঘোষের জামাতা কলিকাতা মিণ্টের দেওয়ান ও কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান জজ হেমচন্দ্র দত্তের পৌত্রী বিজলীপ্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাঁহার

চারি পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার এই বৎসরে St. Paul's College হইতে I.Sc দিয়াছেন।

—এটর্ণী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু—

(Mr. B. K. Bose, Solicitor)

ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত এটর্ণী। ইনি এটর্ণীসিপ্ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (First Class First) হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ও Belchambers স্বর্ণ পদক পাইয়াছিলেন। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন প্রিয় ভক্ত এবং তাঁহার প্রসাদে এটর্ণীর ব্যবসায়ে সবিশেষ প্রসার প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া মা লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিয়াছেন। এটর্ণীর কার্য্যে কলিকাতা হাইকোর্টে ইঁহার মত এত দ্রুত উন্নতি লাভ কেহই করিতে পারেন নাই। ইনি একজন উন্নত ধরণের কৃষ্টিসাধক (A man of very high culture) ও রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন সদস্য। ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে কলিকাতার টাউন হলে আহূত "বিশ্ব-ধর্ম্মমহাসভা" (Parliament of Religions)য় উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জ্জেণ্টাইন, মেক্সিকো, জাপান, চীন, তুর্কী, রাশিয়া, মুরিটাস্, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, হল্যাণ্ড ফ্রান্স, পোলেণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ইনি ইঁহার মোহনবাগান লেনস্থিত বাটীতে 'সান্ধ্য টি-পার্টিতে সংবর্দ্ধনা করেন। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্যা পরলোকগতা সুপ্রসিদ্ধা তপস্বিনী শ্রীশ্রীগৌরী-মাতার দীক্ষিত শিষ্য। শ্রীশ্রীগৌরী-মা'র প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে"'র জন্য ইনি প্রচুর দানও করিয়াছেন। সম্প্রতি গৌরীমার অলৌকিক তপস্যার কাহিনী ও জীবন-কথা পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য ইনি ইঁহার পরলোকগত দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণকুমার বসুর স্মৃত্যর্থে উক্ত আশ্রমের "পুস্তক-প্রকাশ-তহবিলে" ৩০০৲ প্রথম কিস্তিতে দান করিয়াছেন। ইনি পিতৃভূমি দেরিয়া গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। সাধারণে প্রতিমাসে ইনি বিস্তর দানও করিয়া থাকেন। ইনি কলিকাতার হেম কর লেন নিবাসী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় রায় হেমচন্দ্র কর বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র করের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মায়ালতা বসুকে বিবাহ করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত সিমুলিয়া

গুপ্ত বৃন্দাবন-ভবনের শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্রের প্রপৌত্র শ্রীমান্ গৌরমুরতি মিত্রের বিবাহ হইয়াছে।

এটর্ণী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বসু, বি, এল,

(Mr. P. K. Bose, B. L., Solicitor)

এটর্ণী বীরেন্দ্র কুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এটর্ণী শ্রীযুত প্রভাতকুমার বসু, বি, এল, আইনশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিভাশালী উদীয়মান এটর্ণী। ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইনি Economics Honours এ B.A পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। B.L Preliminary ও Intermediate পরীক্ষাতে ইনি প্রথম শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করেন, এবং ইউনিভারসীটি হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন; Final পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান (First Class First) লাভ করিয়া কেদারনাথ গোল্ড মেডেল, ইউনিভারসিটি গোল্ড মেডেল Ritchi Prize, ইউনিভারসিটি Law Prize ও স্কলারসিপ্ বা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এটর্ণীসিপ্ পরীক্ষায় Preiminary তে প্রথম হন, Intermediate পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন. এবং Final পরীক্ষায় মাত্র দেড় মাস পড়িয়া দ্বিতীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হাইকোর্টের মহামান্য চীফ্ জাষ্টিস ও অন্যান্য জজগণ ইঁহার নিয়মিত Terms এর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাকে Final পরীক্ষায় বসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইনি প্রথম চেষ্টায় সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, ইনি ইঁহার পিতার অফিসে Articled Clerk রূপে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন এবং প্রত্যহ অফিস্‌সংক্রান্ত কার্য্যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া পড়িবার সময় না পাইয়াও সামান্য নম্বরের তফাতে এটর্ণীসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। এরূপ সুকৃতি সন্তানের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় বসু-বংশে আইনশাস্ত্রে পুরুষানুক্রমিক প্রতিভারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। ইনি M.L. ও Doctorate of Law (D. L.) ডিগ্রী পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। প্রভাতকুমার সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আইন শাস্ত্রে আরও অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া পিতা ও পিতামহের সুনাম আরও বর্দ্ধিত করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভাস্‌লিয়া রহমান-বংশ

মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফার রহমান

এ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট কমিশনার অফ্‌ পুলিশ, ডি, ডি,

কলিকাতা (অফিসিয়েটিং) ১৯৩৮

ভাস্‌লিয়া গ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পরিচয়

কলিকাতার সংলগ্ন জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দেগঙ্গা থানার অধীন বাজিতপুর নামে একটী মৌজা আছে, ঐ মৌজাখানির ডাকনাম ভাস্‌লিয়া। কিংবদন্তী আছে যে, কোন সময়ে গঙ্গানদী ঐ মৌজার পার্শ্ব দিয়া নিকটবর্ত্তী বেড়াচাঁপা গ্রামে চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ী যাইতেছিলেন। সেই সময় গোরাচাঁদ পীর ছাহেব নামে জনৈক ধার্ম্মিক মুছলমান মহাপুরুষ কৌশলে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ফিরাইয়া দেন। তাহাতে গঙ্গাদেবী উক্ত রাজার রাজবাটী ইত্যাদি জলমগ্ন করাইয়া দেন। সেই সময়, বোধহয়, উপরিলিখিত বাজিতপুর গ্রামখানি প্রায় জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতে লোকে উক্ত গ্রামখানিকে "ভাস্‌লিয়া" গ্রাম বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে এবং তাহাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কথাটী একেবারে কল্পিত বলা যায় না। যে স্থানে গঙ্গার স্রোত বহিয়াছিল, এখনও সেই স্থানটীকে "দেগঙ্গা" বলে। সেখানে এখনও খালের মত নালা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের থানা ও সবরেজেষ্ট্রী অফিস ও মার্টিন কোম্পানীর রেলওয়ে ষ্টেশন আছে এবং ঐ স্থানে সপ্তাহে দুইবার বৃহৎ হাট বসে। উহার উপর দিয়া ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা কলিকাতা হইতে ইটিণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়াছে। টাকীর জমিদারদের নির্ম্মিত উক্ত রাস্তাটী বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া উহাকে এখনও টাকী মুন্সী রোড বলে। উহার উপর দিয়া মার্টিন কোম্পানীর রেল লাইন (বি, বি, আর) এবং বাসের গমনাগমনের ব্যবস্থা আছে।

রহমান্-বংশের আদিকথা

পূর্ব্ববর্ণিত দেগঙ্গার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ভাস্‌লিয়া গ্রামখানি অবস্থিত। ইহা অনেকদিন হইতে মুছলমান শিক্ষিত ও শরীফ বংশীয় লোকের বাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। বলিতে গেলে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে বারাসাত, কাজীপাড়া, ভাস্‌লিয়া ও বসিরহাট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ভদ্র শরীফ মুছলমানের বাস নাই। এই গ্রামে পদ্মপুকুর, কাঠপুকুর ও খাঞ্জা খাঁর দিঘী এই তিনটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। উহার মধ্যে পদ্মপুকুর ও দিঘীটী প্রায় ভরাট হইয়া শুখাইয়া যাইতেছে। কাঠপুকুরটী স্থানীয় সৈয়দ আলী হাফেজ ছাহেবের কীর্ত্তি। দিঘীটি স্থানীয় জমিদার হাজীনি ছওলাতনন্নেছা বিবি মরহুমা ছাহেবার কীর্ত্তি। শেষোক্ত মহোদয়ার আর একটী অবৈতনিক মাদ্রাছা আছে। এক্ষণে উহা এম, ই, স্কুলে পরিণত হইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে, পদ্মপুকুরটি সাধারণের জলাভাব দূর করণার্থ বহুকাল আগে পদ্মরাজা নামক এক মহাপরাক্রমশালী জমিদার খনন করাইয়াছিলেন। এখনও ইহার পার্শ্বে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে এবং সেখানে পূর্ব্ব লিখিত পীর গোরাচাঁদ ছাহেবের একটী আস্তানা আছে। উক্ত দিঘীটির সংলগ্ন সাতহাতিয়া নামক একটী গ্রাম আছে। সেই স্থানে পীর গোরাচাঁদ ছাহেব কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে সপ্তহস্তীপৃষ্ঠে ধনজন সহ আগমন করিয়া ঐস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেইস্থানে ঐ পীর ছাহেবের একটী আস্তানা আছে এবং গ্রামখানিকে এখনও পর্য্যন্ত "সাতহাতিয়া" বলে।

উপরিলিখিত ভাস্‌লিয়া গ্রামে শেখ, সৈয়দ, কাজী ও মীর বংশের লোকই বাস করেন। ঐ গ্রামে আবু মোহাম্মাদ নামে জনৈক ধার্ম্মিক, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি আনুমানিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাড়ী করিতেন। তাঁহার পৌত্র মোহাম্মাদ তোখার্‌রোম ছাহেবের পাঁচপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। উক্ত তোখার্‌রোম ছাহেব ধর্ম্ম বিস্তার ও যাজকতার কার্য্য করিতেন। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে একটী প্রকাণ্ড কদম্ব বৃক্ষ ছিল বলিয়া সেই বাড়ীকে এখনও কদমতলার বাড়ী বলে। সেই বাড়ীর ঠিক দক্ষিণ দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চওড়া কাঁচা রাস্তা আছে। উহার উত্তরে দুই মাইল দূরে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদর পাকা রাস্তা দেগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

উপরিলিখিত মোহাম্মাদ তোখার্‌রোম ছাহেবের প্রথম পুত্র আসফার উদ্দীন ছাহেব হাইকোর্টে মোক্তারী করিতেন। তিনি দানপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার

দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। অবস্থার প্রতিকূলতা হেতু প্রথম পুত্র বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়পুত্র আজিজার রহমান ছাহেব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইয়া সরকারী কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কার্য্য উপলক্ষে রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে অনেককাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি বাংলা সন ১২৮৪ সালের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে বসিরহাট নিবাসী মৌলভী মোতলুব হোছেন উকিল ছাহেবের পুত্র ডাক্তার আবদুদ দৈয়ান ছাহেবের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী তমিজাতুনন্নেছা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জন্ম ও বিদ্যা-শিক্ষা

উপরিলিখিত মৌলভী আজিজার রহমান ছাহেবের ১২৯০ সালের ২৫শে কার্ত্তিক তারিখে বসিরহাটে এক পুত্রসন্তান হয়। তিনি বর্ত্তমান ইতিহাসের মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফার রহমান। নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বগ্রামে উপযুক্ত শিক্ষালয় না থাকায় এবং মাতৃহীন হওয়ায় তিনি বসিরহাটে মাতুলালয়ে মৌলভী আবদুল ওয়াছেক ছাহেবের বাড়ীতে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হন। ১৯০৩ সালে বসিরহাট হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন।

কর্ম্ম-জীবন

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি ১৯০৬ সালে সরকারি কার্য্যে যোগদান করেন। ১৯০৭ সালে পুলিশ বিভাগে সাব-ইনস্পেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়া ভাগলপুর পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে যান। পরে সেখানে পুলিশ ট্রেণিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গলায় মেদিনীপুর জেলায় ছয় বৎসর চাকুরী করিয়া ১৯১৪ সালে কলিকাতা পুলিশে বদলী হন। তিনি বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, বহুবাজার, চিৎপুর, ওয়াটগঞ্জ, প্রভৃতি কয়েকটী থানায় বার বৎসর কাজ করিয়া ১৯২৫ সালে লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে বদলী হন। এই কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগে কার্য্যকালীন তিনি বিশেষ বিশেষ জটীল মোকদ্দমার তদারক করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে Pakur Murder Case, Imperial Bank Fraud Case, ও Chaibassa Treasury Defalcation Case বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সম্মানিত

পুলিশ বিভাগে তৎকর্তৃক পূর্ববলিখিত জটীল মোকদ্দমার আস্কারার জন্য গত ১৯৩৮ সালে ২রা জানুয়ারী তারিখে ভারতের মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুর Lord Linlithgo একটী ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল (For distinguished service) ইণ্ডিয়া গেজেটে ২।১।৩৮ তারিখের ২২ এইচ নং নোটিফিকেসান দ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উহাতে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত আছে :—

"This officer (Muhammad Lutfar Rahman) joined the Bengal Police in 1907 and was transferred to the Calcutta Police in 1914 ; during his thirty years service he has built up for himself a record of industry and integrity. Since 1925 he has been attached to the Detective Department where he has been responsible for the investigation of a number of important and complicated cases, out of which the following may be specially mentioned--(1) Pakur Murder Case, (2) Case of theft and forgery in the Public Debt Office of the Imperial Bank of India in which a Government Promissory note of Rs 49,000/- was stolen and forged, and (3) Chaibassa Treasury Defalcation Case, he was specially mentioned in the Annual Administration Report six times while in the Calcutta Police Service."

গত ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলার মহামান্য লাট বাহাদুর লর্ড ব্র্যাবোর্ণ মহোদয় কলিকাতা পুলিশ প্যারেডে উপরিলিখিত পুলিশ মেডেল স্বহস্তে তাঁহাকে প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন এবং তিনি নিম্নলিখিত বক্তৃতা দান করেন—

"After serving for seven years in the Bengal Police you were transferred to the Calcutta Police in 1914 where your work quickly marked you out as an officer of industry and integrity, your service since 1925 has been in the Detective Department where you have been successful in the investigation of a number of important and complicated cases inclu-

ding the Pakur Murder Case and the Chaibassa Treasury Defalcation Case.

In recognition of your services His Excellency the Viceroy has now been pleased to award you the Indian Police Medal. I Congratulate you."

ইহার কিছুপূর্ব্বে গত ১৯৩৭ সালে রহমান ছাহেব মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিলভার জুবিলী উপলক্ষে একটী জুবিলী পদক ও একটী Certificate of Good Service প্রাপ্ত হন।

Chaibasa Treasury Defalcation Case এ কলিকাতায় কতকগুলি অপহৃত নোট ধৃত করিবার তদারক কার্য্যে বিহার পুলিশকে অবিলম্বে মূল্যবান সাহায্য ও সহায়তা করায় বিহার প্রদেশের মাননীয় গর্ভনর স্যার মরিস হ্যালেট মহোদয় স্বহস্তে একটী রূপার ক্রমোমিটার ঘড়ি ১৯৩৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে পাটনাস্থ পুলিশ প্যারেডে মৌলভী মোহাম্মাদ লুতফার রহমান ছাহেবকে উপহার দেন।

বিবাহ ও বংশ

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বগ্রামবাসী পূর্ব্বলিখিত সৈয়দ আলী হাফেজ ছাহেবের পুত্র সৈয়দ মফতুনাছ সালেহীন ছাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়েদা নাজনী বিবিকে কলিকাতায় বিবাহ করেন। উক্ত আলী হাফেজ ছাহেব হাইকোর্টে ইন্টারপ্রেটারের কার্য্য করিতেন।

রহমান ছাহেবের সাত পুত্র ও পাঁচ কন্যা। উহাদের মধ্যে দ্বিতীয় কন্যাটী অকালে কালকবলে পতিত হয়। প্রথম পুত্র আবু সাজেদ মোহাম্মাদ সাজ্জাদার রহমান ছাহেব, বি,এ, অবধি অধ্যয়ন করিয়া বেঙ্গল পুলিশ বিভাগে সাব-ইনস্পেক্টার পদে ১৯৩৬ সালে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র আবু আবেদ মোহাম্মাদ আব্বাদার রহমান রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র আবু হামেদ মোহাম্মাদ হাম্মাদার রহমান St. Xavier Collegeএ আই-এস সি ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহার প্রথম জামাতা মৌলভী আহাম্মাদ আলী বি-এ, সাব-রেজিষ্ট্রার ও পরবর্ত্তী জামাতা ডাক্তার মোহাম্মাদ আব্দুল জব্বার এম-বি ; ডি, পি, এইচ, ময়মনসিংহ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার।

রহমান ছাহেবের প্রথম পুত্র আবু সাজেদ মোহাম্মাদ সাজ্জাদার রহমান ছাহেব বসির হাটে খান্ বাহাদুর মৌলভী গোলাম কাছেম মরহুম ছাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মৌলভী কবিরুদ্দিন আহম্মাদ কাজী ছাহেবের কন্যা সৈয়েদা জাকেরা খাতুন বিবিকে বিবাহ করিয়াছেন। বসিরহাটে খান বাহাদুর ছাহেবের বংশ অতি প্রাচীন ও উচ্চ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষরা পুরাতন দিল্লীর মোগল

বাদশাহদিগের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। উক্ত কাজী ছাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলভী এ, এফ. এম, আব্দার রহমান ছাহেবও খান্ বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান বেঙ্গল লেজিজ্‌লেটিভ এ্যাসেম্বিলির মেম্বর।

রহমান ছাহেবের সামাজিক ও জনহিতকর কার্য্যসমূহ

রহমান ছাহেব বসিরহাটে মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ও বাল্যকালে ঐ স্থানে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন ; সেইজন্য তিনি বসিরহাটকে অত্যন্ত আদর ও সম্মান করেন ও অধিক সময় সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহার মাতুলগণ ও মাতুল পুত্রগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, যত্ন ও স্নেহ করেন। তাঁহার এক মাতুলপুত্র, মৌলভী আব্দুল ওয়াছেক ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ডাঃ এ, কে, এম আব্দুল ওয়াহেদ বি, এস-সি ; এম. এম. এফ ; এম-বি, ছাহেবকে কলিকাতায় নিজ সঙ্গে নিজ কার্য্যালয়ে রাখিয়া তাহার শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্গল মেডিকেল সর্ভিসে (আপার) কার্য্য করেন। তিনি বর্ত্তমানে মেডিকেল কলেজের এ্যাসিসট্যাণ্ট প্রফেসার অফ ফিজীওলজি। এক্ষণে তিনি বিলাতে উচ্চ চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি লাভ করিবার জন্য সরকার হইতে ষ্টাডি লিভ লইয়া লণ্ডনে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং এডিনবরার এম্, আর সি, পি ডিগ্রী পাইয়াছেন। ঐ বসিরহাটে রহমান ছাহেব "ভাস্‌লিয়া ভিলা" ও "রহমান লজ" নামে দুই খানা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রহমান লজ বাড়ী খানি দ্বিতল এবং সদর পাকা রাস্তা ইটিণ্ডা রোডের উপর উপর অবস্থিত। তাঁহার আত্মীয়দের সাহায্যের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে কিছু জমি লইয়া চাষ আবাদের কার্য্য করাইতেছেন।

তিনি সর্ব্বদাই সকল প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংলিপ্ত থাকেন। এবং সেইজন্য ঐখানে ও কলিকাতায় হিন্দু মুছলমান সকলের জন্য "রহমানিয়া লাইব্রেরী ওফ্রি রিডিংরুম" স্থাপন করিয়াছেন ও একটী "রহমানিয়া তালাব" নামে বৃহৎ জলাশয় বসিরহাটে সাধারণের উপকারার্থে খনন করাইয়াছেন। ইহাতে সাধারণের বিশ্রাম করিবার জন্য প্রকাণ্ড বাঁধা পাকা ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় ২৮।৮।১নং লাইব্রেরী রোডেও তাহার সন্তানাদি ও আত্মীয়দের শিক্ষার জন্য একটী সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি কত লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত ও কত লোকের শিক্ষার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যতদূর সম্ভব সকলকে সাহায্য করেন।

রহমান ছাহেবের চরিত্র-চিত্র

মিতাচার ও মিতব্যয়িতা এই মহোদয়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয় ও দৈবদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়া যেরূপ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও

সহিষ্ণুতার সহিত তিনি নিজের জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যজনক। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" ইঁহার কর্ম্ম-জীবনে এই আর্য্য বাক্য বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ ঋজুদেহ কান্তিমান্ পুরুষের কুত্রাপি অহঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। ইঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও সস্নেহ সুমিষ্ঠ আলাপে আপ্যায়িত হয় নাই, তাঁহার পরিচিতদের মধ্যে এরূপ লোক বিরল। সর্ব্বদা প্রলোভনসঙ্কুল কঠোর কর্ত্তব্যময় পুলিসের কর্ম্ম তিনি যেরূপ নির্লোভতা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা ভাবিলে স্বতঃই মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। কর্ম্ম-জীবনের অত্যল্প অবসর কালে এই কর্ম্মী পুরুষ সকলের মধ্যেই একতা, বিদ্যোৎসাহ, ধর্ম্মভীরুতা ও কর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার প্রয়াস পান। কেবলমাত্র আপনার স্বজনকে প্রতিপালিত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নন, সকলের প্রতিই তাঁহার মমতা সমভাবে বিরাজমান।

দীন দুঃখী ও দরিদ্রের সেবা, জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার পরম ধর্ম্ম। অপরের উপকারে তাঁহার হৃদয় আত্মপর বিচার না করিয়াই গলিয়া পড়ে; সকলের সেবা করিতে তাহার বলিষ্ঠ বাহু সকল সময়েই তৎপর। অন্যের অজ্ঞাতে ইনি যে কত পরোপকার ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা যাহারা জানিয়াছে তাহারাই বিস্মিত হইয়াছে।

পরিশেষে ইঁহার জ্ঞান-পিপাসার কথা না বলিলে আমাদের বক্তব্য অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। সদ্‌গ্রন্থ মাত্রই তিনি পাঠ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই প্রৌঢ় বয়সে এখনও দীর্ঘদিন ডিপার্টমেণ্টের বিপুল পরিশ্রমের পর যখন কোন মনীষীরচিত পুস্তক হস্তে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন মনে হয় কার্য্যের পঙ্কিলতা ও সংসারের কুটিলতা এই মনীষীকে অনুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই; এখনও তিনি অন্তরে অন্তরে সেই শৈশবের বৃত্তি ভোগী কৃতী ছাত্র লুতফার রহমানই রহিয়াছেন।

তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা কর্ম্মাধিক্য বশতঃ আপন পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যে তাঁহার ত্রুটী ঘটিতে দেয় নাই। তাঁহার পুত্র কন্যাগণের মিষ্ট ব্যবহার ও শিষ্ট সদাচারে সকলেই প্রীত। ইহাদের মধ্যে তিনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানস্পৃহার বীজ বপন করিয়াছেন। সত্য, সদাচার ও জ্ঞান যে বিত্ত হইতেও বড়, এই তত্ত্ব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেও এই সত্য সঞ্চারিত করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের মহাবাক্য "Me a gem concealed, me my burning ray reveals" এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়ের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা এই রহমান-বংশের কর্ম্ম-দ্যুতি ও জ্ঞানদীপ্তি চিরকাল উজ্জ্বল করিয়া রাখুন।

রহমান্ ছাহেবের বংশ-লতা

আবু মোহাম্মাদ

|

মোহাম্মাদ দানেশ

|

মোহাম্মাদ তোখাররোম্

- আফছার উদ্দিন
- আসফার উদ্দিন
  - ফজলুর রহমান
  - আজিজর রহমান
    - মোহাম্মাদ লুতফার রহমান (born 25. 7. 90 B. S.)
    - মোহাম্মাদ হামিদার রহমান
  - নফিজার রহমান
  - মকতুওল ফাতেমা

পুত্র

আবু সাজেদ	আবু আবেদ	আবু হামেদ	আবু জাহেদ	আবু আমজেদ	আবু জদীদ	আবু তাজরিদ
মোহাম্মাদ সাজ্জাদার রহমান	মোহাম্মাদ আব্বাদার রহমান	মোহাম্মাদ হাম্মাদার রহমান	মোহাম্মাদ জোহাদার রহমান	মোহাম্মাদ মোমাজ্জাদার রহমান	মোহাম্মাদ মোজাদ্দাদার রহমান	মোহাম্মাদ মোজারাদার রহমান
৩১।৮।১১	৭।৪।১৭	১৪।১২।২১	২৯।১১।২৩	২০।১০।২৯	৬।৮।৩২	১৩।১২।৩৪

কন্যা

সৈয়েদা মোমতাজুনন্নেছা	সৈয়েদা রওনাক আফজা	সৈয়েদা আলতাফুন্নেছা	সৈয়েদা আশরাফুনন্নেছা	সৈয়েদা মেহেরুনন্নেছা
২৮।৩।১৪	২৭।১০।১৫	২৭।৮।১৯	১৭।১।২৬	২১।৩।২৭

রায় বাহাদুর শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ,

বিহার গবর্ণমেণ্টের অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বাহাদুর ভরদ্বাজ গোত্রীয় কুলীনাগ্রগণ্য বলরাম ঠাকুরের বংশসম্ভূত। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। কথিত আছে, ইঁহার আদি পুরুষ উক্ত বলরাম ঠাকুর হইতেই এই বলাগড় গ্রামের নামোৎপত্তি। সেখান হইতে ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামচন্দ্র 'বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে যাইয়া বিবাহ-সূত্রে বসবাস করেন। তিনি তথায় ৺মধুসূদনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও জমিদারী ইত্যাদি অর্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রামবল্লভ ঐ গ্রামে শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার সাত পুত্র, তন্মধ্যে একজন অল্প বয়সে মারা যায়। অন্য ছয় পুত্র—রামদাস, রামধন, রামদয়াল, রামসদয়, রামহরি ও রামরঞ্জন একান্নবর্ত্তী থাকিয়া ঐ বাটীতে বাস করেন।

ইঁহার মধ্যে চতুর্থ ভ্রাতা রামসদয় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পুলিশে সাব্ ইন্সপেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। পরে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া তিনি ক্রমে চিফ্ ইন্সপেক্টার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দেন ও সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ তাঁহাকে ডায়মণ্ড হারবার সাবডিভিসনে জায়গীর দেন। তিনি বেঙ্গল পুলিশে Criminal Investigation Departmentএর প্রবর্ত্তক। এই প্রদেশের ডাকাতির তদন্তের ফলে তিনি বহু সংখ্যক Gang Case করিয়া বাঙ্গালা দেশে ডাকাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস করেন। রায় বাহাদুর রামসদয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯১১ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী সুখদা দেবী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এবং দুই কন্যা মৃন্ময়ী ও সরসী। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবীর স্বামী রায় বাহাদুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল, ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরসী দেবীর স্বামী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা পুলিশ কোর্টের ইন্স্পেক্টার। রায় বাহাদুর রামসদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র ডাক্তার ও গবর্ণমেণ্টের সনন্দ-

অনুসারে তিনি উপরোক্ত জায়গীরের বর্ত্তমান মালিক। তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ নির্ম্মল Postal Departmentএ কাজ করেন, মধ্যম বিমল ডাক্তার, সেজ পরিমল ও কনিষ্ঠ বৈদ্যনাথ।

রায় বাহাদুর রামসদয়ের দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র ১৮৮১ সালের ৩রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৬ বৎসর বয়সে এফ, এ এবং ১৮ বৎসর বয়সে বি, এ পাশ করেন। ঐ সময় ইনি উত্তরপাড়া নিবাসী খ্যাতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শোভাবতীকে বিবাহ করেন। ইনি ২০ বৎসর বয়সে Philosophyতে এম, এ পাশ করিয়া রিপণ কলেজে Law পড়িবার সময় বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে Competitive Examination দেন ও ১২ই অক্টোবর ১৯০৩ সালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

১৯০৩ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে আলিপুর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ডুম্‌কায় কর্ম্ম করেন। তাহার পর ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভাগলপুর জেলার সুপোল মহকুমার চার্জ্জে থাকেন। এই সময়ে ইনি সম্রাটের করনেশন অর্থাৎ অভিষেকোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ অন্য কোনও রূপে ব্যয় না করিয়া সুপোল সহরে পাকা রাস্তা, আলোক ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেন ও Walsh Hospital এর জন্য পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে Assistant Surgeon নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র ৭ বৎসর বয়সে ডিপ্থিরিয়া ব্যাধিতে মারা যায়। ইহাও দুঃখের বিষয় যে, তিনি Assistant Sergeon নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে তাহার কোন উপকার পান নাই। কারণ, তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর যেদিন তিনি সুপোল ত্যাগ করেন, Assistant Sergeon সেই দিনই আসিয়া কর্ম্মে যোগ দেন। এই সময় সতীশচন্দ্রের পিতৃদেব সুপোলে তাঁহার কাছে থাকিতেন। সদ্য শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি এই শোকগাথা—যাহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"ঠাকুর ধর্ম্মের কি এই পরীক্ষা ?
জীবনের অতি গুরুতর প্রথম শোক,
ইহার ফল অতীব ভয়ানক !

আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সতীশের ৭ বৎসর বয়স্ক প্রাণের অমলকৃষ্ণ (কৃষ্টধন) সুপোল মোকামে সন ১৩২১।২৬শে আষাঢ় (ইং ১৯১৪, ১৪ই

আগষ্ট) শুক্রবার (তৃতীয়া) ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করেন। ভাইরে! কাজটা উচিত হ'লো না!! আমার আগে গিয়া কোল পাতিয়া রাখা উচিত ছিল। ভাইটীর মেদিনীপুরে জন্ম হয়, এই বয়সেই পরম ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, পরদুঃখে কাতর, সর্ব্বদাই সামান্যে সন্তুষ্ট ও আত্মীয়গণের সুখে সুখী ও তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী ও বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান ছিলেন।

এইটী প্রস্তরে খুদিয়া (ফটোর সহিত) ৺মধুসূদনের দালানে রাখিতে হইবে।

শ্রীরামসদয় মুখোপাধ্যায়"

এই দুর্ঘটনার পরেই সতীশচন্দ্র সাঁওতাল পরগণা জেলার গোড্ডা মহকুমায় টেলিগ্রাফে বদলী হন। এইখানে তিনি ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। সাঁওতাল পরগণা জেলা বলিয়া তাঁহাকে এখানে সাব্‌জজের কাজও করিতে হইত। তিনি যখন এইখানে চার্জ্জ লইয়াছেন, তখন এই মহকুমায় অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। তিনি অনতিবিলম্বে জমিদারদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া অন্নকষ্ট প্রশমন কার্য্য আরম্ভ করেন ও অনেক বাঁধ নির্ম্মাণ ও জলাশয় ইত্যাদি খনন করান, তাহা ছাড়া দামিন অঞ্চলে অনেক স্থানে ধানের গোলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সহস্র সহস্র দুঃস্থ সাঁওতাল প্রজার প্রাণরক্ষা করেন। দুঃখের বিষয়, এই সময়ই তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব পীড়িত হন ও কলিকাতায় ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২২ সন (ইং ১৯১৫ সাল) তিনি পরলোক গমন করেন। গোড্ডায় যে এখন পাকা হাঁসপাতাল আছে, তাহা সতীশচন্দ্রের সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সাঁওতালী পরীক্ষা পাশ করিয়া ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পান।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে ইনি দেওঘর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। এই সাব্‌ডিভিসনের চার্জ্জ বাঙ্গালীর মধ্যে ইঁনিই প্রথম পান। ইঁনি দেওঘর ও মধুপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানও ছিলেন। তিনি যাইবার অল্পদিন পরেই এই মহকুমায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়া Relief work ইত্যাদির দ্বারা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নিবারণে সমর্থ হন। এই দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত কার্য্য পল্লীগ্রামে পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় একদিন ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় ঐ গুরুতর কার্য্য ভার হইতে ছুটী লইয়া বিশ্রামলাভের দিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি অমিত উদ্যমে স্বীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন। তাঁহার ডেপুটী কমিশনার ট্যানার সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখেন,—"I regard with great admiration your courage

in sticking to your work at the difficult time in 1919 after breaking your arm." তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে Famine Administration Reportএ কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিতরূপ অভিমত প্রকাশ করেন ;--In Deoghur the sub-divisional officer Babu Satish Chandra Mukherjee did exceptionaliy well in a difficult position. He took over charge of the sub-division in April, 1919 and the task of organisation in the sub-division was very well done." তিনি দেওঘরের চার্জ্জে থাকিবার সময় "Deoghur Market স্থাপিত হয় ও মধুপুরে তাঁহার নামে Satish Chandra Mukherjee Road প্রস্তুত হয়। এই সময়ে দেওঘরের সন্নিকটে দারোয়া নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের জন্য তিনি জনসাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করেন। বাবু ভূধরমল রুইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায় ১৮০০০৲ টাকা চাঁদা দেন। তাঁহার সময়েই ঐরূপ সংগৃহীত অর্থে এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ঐ সেতু নির্ম্মিত হয়। তিনি দেওঘরের তপোবনের রাস্তাও সাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত করান। এই সময়ে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া কাছারীর নিকট নিজের বাস স্থানের জন্য একটী দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করেন।

১৯২৩ সালে তিনি ভাগলপুর বিভাগের Commissionএর Personal Assistant পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিবার সময় ১৯২৪ সালে তিনি রায় "বাহাদুর বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। রায় বাহাদুরের সনন্দ দিবার সময় বিহারের লাট সাহেব Sir Henry Wheeler তাঁহাকে অভিভাষণে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Your services as Deputy Magistrate, more specially as Sub-Divisional Officer, have been uniformly excellent, and you particulatty distinguished yourself in the famine in 1919. You rendered valuable service, too, during the Non-co-operation Movement and the E. I. Railway strike in 1921. Since then, you have proved yourself an efficient Personal Assistant to the Commissioner of Bhagalpur Division. (Under-Secretary's D. O. in 1722—54 P. Dt. 2. 3. 1925.)

এই সময় তিনি কিছুদিনের জন্য ভাগলপুর জেলায় Collectorএর পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। ইহার পর পাটনায় ও গয়াতে আপিলের ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অল্পদিন কার্য্য করিয়া তৎপরে মতিহারীতে কালেক্টারের

পদে ও সম্বলপুরে ডেপুটী কমিশনারের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন। ১৯২৮ সালে তিনি Revenue Boardএর সেক্রেটারী হইয়া পাটনায় নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সালে ঐ পদে এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হন। পাটনায় ঐ কার্য্যকালে তাঁহাকে Provincial Franchise Committeeর মেম্বর ও সেক্রেটারীর কাজ করিতে হয় এবং তাঁহার এই কার্য্য সম্বন্ধে Lord Lothian ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লিখেন ;—"I shall always remember with pleasure our association in a work of such great importance in the framing of the future constitution of India."

পাটনায় অবস্থান কালে তাঁহার পুণ্যাত্মা জননী পীড়াগ্রস্ত হন এবং তাঁহার অক্লান্ত সেবা ও যত্ন ব্যর্থ করিয়া অমরধামে গমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে পাটনায় গর্দ্দানীবাগে কাশী হইতে কালী মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও শরৎচন্দ্র এবং সতীশচন্দ্রের নামাঙ্কিত মর্ম্মরফলক প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে তিনি সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনার (ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও ডিষ্ট্রিক্ট জজ) পদে নিযুক্ত হইয়া ডুম্‌কায় বদলী হন। এই সময় দেওঘরের শ্রীকান্ত রোড নির্ম্মিত হয় ও তিনি উহা উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি সাঁওতাল পরগণা District Comitteeর Chairman ছিলেন ও তাঁহারই উদ্যোগে ডুম্‌কা হইতে জামতাড়া রোড পাকা করিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত সংযোগ করিবার Scheme প্রবর্ত্তিত হয়। এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তিনি ডুম্‌কা হইতে ১৯৩৬ সালের ৩রা নভেম্বর সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই বিহারের লাটসাহেব Sir John Sifton তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন ;

My dear Rai Bahadur,

I desire to thank you on behalf of myself and my government for the many years of loyal and distingushed service that you have given to the Government. I trust that you will be spared long to enjoy your well earned rest.

Yours Sincerely

Sd/- James Sifton.

অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বিহার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে Honorarium অর্থাৎ পারিতোষিক দিয়া সাঁওতাল পরগণার Gazetteer (ইতিহাস) পুনর্লিখন (revision) করিতে এবং সাঁওতাল পরগণার Manual (আইন)

ও ঐ জেলার জরীপ সংক্রান্ত কাগজাদি একত্রীভূত করিয়া সঙ্কলিত করিতে নিযুক্ত করেন। তিনি Gazetteerএর কাজ শেষ করিয়াছেন ও অন্যগুলি এখনও করিতেছেন। অবসর গ্রহণান্তে তিনি কলিকাতা ১নং সাদার্ণ এভিনিউতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অমলকৃষ্ণ শৈশবে মৃত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার আট কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যা বনলতার সহিত B. N. R.এর Chief Medical Officer চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে, দ্বিতীয়া কন্যা স্নেহলতার সহিত বহরমপুরের খ্যাতনামা উকীল কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জীতেন্দ্রনাথের, তৃতীয়া কন্যা লাবণ্যলতার সহিত স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট এড্‌ভোকেট্ বিনোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, উকীলের, চতুর্থা কন্যা মমতার সহিত কলিকাতা গড়পার নিবাসী সত্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথ, পোষ্টাল ইন্‌স্‌পেক্টারের, পঞ্চমা কন্যা অমিতার সহিত শ্রীমান্ শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব্‌ডেপুটী কালেক্টারের এবং ষষ্ঠা কন্যা নমিতার সহিত বিখ্যাত বৈদিক স্কলার ও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র বটব্যালের পৌত্র ও ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুরেন্দ্রনাথের পুত্র নন্দলালের সহিত বিবাহ হইয়াছে। সপ্তমা কন্যা কুমারী গীতা I. A. ও অষ্টমা কন্যা কুমারী মায়া Matric পড়িতেছেন।

কর্ম্ম-জীবনে সতীশচন্দ্র কর্ম্মবীর ছিলেন এবং সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা তিনি বলিয়া থাকেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও এই বিশ্বাসে বলবতী এবং তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই এই আদর্শ গৃহিণীর উদ্দীপনা ও সহযোগিতা পাইয়া সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছেন।

রায় শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

এম, এ; বি, এল; আই, পি।

—বংশ-পরিচয়—

ভারতীয় পুলিশের অবসর-প্রাপ্ত অস্থায়ী ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল রায় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বাহাদুরের পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তঃবর্ত্তী বলাগড় গ্রাম। বলাগড় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ষ্টেসন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। রায় বাহাদুর যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ বংশ অনেক কৃতী মনীষী ব্যক্তি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুরের উকীল ৺কালীকৃষ্ণ ও বাঁকুড়ার সরকারী উকীল কুমুদকৃষ্ণ এবং রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বনামখ্যাত রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এই শাখাসম্ভূত।

রায় বাহাদুরের পিতামহ স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আধুনিক প্রণালীর নাটকীয় রুচির স্রষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে-কালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহযোগে যাঁহারা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। যৌবন বয়সে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং এইজন্য তিনি দিল্লীতে কিছুকাল থাকিয়া সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়া আসেন। তৎপরে তিনি কলিকাতার কারেন্সি আফিসে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি আধুনিক ধরণে রঙ্গমঞ্চোপযোগী নাটক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে পাঁচালী অথবা কবির গান, কৃষ্ণযাত্রার কীর্ত্তন ও সেই শ্রেণীর সঙ্গীতই প্রচলিত ছিল। অন্নদাপ্রসাদ পশ্চিম দেশীয় (up-country) সুর-সংযোগে বাঙ্গালা গান রচনা করিয়া স্বরচিত নাটকগুলিতে সন্নিবেশিত করেন ও অন্যান্য বিষয়েও সেগুলিকে চিত্তাকর্ষক করেন। এই সূত্রে মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও মহারাজা তাঁহাকে নাটক প্রণয়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রথম অবস্থায় যাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন, স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে

একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রণীত "শকুন্তলা", "উষাহরণ" ও "নন্দবিদায়" প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের বাড়ীতে ও কলিকাতার অন্যান্য স্থানে অভিনীত হইয়াছিল। মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার "শকুন্তলা" ও "উষাহরণ" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

রায় বাহাদুরের পিতা শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার Deputy Sanitary Commisionএর Head Assistant ছিলেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই তাঁহার প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের কন্যার বিবাহের সুবিধার জন্য তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় Hindu Marriage Provident Fund নামক একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম। তিনি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল ও অনেক হিন্দু পরিবার অল্প অল্প পরিমাণে premium দিয়া কন্যার বিবাহের সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল।

রায় বাহাদুরের মাতামহ বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রাম নিবাসী ৺জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি। তিনি সাবজজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র—রায় সাহেব অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায় একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

বিদ্যা-শিক্ষা ও বিবাহ

রায় বাহাদুর ভোলানাথ ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয় ভ্রাতা,—শম্ভুনাথ, কেদার, ভূতনাথ, পশুপতি, বৈদ্যনাথ ও পরেশনাথ ও তিন ভগিনী বর্ত্তমান আছেন। তিনি ১০ বৎসর বয়সে Minor Scholarship পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৪ বৎসর বয়সে Ripon Collegiate School হইতে Entrance পাশ করেন। পরে ঐ রিপণ কলেজ হইতেই যথাক্রমে F. A, B. A, M. A. ও B. L. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল ও কলেজে মেধাবী ছাত্র বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল এবং ইনি Entrance ও F. A. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ও B. A. পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে Honoursএ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

অধ্যয়নে রত থাকা কালেই তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সমাধা হয়। বিখ্যাত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরলোকগত রায় বাহাদুর রামসদয়

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা—দেওঘরের ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের ভগিনী শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার শ্যালিকার সহিত ইহারই জ্ঞাতি—কলিকাতা পুলিশ কোর্টের ইন্সপেক্টার রায় সাহেব বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। রায় বাহাদুরের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা পুষ্পরাণীর সহিত পরলোকগত সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুশীল কুমারের ও কনিষ্ঠা সুধারাণী B. Aর সহিত বর্দ্ধমান জেলাস্থ নডিহা নিবাসী জমিদার ও এড্ভোকেট্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্রভাতকিরণের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

কর্ম্ম-জীবন

দুই বৎসর ওকালতি করিবার পর ১৯০৮ সালে রায় বাহাদুর বেঙ্গল পুলিশে ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে ইনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে তিন বৎসরের জন্য কোচবিহার ষ্টেটে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে ইনি কোচবিহারের পুলিশ বিভাগকে আধুনিক বেঙ্গল পুলিশের ধরণে আনয়ন করেন এবং কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য অনেক উন্নতি সাধন করেন। কোচবিহারে থাকা কালেই ইনি ১৯১৯ সালে Indian (Imperial) Police এ উন্নীত হন এবং কোচবিহার হইতে বেঙ্গল পুলিশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফরিদপুর, বগুড়া ও পাবনা ইত্যাদি জেলার পুলিশ সাহেবের পদে নিযুক্ত থাকেন। বগুড়ায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থাকা কালেই ১৯২৪ সালে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর তিনি Bengal Criminal Investigation Department এ তিন বৎরের জন্য Crime Assistant এর পদে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে ডাকাতি সম্পর্কে Punjabi Gang Case এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় Gang Case হয় এবং এই সকল মোকর্দ্দমায় ও অন্যান্য ডাকাতি মোকদ্দমায় অনেক ডাকাইতের দল ধৃত হইয়া শাস্তি পাওয়ায় ডাকাতির সংখ্যা বিশেষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি Foot-Print অর্থাৎ পদচিহ্ন সম্বন্ধে অনেক research করেন ও তাহা ইঁহার "Investigation of Professional Crime" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। ইঁহার এই পুস্তক খানি পুলিশ বিভাগে ইঁহার কর্ম্ম-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত আইন সংক্রান্ত জ্ঞানের সংমিশ্রণে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে।

অতঃপর রায় বাহাদুর Deputy Inspector-General of Police এর পদে অস্থায়ী ভাবে উন্নীত হইয়া বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে বিভাগীয় ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেলের পদ প্রথমে পান। চব্বিশ পরগণার পুলিশ সাহেবের পদও ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম পান। ইনি ১৯৩৬ সালে Indian Police Medal প্রাপ্ত হন ও সেই সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের Home Member (এখন বাঙ্গালার লাট সাহেব) Sir Robert Reid তাঁহাকে লিখেন ঃ—"A worthy recognition of your long and excellent services". অতঃপর রায় বাহাদুর প্রেসিডেন্সী বিভাগের Deputy Inspector-General এর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদ হইতে সম্প্রতি ইনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

—সাহিত্য-চর্চ্চা—

অল্প বয়স হইতেই রায় বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ অনুরাগ-বশতঃ কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সুরসংযোগে সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনাতেও ইঁহার কৃতিত্ব আছে। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় অন্নদা প্রসাদের সঙ্গীত ও নাট্য-প্রণয়ন প্রতিভা ইঁহাতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। কর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থায় ইনি সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ সময় পান নাই; কিন্তু কোচবিহার হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ঐ বিষয়ে মনোযোগ দেন। ইনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'রাজ্যশ্রী' নামক একখানি ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় ঐ নাটকখানির সমূহ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার পর ইনি 'নকল সাধু,' 'মোহিনী' "শকুন্তলা" এবং আরও কয়েকখানি নাটক প্রণয়ন করেন, এবং তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটীই বেতারে অভিনীত হইয়াছে। 'শকুন্তলা' অভিনীত হইবার পর ১৯৩০ সালের ১১ই আগষ্টের অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশিত হয়—"Sakuntala is well-written by its author" এবং ঐ সালের ২১শে আগষ্টের "ভগ্নদূত" পত্রিকায় বলা হয় ঃ— "শকুন্তলাকে বেতার উপযোগী করিয়া নাট্যকার বেশ একটী রূপ দিয়াছেন।"

রায় বাহাদুরের গল্প লিখিবার ক্ষমতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। ইনি Bead game swindling এর সত্য ঘটনা অবলম্বনে স্বরচিত 'রাজা বাবু' নামক একটী গল্পের নাটকীয়রূপ দিয়া বেতারে অভিনীত করান। ঐ ধরণের প্রতারকেরা কি প্রকারে অর্থশালী লোককে ঠকাইয়া টাকা লইয়া থাকে,

ঐ নাটকে তাহা অতি বিশদ ভাবে প্রকটিত হওয়ায় উহারও বেতারে অভিনয় অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১৯৩৬ সালের ২১শে জুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ—"The drama was written by Rai Bahadur B. N. Banerjee, I. P. Supt. of Police, 24 Paraganas, to warn the public of the menace anl on facts that he had personally obtained while eequiring into a case as an officer of Detective Department * * *The drama elicited a good reception among the listeners." ইনি অনেকগুলি ডিটেক্টিভ গল্প লিখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রে ঐ সকল রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল গল্পের বিশেষত্ব এই যে, ঐগুলি বিলাতী ডিটেক্টিভ গল্পের অনুবাদ নহে- সমস্তই ইঁহার নিজের কিম্বা ইঁহার শ্বশুর স্বনামখ্যাত ডিটেক্টিভ রায় বাহাদুর রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতামূলক প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

– চরিত্র-চিত্র—

রায় বাহাদুর একাধারে সুসাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও কৃতী গল্প লেখক। ইঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনি পুলিশ বিভাগের নিরবছিন্ন কর্ম্মব্যস্ত জীবনের মধ্য দিয়া সাহিত্য চর্চ্চার সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইনিই পুলিশ বিভাগে বাণীর প্রথম পূজারী—এ কথা বলিলে বোধ হয়, অতিশয়োক্তি হইবে না। ইঁহার রচিত নাটক ও গল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক আবিলতা বর্জ্জিত। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র ইঁহার 'রাজ্যশ্রী'র মুখবন্ধে সত্যই বলিয়াছেন—'পুস্তকখানি আজকালকার মলয়সমীরনিষেবিত প্রেম-মাধবীকুঞ্জের মৃদু ভ্রমর গুঞ্জন নহে; আজকাল পদ্যে, গদ্যে, নাট্যে সেইরূপ তরল প্রেমের স্রোত বাহিয়া যাইতেছে এবং বঙ্গীয় পাঠক ও শ্রোতা মদ্যপের ন্যায় সেই উত্তপ্ত সদ্য বোতলমুক্ত তরল জিনিষটায় মস্‌গুল হইয়া আছেন। রাজ্যশ্রীতেও প্রেম আছে, কিন্তু তাহা তরল নহে, আনন্দঘন! যে মহাপুরুষ মানব-জীবন-সিন্ধুর গরল মন্থন করিয়া জীবের জন্য পরম করুণার অমৃত লইয়া আসিয়াছিলেন—এই নাটকের সমস্ত কলকোলাহল * * * ও নিরাশ প্রণয়ের জ্বালা তাঁহারই করুণার এক বিন্দু পাইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।" 'নকল সাধু'তেও ইনি যে সকল ধূর্ত্ত, প্রতারক অধ্যাত্ম মার্গে এক একটী

'অবতার' সাজিয়া ধনী ও অতি বড় শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিকেও মোহাবিষ্ট করিয়া কিরূপে স্বকার্য্য সাধন করিয়া লয়, তাহাদের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বরূপ উদ্‌ঘাটন্ করিয়া দিয়াছেন। আজকালকার অনেক মঠ, মন্দির ও আশ্রমের একশ্রেণীর ভণ্ড প্রতারক সাধু সন্ন্যাসীর কথা আমরা আমাদের 'যোগবল রহস্য' নামক গ্রন্থে বহুদিন পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলাম। রায় বাহাদুরও সমাজের চোখ ফুটাইবার জন্য ধর্ম্মান্ধ নরনারীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। লোকহিত-প্রচেষ্টায় তাঁহার লেখনী সার্থক হইয়াছে। পুলিশ বিভাগে আজীবন কঠোর কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিলেও তাঁহার সরল মধুর ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে।

রায় বাহাদুর বাঁকুড়া সহরে বাড়ী করিয়াছেন ও সেখানে তাঁহার পিতা মাতা ও পরিবারভুক্ত অনেকেই থাকেন। সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতা ৩নং সাদার্ন এভিনিউ ভবনে বাস করিতেছেন।

উপসংহারে রায় বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মৃণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ না লিখিলে রায় বাহাদুরের জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মৃণ্ময়ী দেবী একজন আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা। একজন আদর্শ গৃহিণী হিসাবেও ইনি রায় বাহাদুরের বৃহৎ পরিবারের সমস্ত কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইঁহার সস্নেহ সুমধুর অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যবহার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। রায় বাহাদুরের কর্ম্মজীবনের আনুসঙ্গিক পাশ্চাত্য আবহাওয়ার সঙ্গে যথোপযুক্তভাবে মিশিয়াও ইনি বরাবরই আদর্শ ব্রাহ্মণ মহিলার নিষ্ঠা ও পূজার্চ্চনাদি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত আজকালকার দিনে প্রশংসনীয় ও অনুকরনীয়।

মৌলবী মোহাম্মদ লুৎফার রহমান (ইনস্পেক্টর অব পুলিশ;
এসিষ্টাণ্ট কমিশনার অব পুলিশ, ডি, ডি, কলিকাতা
অফিসিয়েটিং ১৯৩৮ | পৃঃ ৮৯
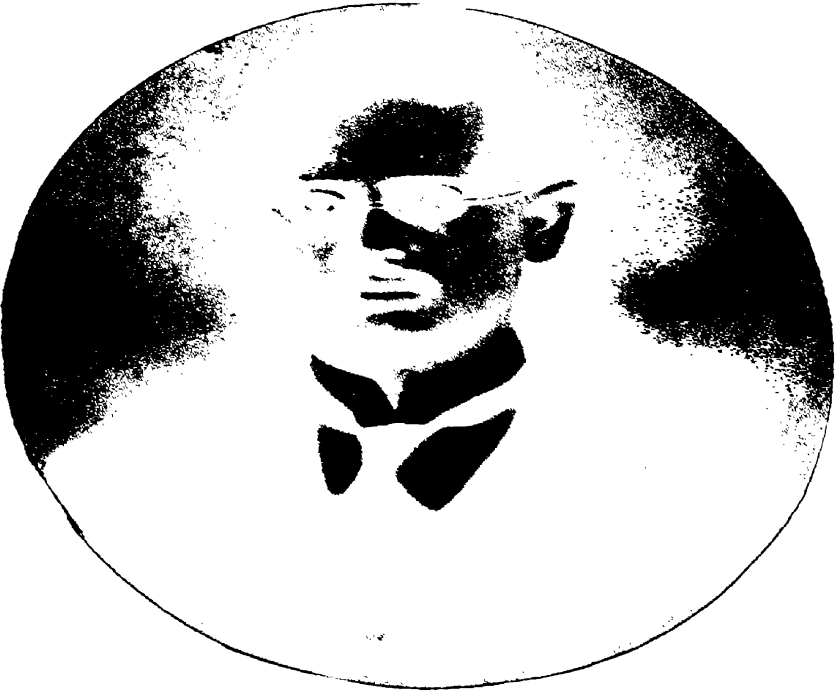
যতীন্দ্রনাথ বসু [পৃঃ ১১

শ্রীযুত অজিতকুমার বসু [পৃঃ ১১

কৈকালা (বর্ত্তমানে আমহার্ষ্ট রো) বসু-বংশ

বিশ্বনাথ বসু

কলিকাতার আমহার্ষ্ট রো নিবাসী বসু-বংশ একটী প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহারা মাহিনগর সমাজভুক্ত। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী গ্রাম। পরে তথা হইতে ইঁহারা কৈকালা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কৈকালাও হুগলী জেলার একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে ইঁহাদের বাস্তভিটা ও বসতবাটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইঁহারা পুরুষানুক্রমিক জমিদার। কান্যকুব্জ হইতে আগত এই বংশের আদি পুরুষ দশরথ বসুর অধঃস্তন বংশধর বিশ্বনাথ বসু হইতে এই বংশের শাখা-বংশক্রমের সূত্রপাত হয়। ইনি দশরথ বসু হইতে অধঃস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ। বিশ্বনাথ স্বধর্ম্মপরায়ণ, সদাশয় ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, দান ও বিবিধ পুণ্যকার্য্য করিয়া ইনি তদানীন্তন সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিমতলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর দুই পুত্র—প্রিয়নাথ ও অঘোরনাথ।

প্রিয়নাথ বসু

বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়নাথ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সহৃদয়, সদালাপী ও স্বাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায়ের দিকে ইঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ইনি মেড্ল্যাণ্ড নামক জনৈক ইংরাজের সহিত এক যোগে "মড্ল্যাণ্ড বসু এণ্ড কোং" নামক একটী অফিস্ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসা কার্য্যে ব্রতী হন এবং স্বকীয় উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে ঐ কার্য্যে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন। প্রিয়নাথ স্বকীয় প্রচেষ্টায় যেমন প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপে ক্রিয়াকলাপাদি ও দানধ্যান কার্য্যে ব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পাতুল সন্ধিপুর গ্রাম নিবাসী কেদারনাথ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ বহুবাজার নিবাসী হিরালাল মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রিয়নাথের মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ

ইটালী নিবাসী মহেন্দ্রনারায়ণ দেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার কারবালা ট্যাঙ্ক নিবাসী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রফুল্লকুমারের চারি পুত্র—কৃষ্ণপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ, চণ্ডীপ্রসাদ ও শঙ্করীপ্রসাদ ও পাঁচ কন্যা।

যতীন্দ্রনাথ বসু

(জন্ম ১৬ শ্রাবণ ১২৮৩, মৃত্যু ২৫শে মাঘ ১৩৩৩)

প্রিয়নাথের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মিষ্টভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত "মেড্‌ল্যাণ্ড বসু এণ্ড কোং" নামীয় আফিস পরিচালনা করিতেন এবং আরও নানাবিধ ব্যবসা কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বগ্রাম কৈকালার নানাপ্রকারে উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। দেশহিতকর সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শুস্‌নি গ্রামনিবাসী গবেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র অজিত কুমার ও চারি কন্যা। প্রথমা কন্যার সহিত গ্রে ষ্ট্রীট নিবাসী প্রসিদ্ধ পাট ব্যবসায়ী ৺ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষের বিবাহ হইয়াছে। মধ্যমা কন্যা চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামের জমিদার চুণিলাল ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষের সহিত বিবাহিতা। সেজ কন্যা হুগলী জেলার বৈদ্যপুর নিবাসী জমিদার ৺বিপিনবিহারী সেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত বিমলবিহারী সেনের সহিত বিবাহিতা এবং কনিষ্ঠা কন্যার সহিত চব্বিশ পরগণার জয়নগর মজিলপুর গ্রামের জমিদার (বর্ত্তমানে বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট নিবাসী) ও কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনারায়ণ দত্তের বিবাহ হইয়াছে।

—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু—

স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বসু পৈতৃক জমিদারী ব্যতীত পিতার পরিচালিত পৈতৃক ব্যবসায় "মেড্‌ল্যাণ্ড বসু এণ্ড কোং" (এক্ষণে লিমিটেড্) পরিচালনা করিতেছেন। ইহা ছাড়া, ইনি আরও নানাবিধ ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। স্বগ্রাম কৈকালার নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে ইনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথমপক্ষে ইনি কলিকাতার ১নং

জোড়াবাগান ষ্ট্রীট নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের একমাত্র কন্যা ৺গৌরীবালাকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে ইহাঁর দুই পুত্র—অরুণকুমার ও তরুণকুমার। তরুণকুমার মৃত। প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর ইনি দ্বিতীয়পক্ষে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজকুমার রায় মহাশয়ের পুত্র নিরোদকুমার রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমিয়া বসুকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে ইঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র—অনঘকুমার।

প্রিয়নাথের চতুর্থ পুত্র অমূল্যনাথ দর্জ্জিপাড়া নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ সরকারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি অকালে দুই কন্যা রাখিয়া গতাসু হইয়াছেন। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র পান্নালাল। তিনি জগদীশনাথ রায়ের লেন নিবাসী কালিদাস পালিতের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৈকালার বসু-বংশের কুর্চিনামা
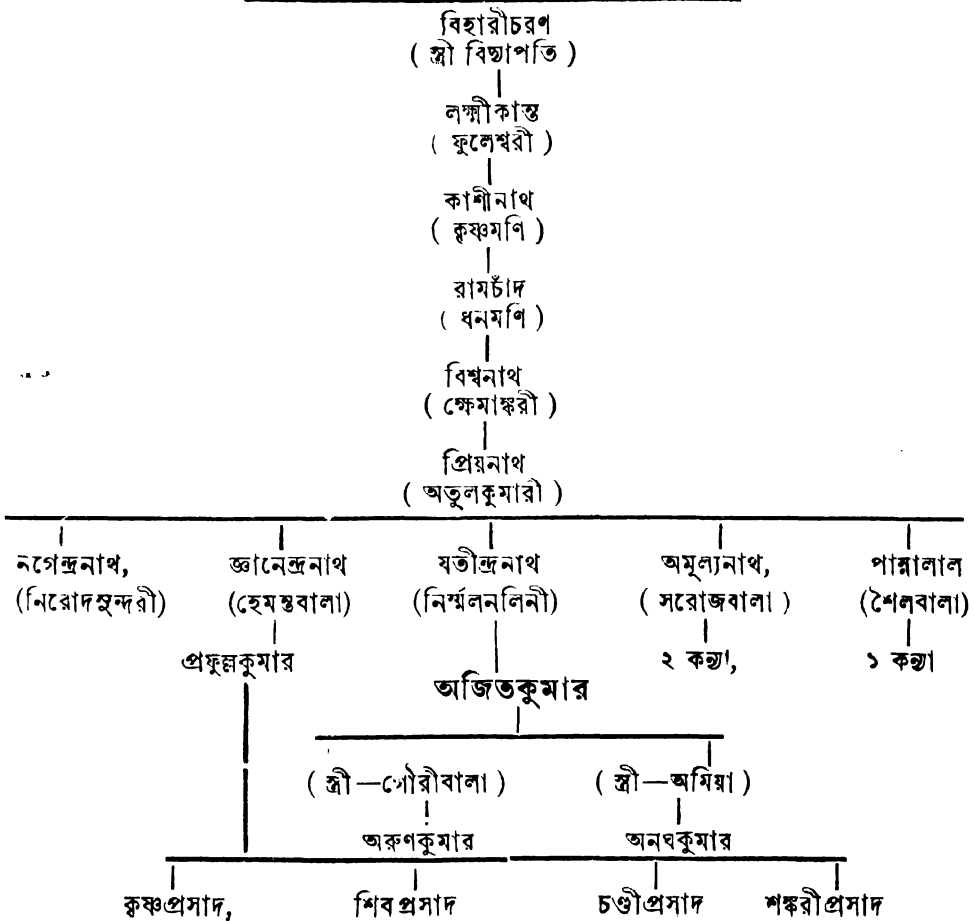
হাওড়া বসু-বংশ

—রাজমোহন বসু—

হাওড়া বসু-বংশের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত নয়াবাড়ী গ্রাম। হাওড়ার বিখ্যাত 'বাঙ্গাল বাবুর বাজার' এর প্রতিষ্ঠাতা রামরতন বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোং'র দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহন বসু হাওড়ার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল ও গ্রামে গ্রামে যাইয়া সরাসরি বিচার করিতে পারিতেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম প্রথম কমিশনার ছিলেন। তাঁহারই আমলে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী গবর্ণমেণ্ট Senction করেন।

স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য

রাজমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসুর পুত্র স্বামী হরিহরানন্দ ওরফে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এফ, এ অধ্যয়ন কালে বৈরাগ্যোদয় বশতঃ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যতদিন মাতা জীবিতা ছিলেন, ততদিন ইনি মাতৃপদ দর্শনার্থ মধ্যে মধ্যে সংসারে আসিতেন। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর হইতে ইনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরের গিরিগুহায় দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল বায়ুবদ্ধাবস্থায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করেন। সাংখ্য যোগ মতে ইনি যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া 'স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য' নামে পরিচিত। মধুপুরে ইঁহার আশ্রম আছে। ইনি প্রাতিভজ্ঞানের দ্বারা যোগ-ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। 'পাতঞ্জল্ দর্শন' সম্বন্ধে ইঁহার একখানি বিরাট পুস্তক সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন। বহু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ও অনেক ব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্য আছেন।

শ্রীযুত হিরণকুমার বসু

রাজমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণকুমার বসু ছয় বৎসরকাল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন। সরকারী উকিল রায় চারুচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ইঁহার সময়ে চেয়ারম্যান ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র—ইন্দ্রনারায়ণ, শঙ্করনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ। হিরণকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকুমার জামসেদপুরে ই, আই, আরের ইলেক্ট্রীক্ ফোর্ম্যান। ইঁহার এক পুত্র—জগদীশচন্দ্র।

ইটালীর দেব-বংশ

দেবনারায়ণ দেব

কলিকাতার অন্তর্গত ইটালীর দেব-বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। "ইটালীর দেববাবুরা" বলিতে ইঁহাদিগকেই বুঝায়। এই বংশের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর গ্রাম। তথা হইতে তারাচাঁদ দেব ও দেবনারায়ণ দেব দুই সহোদর খুড়তুত ভ্রাতা রামচাঁদ দেবকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া প্রথমে মাতুলালয় কামরাবাদ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। কিছুকাল ঐস্থানে বাস করিয়া পরে উত্তর ইটালীতে আসেন; তারপর ডিহি ইটালী আসিয়া একটী একতলা বাটী খরিদ করেন; এবং ঐ স্থানে নিত্য পূজার্চ্চনা ও দেব-সেবার জন্য একটী ঠাকুর দালান প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। রাম চাঁদের সেই সময় মৃত্যু হয়। তারাচাঁদ খুলকাটার দারোগা ছিলেন, পরে শালিখায় ১৫০৲ বেতনে মুন্সেফ পদ লাভ করেন। তিনি ইটালীর পদ্মপুকুরে ও পরে ভবানীপুর রসাপাগলায় মুন্সেফ ছিলেন। বর্ত্তমানে হাইকোর্টের জজ —স্যার রমেশ মিত্রের বাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে একটু পশ্চিম গায়ে ঐ মুন্সেফ কোর্ট ছিল। তৎপরে পেন্সন লইয়া তিনি কাশীধামে বাস করেন। দেবনারায়ণ দেব ও রামচাঁদ দেব জাহাজে মাল সরবরাহকের কাজ করিতেন। ৯২ নং নিউ চীনাবাজার তাঁহাদের আফিস ছিল। হাঙ্গারফোর্ড, ফারগুই হারসেন ইত্যাদি বড় বড় জাহাজের তাঁহারা মাল সরবরাহক (ষ্টেভেডোর) ছিলেন। তৎপরে দেবনারায়ণ কয়েকটী বড় বড় ইয়োরোপীয় সদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ান হইয়াছিলেন। তৎকালে বেনিয়ানগণের প্রভূত পরিমাণ আয়ের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। দেবনারায়ণ এই মুৎসুদ্দির কার্য্যে বিস্তর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জয়নগর মজিলপুর, দেববেড়ে ও অন্যান্য বহুস্থানে বিস্তর জমিদারী খরিদ করেন এবং কাশীধামে ও ইটালীতে বিশাল অট্টালিকা বংশধরগণের বসবাসের জন্য নির্ম্মাণ করেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার অধিকাংশ জমিদারীই তিনি ঠাকুর দেবতার জন্য দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। প্রতি বৎসর তাঁহার জমিদারী মজিলপুরে, ইটালী ও কাশীধামের বাটীতে বিস্তর ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা, রাস, দোল ইত্যাদি হইয়া থাকে। দোল দুর্গোৎসবে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা ও শুধু রাসে ব্রাহ্মণ বিদায়ে পাঁচ হাজারেরও অধিক অর্থব্যয় হইত। তাঁহার

দানশীলতাও ছিল অসাধারণ। প্রত্যহ তাঁহার অতিথিশালায় ১৬০ জন দুইবেলা আহার গ্রহণ করিত এবং প্রতিবেশিদিগের বাটীতে তিনি প্রত্যহ ছালায় করিয়া ১/মণ জ্বালানী কাষ্ঠ, চাউল, ডাল, নুন ইত্যাদি বিতরণ করিতেন। পরে দরকার হইলে আরও পাঠাইয়া দিতেন। তিনি কাশী ধামে ও ইটালীর বাড়ীতে ধান্য, তূলাচল, গুড়াচল, তিলাচল, ঘৃতাচল ইত্যাদি পাঁচটি মেরু মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। এই মেরু ও পূজাপার্ব্বণাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণবিদায়ে একটী বড় কলসী, একটী থালা ও কিছু মিষ্টান্ন সহ উচ্চ বিদায় ১০০১৲, মধ্যম বিদায় ৫০১৲ ও নিম্ন বিদায় ২৫০৲২০০৲, ১৫০৲, ১০০৲, ৫০৲ হিসাবে ১০০।১৫০ ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। তাঁহার দানের কথা এখনও কলিকাতার লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তিনি ইং ১৭০৭ সাল (বাং ১১৭৭ সন ২৯শে অগ্রহায়ণ) জন্মগ্রহণ করেন ও ইং ১৮৭০ সালে লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইটালীর নীলমণি ঘোষের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ভ্রাতা তারাচাঁদ তিন পুত্র—প্রসন্নকুমার, কালীকুমার ও রাজনারায়ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণকে দেবনারায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারাচাঁদের জীবিতাবস্থায় পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণ দেব

রাজনারায়ণ দেব ১২৪২ সালের ২৮শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিনটী মেরু করিয়াছিলেন এবং পাড়ার চারিদিকে চাল, ডাল ইত্যাদি বিতরণ করিতেন এবং বাড়ীতে অতিথিশালায় বহু লোককে অন্ন দিতেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষে রামবাগানের রায় রামচাঁদ মিত্র বাহাদুরের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে তিন পুত্র—মহেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ এবং এক কন্যা গণেশ; দ্বিতীয় পক্ষে আহিরীটোলার মথুর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে এক পুত্র—উপেন্দ্রনারায়ণ ও এক কন্যা দুর্গা। তিনি ১৩০২ সালের ১৪ই আষাঢ় পরলোক গমন করেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনারায়ণের সাত পুত্র, তৃতীয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ও কনিষ্ঠ উপেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক লোকান্তর গমন করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ দেব

রাজনারায়ণের মধ্যম পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ অল্পবয়সে পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। কলিকাতার পঞ্চানন ঘোষ লেনের বিখ্যাত পঞ্চানন

দেবনারায়ণ দেবের স্ত্রী—ভবসুন্দরী দাসী

৺রাজনারায়ণ দেব

৺মহেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ
ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব

৺নরেন্দ্রনারায়ণ দেব

ইটালীর দেববাবুর
মজিলপুরস্থ আদি বাস্তভিটা

দেববাবুর
মজিলপুরের চণ্ডীমণ্ডপ

জয়নগর মজিলপুরে
দেববাবুর শিবমন্দির

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব (নেত্য বাবু)

শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ দেব

শ্রীমান্ নরনারায়ণ দেব

দেববাবুর দৌহিত্র—শ্রীমান্ অরুণকুমার মিত্র

পুত্রকন্যাসহ
শ্রীমতী স্বনারাণী মিত্র
(নেতা বাবুর কন্যা)

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেবের
নাতিনাতনী
বীরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, মীরা ও ইরা

ঘোষের কন্যা ক্ষিরোদা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র—নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও দুই কন্যা—নারায়ণদাসী (মৃতা) ও শ্রীমতী কাশীশ্বরী।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব

নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় কলিকাতার একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইনি বাং ১২৮৩ সালে ২৩শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। দয়াদাক্ষিণ্য ও দানশীলতায় ইনি পিতাপিতামহ এবং প্রপিতামহের চিরাচরিত আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দেব-দ্বিজে ইঁহার অনন্যসাধারণ ভক্তি। প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা ও রাসের সময় ইঁহার ইটালীর বাড়ীতে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে (১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে) তিনি ইউরোপ ভ্রমণের জন্য গমন করেন। এবং তথাকার প্রায় ৪০টি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় লোকের আচার ব্যবহার পরিদর্শণ করেন। পাখীতে ইঁহার খুব 'সখ' আছে। ইঁহার বাটীতে নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর পাখী প্রতিপালিত হইতেছে। ইঁহার একটী বিশিষ্ট গুণ এই যে, কেবল হার্ণিয়া ব্যতীত সুতিকা, হাঁপানী ও যক্ষ্মা প্রভৃতি যাবতীয় রোগের দৈব ঔষধ ও মাদুলি ইঁহার জানা আছে এবং সেগুলি তিনি সাধারণের কল্যাণার্থ ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে রোগিগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। ইঁহার সৌজন্য, বিনয়নম্র স্বভাব ও আতিথেয়তা সকলকে মুগ্ধ করে। কলিকাতা সমাজের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র ইঁহার মাস্‌তুত ভ্রাতা। হাওড়া আন্দুল রাজ-বংশের বড় তরফের কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র—শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীমান্ নরনারায়ণ এবং এক কন্যা—শ্রীমতী সুধারাণী। অপর দুই কন্যা—কুচু ও আশা মৃতা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ১৩১১ সালের ৩০শে আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। গোয়াবাগান নিবাসী নরেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার দুই পুত্র—বীরেন্দ্রনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ। কনিষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ ১৩২০ সালের ২৬শে শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। বরাহনগর নিবাসী জমিদার কাশীনাথ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুধারাণীর সহিত ভবানীপুরের টাউন সেন রোড নিবাসী জমিদার নরসিংহ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হইয়াছে।

ইটালীর দেব বংশ-লতা
শিবরাম দেব
শুকদেব
জয়কৃষ্ণ দেব
রামরাম দেব
কৃষ্ণচন্দ্র
বৈরাগীচরণ
-নিমাইচরণ
রামসুন্দর দেব
শ্যামসুন্দর দেব
দেবনারায়ণ
তাঁরাচাঁদ
রামচাঁদ
রাজনারায়ণ (পোষ্য—তাঁরাচাঁদের পুত্র)
প্রসন্ন
কালী, রাজনারায়ণ
তারকনাথ
শিবরাম
মহেন্দ্র
নরেন্দ্র
ব্রজেন্দ্র
উপেন্দ্র
হরেন্দ্র
চন্দ্রকুমার
সূর্য্যকুমার
নারায়ণ
শ্রীনাথ
যোগেন্দ্র
গোবর্দ্ধন
নৃপেন্দ্রনারায়ণ
(ডাক নাম নেত্য)
নারায়ণ
শৈলেন্দ্র
অশ্বিনী
নেরু
কেদারনাথ
দীননাথ
অনাথনাথ
মনীন্দ্র
রবীন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ
নরনারায়ণ
কৃষ্ণ,
রাম,
হরি,
ধীরেন্দ্রনারায়ণ
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ
সুরেন্দ্র,
যতীন্দ্র,
জ্ঞানেন্দ্র,
সত্যেন্দ্র,
শৈলেন্দ্র,
ইন্দ্র,
শচীন্দ্র,
ভূপেন্দ্র,
দীনেন্দ্র,
×
মনীন্দ্র
রমেন্দ্র
×
রেন্দ্র
গুণেন্দ্র,
নীরেন্দ্র
রবি
পূর্ণেন্দ্র
ধনা

নৃপেন্দ্রনারায়ণের
পশ্চিমদিকের দালানের একটা দৃশ্য

নৃপেন্দ্রনারায়ণের ইটালীর বসতবাটী (বামে)
ও রথোৎসবের দৃশ্য

দেববাবুর
ইটালীর শিবমন্দির

দেববাবুদের
ইটালীর বাড়ীর ঠাকুর দালান

গ্রন্থকার

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনারায়ণ দেব

আশা

কুচু

স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কে, টি

রায় বাহাদুর ; সি, আই, ই ; এম, এ ; বি, এল ; ডি, এল ; এল, এল, ডি ;

—:*:—

বংশের পূর্ব্বকথা

বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল স্বনামধন্য বাঙ্গালী আইন ব্যবসায়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভা বিকাশের দ্বারা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, পাঞ্জাব চীফ্ কোর্টের পরলোকগত জাষ্টিস স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি কলিকাতা শিমলা পল্লীর অন্তর্গত চাষা ধোপাপাড়া লেনের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদীপ্ত ও ব্রহ্মণ্য তেজোপ্রভায় সমুদ্ভাসিত বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি চৈতল চন্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত; কারণ হাওড়া জেলার বালী গ্রামের চৈতল পাড়ায় ইঁহার বসতি ছিল। তৎপুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও তস্য পুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার অবধি চৈতলের অধিবাসী ছিলেন। রামভদ্রের পুত্র সন্তোষচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হুগলী জেলার গরলগাছা গ্রামে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার শিমলাস্থ চাষা ধোপা পাড়া লেনে আসিয়া বাস করেন। ব্রহ্মণ্যশক্তির সমুজ্জ্বল প্রভায় পবিত্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্যার প্রতুলচন্দ্র যে অভাবনীয় জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির সমুজ্জ্বল রশ্মিতে ভারতের দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

উক্ত বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরেকৃষ্ণ, তৎপুত্র ত্রিলোচন ও তস্য পুত্র তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় স্যার প্রতুলচন্দ্রের পিতামহ। তারাকিঙ্করের পুত্র নবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দৈবদুর্ব্বিপাকে নানাপ্রকারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে সংসারের দুর্ব্বিসহ কষ্টে পতিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনর Mr. Harricyর কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হন এবং

তাঁহারই চেষ্টায় ইং ১৮৩৩ সালের Reg IX অনুসারে ডেপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে কালেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ ৪০ বৎসর বয়সে তিনি কালকবলে পতিত হন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী ও অতুলচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, অনুকুলচন্দ্র এবং সানুকুল-চন্দ্র—এই চারি পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্র যথাকালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৬৪ সালে স্যার্ উইলিয়মের সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর পদের জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের সহিত প্রতি-যোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পদে নিযুক্ত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকা কালে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বহু জেলায় কার্য্য করেন এবং তৎ তৎ স্থানে বহু সুখ্যাতিমূলক কার্য্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টারের পদে উন্নীত হন এবং ১৯০২ সালে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দানে ভূষিত করেন।

—জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা—

কালেক্টর নবচন্দ্রের মধ্যমপুত্র প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন; যথাকালে বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও অঙ্কে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নৈতিক চরিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইতেন। ক্রমে তিনি প্রশংসার সহিত এফ, এ ও বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেম্ব্লী ইনষ্টিটিউসনে এম্, এ পড়িতে থাকেন। তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা এত বলবতী ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক রাশি রাশি সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপে শিক্ষাবস্থাতেই তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এম, এ, পরীক্ষা পাশ করিবার পর বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৭০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্ম্ম-জীবন

আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া সেই বৎসরই প্রতুলচন্দ্র অসুস্থ হইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য ১৮৭২ সালে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের চীফ্ কোর্টের উকিল —ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীর-সচিব স্বনামধন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের নিকট গমন করেন এবং একবৎসর পরেই তথাকার চীফ্ কোর্টে

ওকালতি আরম্ভ করেন। উক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন রায় প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী ব্যবহারজীব লাহোর চীফ্ কোর্টে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। এখানে প্রতুলচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই আইন-ব্যবসায়ে লোকোত্তর প্রতিভা-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অমর কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিতকার একস্থলে লিখিয়াছেন যে, 'আইন ব্যবসায়ের একদিকে উজ্জ্বল আলোক ও অপরদিকে গাঢ় অন্ধকার সঞ্চিত থাকে।' অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিদ্যায়তনের প্রাচীর বেষ্টনী হইতে সদ্যঃ বহির্গত নবোদ্যমশীল যুবকবৃন্দ মরুমধ্যবর্ত্তিনী মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সেই আলোক-রশ্মির দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গাঢ় অন্ধকাররাশি দেখিয়া জীবন নৈরাশ্যময় দেখিয়া থাকে। বাঙ্গালার স্যার এস, পি, সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ অনেক কৃতি ব্যবহারজীবেরই প্রথম জীবনে এরূপ সঙ্কট দেখা গিয়াছিল। এমন কি, লর্ড সিংহ—যিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বোচ্চ পদগুলি পর পর অধিকার করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণরের পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন—তিনিও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারিতে প্রথমে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া জীবন এরূপ নৈরাশ্যপুর্ণ দেখিয়াছিলেন যে, সামান্য মুন্সেফ পদের জন্য দরখাস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবনের শুভ উষাক্ষণে এরূপ সঙ্কট দেখা দেয় নাই। প্রথম হইতেই আইনশাস্ত্রে তাঁহার প্রখর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভা দর্শন করিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই লোকোত্তর প্রতিভা, অসাধারণ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে স্যার প্রতুলচন্দ্র সেই সুদূর প্রবাসে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভাষার লোকের মধ্যে এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—যাহা স্বজাতি ও স্বদেশবাসির মধ্যে লর্ড সিংহও করিতে পারেন নাই। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার কৃতিত্ব ও যশের বার্ত্তা দিন দিন কুসুমপরিমলবাহী সমীরণে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি বিস্তর অর্থও উপার্জ্জন করিয়া ক্রমে পাঞ্জাবে জমিদারী সম্পত্তি আদি অর্জ্জন করিলেন। আইন শাস্ত্রে তিনি ডি, এল, এবং এল, এল, ডি পদবীতেও ভূষিত হইয়াছিলেন।

চীফ্ কোর্টের বিচারাসনে

আইনসংক্রান্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়সকল প্রতুলচন্দ্র যুক্তি-কৌশলে এবং অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে নিতান্ত সহজবোধ্য, সরল ও স্পষ্ট করিয়া দিতেন। পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি ঐ প্রদেশের অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের বিচার-বিভাগের শৃঙ্খলা-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্র বহুকাল পর্য্যন্ত কাশীর রাজ্যের সহিত আইন-উপদেষ্টারূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার আইনবিষয়ে সুগভীর জ্ঞান ও প্রতিভার সম্মান স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" ও "সি, আই, ই," পদবী দানে সম্মানিত করেন। ১৮৯৪ অব্দে তিনি উক্ত প্রদেশের চীফ্ কোর্টের বিচারাসনে বিচার-পতির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং 'স্যার' (নাইট্) পদবী-ভূষণে অলঙ্কৃত হন। পরলোকগত মাননীয় রামনারায়ণ ব্যতীত ভারতের সীমান্তপ্রদেশে স্যার প্রতুলচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী (বাঙ্গালী দূরে থাক্) এরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েন নাই। পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান করদরাজ্যগুলিকে স্যার প্রতুলচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। বিচারকার্য্যে স্যার প্রতুলচন্দ্র এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, চীফ্ কোর্টে কোন নূতন বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে তাঁহার সহিত কিছুদিন বিচার কার্য্যে বসিতে দেওয়া হইত। খাঁটি, ন্যায়পর ও সূক্ষ্ম বিচারক বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন।

—শিক্ষা বিস্তারে—

স্যার প্রতুলচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ এরূপ প্রবল ছিল যে, ছাত্র-জীবনেই তিনি পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্ম্ম-জীবনেও তাঁহার সেই অধ্যয়নানুরাগ কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই—বিচারপতির গুরুতর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াও তিনি প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি যেমন অধ্যয়নশীল ছিলেন, তেমনই সাধারণের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনের সৌকার্য্যার্থ অধ্যয়ন-স্পৃহা বলবতী করিবার জন্য শিক্ষা-বিস্তারেও বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। পাঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী শিক্ষা-বিস্তারকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে এবং রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ও লাহোরের

'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী বাঙ্গালি-গণের সহযোগিতায় ১৮৮৫-৬ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৬ অব্দে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হন এবং পরে দুইবার উহার ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভাইস চ্যান্সেলাররূপে তিনি ঐ অঞ্চলে শিক্ষা-বিস্তারে বহু উল্লেখযোগ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনেও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভৈষজ্যতত্ত্বাদি বিষয়ে গভীর অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন নিরত ছিলেন এবং বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—রাষ্ট্র-জীবনে—

রাষ্ট্র-জীবনে স্যার প্রতুলচন্দ্র ভারতের রাষ্ট্রগুরু ও জাতীয়তার জন্মদাতা সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলেও জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) সুত্রপাত হইতেই তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পাঞ্জাব প্রদেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিস্তর উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন। তিনি সেই প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও বিশেষভাবে সমাদৃত ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি তথাকার কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় অবসর-জীবন যাপনের জন্য আসিবার পরেও, তথায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গত কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে গবর্ণমেণ্ট অনন্যোপায় হইয়া ঐ সমস্যা মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া লইতেন। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্র-নাথের মতই উদার মতাবলম্বী ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মানজনক সহযোগীতার দ্বারাই যে 'স্বাধিকার' লাভ সম্ভবপর, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। আজ যে কংগ্রেস ৭।৮টি প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, ইহাতেই স্যার প্রতুলচন্দ্রের দূরদর্শী উদারমত সমর্থিত হইতেছে।

—নানাবিধ কার্য্যে স্যার প্রতুলচন্দ্র—

স্যার প্রতুলচন্দ্র লাহোর চীফ্ কোর্টে ওকালতি ও জজিয়তি করিয়াও কর্ম্ম-জীবনে নানাবিধ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি লাহোরে মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনর ও হিন্দু সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। কাঙ্গারাতে ভীষণ ভূমিকম্পে দেবীর পীঠস্থানের মন্দির ভূমিসাৎ হইলে তিনি উক্ত মন্দির উদ্ধার ও পুনর্নির্ম্মাণ কমিটির প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হন। ঐ মন্দির উদ্ধার ও পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। লাহোরে Diamond Jubilee

Hindu Technical Instituteএর তিনিই স্থাপয়িতা; তিনি ঐ জন্য একটী কমিটী গঠন করেন ও উহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯১১ সালে Lahore Industrial & Agricultural Exhibition Committeeর তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। দেওয়ানী আইনে তাঁহার বিশেষ রকম দখল ছিল এবং সেই জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি Indian Civil Procedure Code এর সংশোধন (amendment) করেন। তাহার জন্য তিনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তৎকালের Imperial Councilএর সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন এবং শিমলায় গিয়া ঐ সংশোধন কার্য্যের সমাধান করেন। ১৯১৬ সালে যখন নাভা মহারাজার সহিত গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য হয়, তখন মহারাজা তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের দেওয়ান করিয়া লইয়া যান। ঐ রাজ্যে বহুদিন যাবৎ যে সমস্ত মামলা মিটমাট হয় নাই, তিনি সেগুলিও মীমাংসা করিয়া দেন। হিন্দু বিধবাদের জন্য একটা শিক্ষা-নিকেতন বা আশ্রম স্থাপন করা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী উহা কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহার পরলোকান্তে সহধর্ম্মিণী বসন্তকুমারী দেবী জমি ও বাড়ী দান করিয়া পুরীধামে ঐ আশ্রম স্থাপন করেন। উহা এক্ষণে "বসন্তকুমারী বিধবা-আশ্রম" নামে খ্যাত।

চরিত্র ও মৃত্যু

স্যার প্রতুলচন্দ্রের মাতা বাগবাজার হালদার-বংশীয়া কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী অতি উচ্চ আদর্শসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনিই বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার সন্তানদের মানুষ করিয়াছিলেন, কেননা তাহারা অল্প বয়সে পিতৃহারা হইয়াছিল। স্যার প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন এবং তিনি মাতার অনেকগুলি সদগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। স্যার প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কিন্তু বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার লাহোরে অবস্থান কালে তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ দুই একটি ছাত্র জাতিনির্ব্বিশেষে আহার করিত।

সামাজিক জীবনে স্যার প্রতুলচন্দ্র উচ্চনীচ ও ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। পদোচিত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তিনি জীবনে কখনও কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন নাই। তিনি যে কেবল পাঞ্জাব প্রদেশের সর্দ্দারগণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, তাহা নহে; বহুকাল হইতেই এই সামরিক জাতির উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থার এবং সকল সমাজের লোকের নিকট

সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। দেশের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, এরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে তিনি কখনও ভীত বা সঙ্কুচিত হয়েন নাই। পঞ্জাবে তিনি সকল শুভানুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষা ও সাহিত্য-সভার অনুকূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কি পণ্ডিতগণের সাহিত্য-সভা, কি যুবকগণের তর্ক-সমিতি, বৃহৎ অথবা সামান্য এরূপ যে কোন সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকদীপ্ত আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় বর্দ্ধিত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁহার ব্রাহ্মণসুলভ আকর্ষণ বিলুপ্ত হয় নাই। কৃপানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক কালীসাধক সন্ন্যাসী লাহোরে একটী কালী বাড়ী করেন। এই কালী বাড়ীটি বেশ প্রশস্ত। মাননীয় জাষ্টিস্ স্যার প্রতুলচন্দ্র প্রমুখ প্রবাসী বাঙ্গালিগণ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। একবার লাহোরের এই কালীবাড়ী ও সাহিত্য-সভা শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ং কালীবাড়ী গিয়া সভার কতিপয় অধিবেশনে নেতৃত্ব করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বিচারপতির দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়াও জনসাধারণের সহিত যেরূপ সরল উদার ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার সুদূর প্রবাস ও উচ্চ পদ তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষার অন্তরায় হইতে পারে নাই। তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া ১৯১৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে প্রত্যূষে পরলোক গমন করেন।

স্যার প্রতুলচন্দ্রের ভ্রাতৃত্রয়ের কথা

স্যার প্রতুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তিনি, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও স্যার গুরু-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সব সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা গর্ভমেণ্টে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য বহুদিন খুব সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, সুলেখক ও স্পষ্ট বক্তা পুরুষ ছিলেন। যেখানে তাঁহার উচ্চতম কর্ম্মচারীর দ্বারা স্পষ্টরূপে অবিচার হইতেছে দেখিতেন বা যেখানে তাঁহাদের দ্বারা দেশের ও গর্ভমেণ্টের কল্যাণের হানি হইতেছে দেখিতেন, সেখানে তাঁহা-দিগকে বলিতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখনকার কালের পক্ষে ইহা খুব বড় বিশেষ কথা। এজন্য একবার তাঁহাকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্ভীক ছিলেন এবং নিজের কর্ত্তব্য পালনে একটুও ত্রুটি করেন নাই এবং শেষে জয় লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য গর্ভমেণ্টের

নিকট হইতে ভুয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে তাঁহার হাওড়ার অন্তর্গত শালিখার বাটীতে স্যার প্রতুলচন্দ্রের পরলোকে যাইবার দুই মাস পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সাত পুত্র ও চার কন্যা।

স্যার প্রতুলচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা অনুকুলচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকরীতে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনের পদে প্রবেশ করেন। পরে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বৎসর এনাটমী বা শরীর-তত্ত্বের সিনিয়র ডিমোনেষ্ট্রেটর হন। সার্জ্জেন ও ফিজিসিয়ানরূপে তিনি অতি উচ্চ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ তিনি ১৮৯২ সালে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা ও সহরতলীতে অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা ব্যবসা করিতে থাকেন। কিন্তু ১৮৯৯ সালে অকাল মৃত্যুর দরুণ এরূপ একটী উচ্চ আশাপ্রদ জীবনের অবসান ঘটে। স্যার প্রতুলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সানুকুল চট্টোপাধ্যায় ১৯১২ সালে অতি অল্প বয়সে মৃত হন। তিনি কয়েকটী পুস্তক প্রণয়ন ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বসন্তকুমারী দেবী

স্যার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক পুত্র—বিপিনচন্দ্র ও এক কন্যা ননীবালাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তিনি দ্বিতীয় পক্ষে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী জমিদার ও ব্যবসায়ী মুখ্য কুলীন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বসন্তকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে সুশীলচন্দ্র, অনিলচন্দ্র, অখিলচন্দ্র ও অমিয়চন্দ্র—চারি পুত্র ও ৺মনোরমা এবং শ্রীমতী সুকুমারী—দুই কন্যা। পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত, ক্রীড়াদক্ষ ও উচ্চপদস্থ। দেবী বসন্তকুমারী একজন আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাঁহার অনেক গুপ্ত দান ছিল। তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়ের গুণে তাঁহাদের দরিদ্র আত্মীয় স্বজনগণ নিয়মিতরূপে তাঁহার নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইতেন। কোন দরিদ্র প্রার্থীই তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। তিনি যেমন কোমলহৃদয়া, তেমই তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষা ও সুনিয়ন্ত্রণগুণেই তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় আজ কর্ম্ম-জীবনের উচ্চস্তরে সমাসীন হইয়া মাতাপিতার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় নানা গুণগ্রামবিভূষিতা নিষ্ঠাবতী পত্নীর সাহচর্য্যে স্যার প্রতুলচন্দ্রের শেষ-জীবন বিশেষ সুখের আকর হইয়াছিল। ৺পুরীধামের "বসন্ত কুমারী বিধবাশ্রম"—এই দয়াবতী মহিলার একটী উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ।

জাষ্টিস স্যার প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কে, টি,; সি, আই, ই
রায় বাহাদুর, এম, এ, বি, এল,
(১১৭ পৃঃ)

স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের সহধর্মিণী
স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী
৺পুরী বসন্তকুমারী-বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী
(১২৪ পৃঃ)

গ্রন্থকার

বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমের কথা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দেবী বসন্তকুমারী তাঁহার স্বামী স্যার প্রতুলচন্দ্রের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের কলিকাতার বসতবাটীর পার্শ্বস্থ নিজেদের অপর একটী বাটীতে একটী বিধবাশ্রম স্থাপনা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি যখন ৺পুরীধামে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই বিধবাশ্রম নিজেরই পুরীর বাটীতে স্থানান্তরিত করেন। সমাজে হিন্দু বিধবাদের, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা বিধবাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া, যাহাতে তাহারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয় মানবতার সেবায় জীবনকে উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, তজ্জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে নৈতিক, মানসিক ও জীবিকার্জ্জনোপযোগী কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ১৯২৭ সালে তাঁহার পুরীধামের বাটীতে এই বিধবাশিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার বয়সের আধিক্যহেতু তিনি আশ্রমের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছেনা দেখিয়া ও তাঁহার ইহ জগতের অন্তিম সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি ১৯৩০ সালে একটী Trust Deed সম্পাদন করিয়া তাঁহার ৺পুরীধামের জমি ও বাটী আশ্রমকে দান করিয়া উহা কলিকাতার সরোজনলিনী-নারী-মঙ্গল-সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। বর্ত্তমানে এই শিল্পাশ্রম "বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম" নামে খ্যাত এবং সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির কার্য্যকারিতায় পুরীর রাজা সাহেব, মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, স্থানীয় উকিল সম্প্রদায়ের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও কতিপয় নেতৃস্থানীয়া মহিলার দ্বারা একটী শক্তিশালী কমিটি গঠিত হওয়ায় আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সম্পর্কে উক্ত নারী-মঙ্গল-সমিতির মুখপত্র "বঙ্গলক্ষ্মী"র সম্পাদিকা—কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের বধু শ্রীমতী হেমলতা দেবীর অক্লান্ত কর্ম্মোদ্যমই বিশেষ প্রশংসনীয়। দেবী বসন্তকুমারী যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন মাসিক ১০০৲ করিয়া আশ্রমে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ Trust Deed সম্পাদনের এক মাস পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেও তাঁহার কৃতী পুত্রগণ মাসিক ১০০৲ করিয়া তিন বৎসর সাহায্য করেন এবং এক্ষণেও তাঁহারা যথাসাধ্য নিয়মিত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। দেবী বসন্তকুমারীর এক পুত্রবধু (বাঙ্গালার জনস্বাস্থ বিভাগের ডিরেক্টর Lt. Col. A. C. Chatterji. মহাশয়ের পত্নী) শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী একটী বৃত্তি

দিতেছেন। গত ১৯৩৮ সাল হইতে কংগ্রেস্ নেত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এম্, এ, ইহার তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও সমাজ-উন্নয়নেই সুপরিচিতা নহেন, একজন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী বলিয়াও ইঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। ইঁহার তত্ত্বাবধানে 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার প্রেরিত ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়,—'বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার কতিপয় দানশীল ব্যক্তির সাহায্যে আশ্রমের সম্মুখে একটী বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীদিগকে মধ্যইংরাজী পাঠ্য তালিকা (M. E. Course) পর্য্যন্ত সাহিত্য, ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক শিক্ষার সঙ্গে সুতাকাটা, বয়নবিদ্যা, শেলাইশিক্ষা, ছুঁচের কাজ, পুতুলের কাজ, কাগজ ও কাগজের ঠোঙা প্রস্তুত, রঞ্জন, অঙ্কণ ও মুদ্রণের কাজ, চামড়ার কাজ, উলের কাজ, নক্সার (modeling) কাজ, প্রস্তর ও কাঠের কাজ, এবং বাস্কেট্ তৈয়ারীর কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত ৪১ জন বালবিধবা এই আশ্রম হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন হাইস্কুলে ও টিচার্স ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষা করিতেছে; ১০ জন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নানা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে, ১ জন উড়িষ্যার এক ডিস্পেন্সারীতে কম্পাউণ্ডার ও নার্সের কাজ করিতেছে, ১ জন বাঙ্গালার হাঁসপাতালে নার্স, ২জন নার্সের কাজ শিখিতেছে, ৩জন গ্রাম উন্নয়নের কাজ করিতেছে। বাকী ১৪ জন শিক্ষার পর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।'

—স্যার প্রতুলচন্দ্রের বংশ-কথা—

স্যার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র—বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোরে আইন-ব্যবসায়ী ও Asst. Public Prosecutor ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Military Account officeএ কার্য্য করেন; মধ্যম শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে Mechanical ও Electrical Engineering পাস করিয়া বিলাতের Glasgow Universityতে B. Sc. (Eng.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে E. I. Ryতে Rolling Stock Officerএর কার্য্য করেন, তৃতীয় শ্রীমান্ অমলচন্দ্র B. A. B.L. কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। স্যার প্রতুলচন্দ্রের প্রথম পক্ষের একমাত্র কন্যা ননিবালা দেব্যা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অনুবাদক প্রসিদ্ধ রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, পি, আর, এস মহাশয়ের পত্নী। দ্বিতীয় পক্ষে স্যার প্রতুলচন্দ্রের—জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় লাহোর হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্‌ ও মিউনিসিপালিটীর উকীল। ইনি উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শান্তিলতা দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র—সুধীর ও কমল এবং দুই কন্যা—আশালতা ও কমলা।

লেঃ কর্ণেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই, এম, এস্‌,

এম্‌, বি, (ক্যাল), ডি, পি, এইচ (কেম্ব্রিজ), ডাব্‌, পি, এইচ (জন হপ্‌কিন্স্‌)

—:০:—

জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা

স্যার প্রতুলচন্দ্রের মধ্যম পুত্র—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পাব্‌লিক্‌ হেল্‌থ অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য বিভাগের জনপ্রিয় ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই, এম্‌, এস (Lt. Col. A. C. Chatterji, I.M.S.) মহাশয় ১৮৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ফুটবল খেলায় ইনি খুব পটু ছিলেন। ১৯১০ সালে ইনি লাহোর হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। ১৯১৬ সালে ইনি এম,বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্ত্তী ১৯১৭ সালের ইণ্ডিয়ান্‌ মেডিক্যাল সার্ভিসে (I. M.S.) ভর্ত্তি হন।

কর্ম্ম-জীবন

ঐ সময় ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। ১৯১৮ সালে ইনি ঐ মহাযুদ্ধে মিশর ও পরে পালেষ্টাইনে গমন করেন ও ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ইনি North Western Frontier প্রদেশে গমন করেন এবং সেই অঞ্চলে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস অবধি থাকেন। এই সময়ের মধ্যে ওয়াজিরীস্থানের রজমক ফিল্ড কোর্সে ছিলেন এবং রজমক অধিকার কালে সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন। ১৯২৩ সালে ইনি কেম্ব্রিজে অধ্যয়নের জন্য যান এবং ১৯২৪ সালে ফিরিয়া আসিয়া ঐ অঞ্চলে Deputy Assistant Director of Pathologyর নূতন কাজ ইনি এবং অন্য একজন ভারতবাসী ভারতীয়দের

মধ্যে প্রথম পান। ১৯২৭ সালে ইনি কলিকাতায় কিছুদিনের জন্য পুলিশ সার্জ্জেন হইয়া আসেন। কয়েক মাস শ্রীরামপুর ও বর্দ্ধমানে সিভিল সার্জ্জেনও ছিলেন। ১৯২৮ সালে ইনি পুনরায় মিলিটারী বিভাগে ফিরিয়া যান। ১৯২৯ সালে আবার কলিকাতায় আসিয়া কয়েকমাস আলিপুর ইণ্ডিয়ান্ মিলিটারী হসপিটালের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন। ১৯৩০ সালে ইনি পুনরায় অধ্যয়নের জন্য আমেরিকা যান এবং সেখানে John Hopkyns Universityতে Dr. P. H. পরীক্ষা পাশ করেন এবং আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য ষ্টেট্ এবং ইউরোপের জার্ম্মাণ, সুইজারলেণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া আসিয়া ১৯৩১ সালে কলিকাতায় Indian Military Hospitalএ ফিরিয়া আসেন। এস্থান হইতে ১৯৩১ সালে বর্ম্মা-বিদ্রোহের সময় ঐ প্রদেশে গমন করেন এবং ১৯৩২ সালে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পরেই Asst. Director of Public Health হইয়া দিল্লী প্রদেশে চলিয়া যান। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাস অবধি ইনি ঐ অঞ্চলে ছিলেন এবং ঐ সালের মে মাসে ইনি বাঙ্গালায় Director of Public Health হইয়া আসেন এবং এক্ষণে ঐ পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ পাইয়াছেন।

চরিত্র-চিত্র ও বংশ-কথা

কর্ণেল চাটার্জ্জী তদীয় পিতা জাষ্টিস্ স্যার প্রতুলচন্দ্রের সমস্ত সদ্‌গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। মাতা বসন্তকুমারী দেবীর সুশিক্ষাগুণেই ইঁহার জীবন উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়াছে। ইঁহার কর্ম্ম-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইনি অসমসাহসী, দৃঢ়চেতা ও কঠোর কর্ম্মনিষ্ঠ; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ইঁহার নিতান্ত সারল্য ও সৌজন্যপূর্ণ বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণেল অনিলচন্দ্র কর্ম্ম-জীবনে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার সর্ব্ববিধ সুযোগ পাইয়াও তাঁহার স্বর্গীয় পিতা স্যার প্রতুলচন্দ্রের মতই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন রহিয়াছেন। ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কালী বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য যে কমিটি স্থির করা হইয়াছিল, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইনিই ঐ কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাই ইঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার যোগ সমাদর। ১৯৩৩ সাল

হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসর যাবত ইনি ঐ পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার আন্তরিক প্রযত্নে মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে এ পর্য্যন্ত যতগুলি কালীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গঠন-শ্রী ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে দিল্লীতে যে প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন আহুত হয়, তাহাতে ইনি প্রধান কর্ম্ম-সচিব ছিলেন। ইঁহার কার্য্য-নৈপুণ্যে সমাগত সাহিত্যিকমণ্ডলী বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ ইনি বহু ধর্ম্ম ও জনসেবামূলক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন।

ইনি উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় কে, টি, সি, বি, ই'র ভগ্নী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার বর্ত্তমানে তিন পুত্র—সমরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র এবং তিন কন্যা—উমারাণী, অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা।

স্যার প্রতুলচন্দ্রের অপর পুত্রদ্বয়ের কথা

স্যার প্রতুলচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় O. B. E. দিল্লীতে Military Quarter Master General Officeএ উচ্চপদে কার্য্য করেন। ভারতবাসীর মধ্যে এই পদ ইনি প্রথম পাইয়াছেন। ইনি ফুটবল ও টেনিস্ খেলায় বিশেষ দক্ষ। রংপুর জেলার বামুনডাঙ্গা নিবাসী বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র—অজিত ও খোকা। স্যার প্রতুলচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র অমিয়চন্দ্র B. N. Ryর আদ্রায় Dist. Commercial Officer পদে আছেন। কিছুদিন তিনি B. N. Ryর হেড্ অফিসে Superintendent General এর পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিও প্রথম এই পদ পান। ইনি সাহিত্যানুরাগী, গ্রন্থকার ও সঙ্গীত-বিদ্যায় ইঁহার দখল আছে। গরলগাছার জমিদার হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী শচীরাণী দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার এক পুত্র—অজয়।

স্যার প্রতুলচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের কথা

স্যার প্রতুলচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমা কন্যা ৺ মনোরমা দেবী এলাহাবাদ হাইকোর্টের জাষ্টিস্ স্যার প্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র রায়বাহাদুর জাষ্টিস্ ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী। তিনি সাহিত্যানুরাগিণী

ও চিত্রাঙ্কণ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন এবং নারী-কল্যাণার্থে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই যোগদান করিতেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অন্যতমা সদস্যা ছিলেন। স্যার প্রতুলচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবী জাষ্টিস্ স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এ'র পত্নী।

—উপসংহার—

স্যার প্রতুলচন্দ্রের জীবনের যে সকল প্রধান কার্য্য বা ঘটনার সন ও তারিখ উল্লেখ হয় নাই, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এইস্থলে সন তারিখ সহ ঐ সকল পুনরায় উল্লেখ করিয়া তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী সমাপ্ত করিলাম। তিনি বাং ১২৫৫ সালের (ইং১৮৪৮ সাল) ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন; ইং ১৮৯১ সালে "রায় বাহাদুর" ১৯০৩ সালে "সি, আই, ই," ১৮৮৯ সালে লাহোর চীফ্ কোর্টের জজ মনোনীত ও ১৮৯৪ ঐ পদে পাকা হন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির অন্তর্গত: Oriental College এর সহিত বিশেষ ভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। এই কলেজে প্রাচ্য ভাষাগুলি, যথা—ফার্সি, সংস্কৃত, আরবি ইত্যাদি বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্যার প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী বসন্ত কুমারী দেবী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার উন্নতি কল্পে তাঁহার স্বামীর নামে পাঁচ হাজার টাকার একটি endowment বা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৪ সালে ও ১৯০৭ সালে তিনি দুইবার ঐ ইউনিভারসিটির ভাইস্ চেন্সেলার হন। স্যার প্রতুলচন্দ্র ১৯০৮ সালের ইউনিভারসিটির কন্‌ভোকসনে ভাইস চান্সেলারের বক্তৃতায় পাঞ্জাবী ভাষার উৎকর্ষের জন্য এবং পাঞ্জাবী ভাষা স্কুল ইত্যাদিতে যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়—কারণ ছাত্রদের শিক্ষা তাহাদের নিজেদের মাতৃভাষায় হইলে সহজে হইবে—তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন। ১৯০৮ সালে পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি তাঁহাকে অনরারী "এল, এল, ডি" ডিগ্রি দেন এবং ঐ সালে তিনি জজীয়তি হইতে অবসর লন। ১৯০৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী "ডি, এল," ডিগ্রির দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯০৯ সালে তিনি "স্যার" হন।

স্যার প্রতুলচন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার প্রাণ-প্রিয়া সাধ্বী সহধর্ম্মিনী দেবী বসন্তকুমারী ভূতলে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে চিরঅমর করিয়া রাখিবে। তাঁহাদের পুত্রগণ সকলেই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিশিষ্ট গুণগ্রামে এই স্বর্গীয় দম্পতির শাশ্বত কীর্ত্তিগৌরব দিগন্ত প্রসারিত করিতেছেন।

বৌবাজার দাস-বংশ

৺শ্রীনাথ দাস

বংশ-পরিচয়

কলিকাতার বহুবাজারের শ্রীনাথ দাস লেনের দাস বংশ অগ্নি-কুলোদ্ভব কাশ্যপ গোত্র, পশ্যপ, অবসার নৈদ্ধ্রুব প্রবরাঃ। সাক্রালী সমাজ—সদাশিব দাস-বংশে চন্দ্রশেখর—শচিরাম—শ্রীকৃষ্ণ,—ছকড়ি—মুরারী—সহস্র ও তৎপুত্র জগন্নাথের নাম পাওয়া যায়। জগন্নাথের পুত্র রামলোচন দাস মহাশয় চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যশোহর বিভাগ্‌দী গ্রামের গৌরমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি যাবতীয় ৺পূজাপার্ব্বণের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং প্রায় ১৫০ বৎসর তাহা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। রামলোচন (জন্ম ২৯।৮।২৭৯৫, মৃত্যু ১৫।২।১৮৮৪) দাতা ছিলেন।

জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা

ইং ১৮২৯ সালের ৮ই মার্চ্চ রবিবার শেষরাত্রি ৩।১৫ রামলোচনের পুত্র শ্রীনাথ দাস মহাশয় কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎকালীন প্রথানুসারে মাত্র ১১ বৎসর বয়সে কলিকাতার ঠন্‌ঠনে নিবাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর ঘোষের বংশে হলধর ঘোষের কন্যা রমণীসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাঁহার শ্বশুরের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তিনি হিন্দুস্কুলে প্রেরিত হন। ক্লাশে তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং অসংখ্য পুরস্কার ও স্কলারসিপ্‌ পাইয়াছিলেন। ১৭ কি ১৮ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার অপেক্ষা সিনিয়র বহু ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪৭ ইং মাসিক ৪০৲ হিসাবে সিনিয়র স্কলারসিপ ও দক্ষিণারঞ্জন স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। ইং ১৮৯৬ সাল হইতে ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বোচ্চ গ্রেডের সকল স্কলারসিপ্‌ লাভেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি গণিতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইতেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রদের

তালিকায় তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইত।—তাঁহার কলেজ-জীবনের শেষ দুই বৎসর তিনি সমস্ত সিনিয়র স্কলারের মধ্যে প্রথম ছিলেন। "Indian Judges"নামক পুস্তকে জজ দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

......He had a passion for the English language and for Mathematics. At College he won the Gold Madel for the best English essay in 1853 ; many Europeans of his day used to admire his English and pronounce it to be superior to that of most English man. His passion for Mathematics led to his friendship with Babu Sreenath Das. Babu Sree nath Das was a brilliant mathematician ; even when he was a student at College, he was appointed to act as a teacher of Mathematics in a temporary vacancy ; and after his course was over he became the professor of Mathematics at the Sanskrit College Calcutta. But his friendship with Babu (Justice) Dwarkanath Mittra (1836—8874) induced him to take the legal profession. For, not with standing Babu Dwarkanath's love for Mathematics, his heart was set on becoming a lawyear.

তৎকালে ইহা প্রথা ছিল যে, কাউন্সিল অব্ এডুকেশন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষার্থীর লিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি প্রকাশ করিতেন। যুবক শ্রীনাথের গণিতের প্রশ্নোত্তরগুলি কাউন্সিলের রিপোর্টে প্রকাশিত হইলে উহা অতীব প্রশংসার্হ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায় কর্ত্তৃপক্ষ এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি নিম্নশ্রেণীর ছাত্র হইয়াও মধ্যে মধ্যে শিক্ষকের অনুপস্থিতি কালে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষকতা করিতেন। যে সকল ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ অন্যতম।

কলেজে শ্রীনাথ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী —এই দুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনিষী ও নিপুণ শিক্ষানীতিবিদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। ১৮৪৭—১৮৪৮ প্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী প্রথমও শ্রীনাথ দাস চতুর্থ হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীনাথের নিকট সেক্সপীয়র পড়িতেন এবং শ্রীনাথ তাঁহার নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা ৺ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত পাঠে জানা যায়। ১৮৫১—৫২ সালে শ্রীনাথ একজন সুপণ্ডিত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং গণিত শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের কমিশরিয়েট বিভাগে অডিটারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ম্ম-জীবনের সূচনা ও অধ্যাপনা

১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীনাথ সংস্কৃত কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপকতায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি লাভ হয় এবং তিনি কলেজের উপরিস্থ সকলের ও ছাত্রবর্গের বিশেষ প্রিয় হন। সম্ভবতঃ শ্রীনাথ নিপুণ শিক্ষা-নীতিবিদ্ ও অধ্যাপকরূপেই তাঁহার জীবন কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহাকে আরও প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্রে দিগন্তপ্রসারী খ্যাতি ও গৌরব লাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আইন ব্যবসায়ে খ্যাতি

শ্রীনাথ তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রের পরামর্শে ১৮৫৫ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরেই ১৮ই এপ্রিল সদর দেওয়ানী আদালতে উকীলশ্রেণীভুক্ত হইয়া আইন ব্যবসায়ে রত হন। বারে স্বর্গীয় অনুকুল মুখোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ মিত্র তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহারা যথাক্রমে ঐ বৎসরেরই ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চ্চ যোগদান করেন। তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে একত্রে আইন ব্যবসায়ে নিরত ছিলেন। ১৮৬২ সালে তিনি তথায় ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ব্যবসা-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ বারের অন্যতম নেতারূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি স্যার বারনেস্ পীকক্ শ্রীনাথের ব্যবহারশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন ও তাঁহার কোন রায়ে তাঁহার সম্বন্ধে অতি উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের দুইজন জজের মধ্যে মতের পার্থক্য ঘটিলে Letters Patent অনুসারে আপীল করিবার ক্ষমতা আছে,—শ্রীনাথ এসম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার শিক্ষা এসম্বন্ধে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল

এবং Map Cases নামে পরিচিত মামলার তিনিই একমাত্র authority ও expert বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং অতি বৃহৎ মামলাতেও তাঁহাকে নোটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। জটিল ঘটনাবলীর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব অতুলনীয়, ব্যবহার-শাস্ত্রে জ্ঞান প্রগাঢ় ও অত্যুজ্জ্বল ছিল। তাঁহায় দৃঢ় বিচারবুদ্ধি, চরিত্রের মহতী স্বাধীনতা ও শান্ত মেজাজ জন-সমাজে তাঁহাকে বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল; বস্তুতঃ জীবনে তিনি কখনও ধৈর্য্য হারান নাই বা জুনিয়ার উকীল বা মক্কেলগণের প্রতি কখনও রুক্ষ ব্যবহার করেন নাই। আইন-ব্যবসার সমগ্র অধ্যায় ব্যাপী তাঁহার সুবিস্তীর্ণ ও লাভজনক পসার ছিল। পরলোকগত জষ্টিস্ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সারদাচরণ মিত্র যখন উকীল ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত একই বিচারালয়ে কাজ করিয়াছেন, এমন কি সময়ে সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তাঁহার অধীনে জুনিয়ার উকিলরূপেও কাজ করিয়াছেন। ৺শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সিনিয়র উকীলগণকে অভিভাবক ও উপদেষ্টারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সেকালে উকীলবাবুর পিতৃস্বরূপ (Father of the Vakil Bars) ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

শ্রীনাথের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও উপকৃত হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চেন্সেলার Sir Comer Patheram কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া শ্রীনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং কিয়ৎকালের জন্য সিণ্ডিকেটের Faculty of Law এ প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

চরিত্র-চিত্র ও মৃত্যু

দয়ালু অন্তঃকরণ, সদাপ্রফুল্ল মেজাজ ও উদার প্রকৃতি শ্রীনাথের নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল। তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে অসংখ্য লোকের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু উন্নতিকামী জুনিয়র উকীলেরই বন্ধু ছিলেন। মামলা বা আইনের জটিল ধারা সংক্রান্ত বিষয়ে জুনিয়র আইন-ব্যবসায়ী মাত্রেই তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরামর্শ দান করিতেন। ব্যবসায় ও ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় সাধারণ জীবনেও তিনি

জাঁকজমক ও বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখনও সম্মান ও মান-মর্য্যাদা আকাঙ্খা করেন নাই; কিন্তু সেই সম্মান ও মর্য্যাদা আপনিই তাঁহাকে বরমাল্যে বিভূষিত করিয়াছিল। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রথম নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন; মিউনিসিপালিটী তাঁহার নামে একটী রাস্তার নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন; এই 'শ্রীনাথ দাস লেনে'ই তাঁহার ভদ্রাসন অবস্থিত। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও কিয়ৎকালের জন্য সিণ্ডিকেটে 'ল ফেকালটি'র প্রতিনিধি ছিলেন, এবং ল' পরীক্ষার অনার্সের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু গুপ্ত দান ছিল এবং দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিতেন, বাম হস্ত কদাপি তাহা জানিতে পারিত না। স্থানীয় বালক বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য বিশেষতঃ সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণকল্পে তাঁহার দাতব্য ভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অত্যাশ্চর্য্য অফুরন্ত গুণগ্রামে, পরদুঃখকাতরতায়, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য অনাড়ম্বর বদান্যতায়, দেশের দুর্ভিক্ষ, বন্যাপ্লাবন ও মহামারী প্রভৃতি যে কোন মুর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত বিপদপরম্পরায়, আন্তরিক সহানুভূতিতে, মূর্ত্তিমান ধর্ম্মবিশ্বাসে, অফুরন্ত উদারতায়, নীরব বদান্যতা ও জনহিতৈষিতায়, হৃদয়ের বিশালতায়, মেজাজের একবিধ সমতায়,—ব্যবহার শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞানে তিনি তাঁহার সমসাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আত্ম-প্রশংসা বা আত্ম-বিজ্ঞাপনীকে তিনি বিষতুল্য ঘৃণা করিতেন। তিনি উকীল বারের নেতারূপে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন স্নেহবান পিতা, প্রেমময় স্বামী, বিবেচক আত্মীয়, সদয় রক্ষক, আন্তরিক বন্ধু, বদান্য প্রভু ও দয়ালু উদার-হৃদয় জমিদার ছিলেন। তাঁহার আত্মা সাধারণ মানবীয় স্তরের বহু উর্দ্ধে বিরাজিত ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য রীতি-পদ্ধতি তাঁহার বাড়ীতে নিষ্ঠাসহকারে পালিত হয়। গণিত ও জ্যোতিষে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ধর্ম্মকার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইত। পঞ্জিকা সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহিত বিশেষ আলোচনা হইত। তিনি তাঁহার সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ধর্ম্মোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন এবং বাড়ীতে গৃহদেবতার প্রাত্যহিক পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত হস্ত ছিলেন এবং কখনও অর্থসঞ্চয়ে যত্নবান হন নাই।

৺পূজা ও সমস্ত উৎসবাদির সময় তাঁহার বাটীর দ্বার সকল প্রতিবেশীর জন্যই উন্মুক্ত থাকিত এবং শ্রীনাথ ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অতিথিকেই অক্ষয় সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে অভ্যর্থনা করিতেন। ওকালতী হইতে শ্রীনাথ অবসর গ্রহণ করিলে উকিল সভা ১৯০৬ সালে তাঁহার প্র্যাক্টীসের 'জুবিলী উৎসব' সম্পন্ন করেন। ১৯০৭ সালের ১৩ই সেপ্টম্বর বেলা ২ ঘটিকা ১০ মিনিটের সময় শ্রীনাথ দাস মহাশয় ১০ নং শ্রীনাথ দাশ লেনস্থ নিজ ভদ্রাসনে তাঁহার বিস্তর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন।

শ্রীনাথের পুত্রগণের কথা

উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫)

শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ অকালে মৃত হন। দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রতিভা দেশবাসীর হৃদয়ে মহতী আশার সঞ্চার করিয়াছিল; কিন্তু যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' 'শরৎ সরোজিনী, 'দাদা ও আমি' প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ নাটকের গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় ভিন্ন জাতীয়া এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহুবৎসর বিলাত ছিলেন। অন্তিমে নিজ ভদ্রাসনে পিতার কোলেই দেহত্যাগ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম-এ, বি-এল

(১৮৫৩—১৯৩২)

শ্রীনাথের তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ অকালে মৃত হন। চতুর্থ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, বি-এল ছিলেন এবং এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হইয়া রাধাকান্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ সময় ওকালতি ছাড়িয়া ১৮৮৩ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "সময়" পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

এটর্ণী সুরেন্দ্রনাথ দাস (১৮৫৫—১৯২০)

শ্রীনাথের পঞ্চম পুত্র সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা সলিসিটর ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে শিমলার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মিত্রের দুহিতা জ্ঞানদা সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শিক্ষা-জীবন

অত্যুজ্জল ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এটর্ণীর কার্য্যে তাঁহার বিস্তৃত পসার ছিল। তিনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার কর্পোরেশনের প্রসিদ্ধ ২৮ জন কমিশনরের অন্যতম ছিলেন এবং একযোগে পদত্যাগ করেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে এবং রাজনীতিক সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৯২০ সালের ১৯শে মে বেলা ৩-৩৬ মিনিটের সময় তিনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

দেবেন্দ্রনাথ দাস, বি-এ, (কেম্ব্রিজ)
(১৮৫৭-১৯০৯)

শ্রীনাথের ষষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। হিন্দু স্কুল হইতে ১৮৭২ খৃঃ তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ২০ টাকা স্কলারসিপ পান। ১৮৭৪ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ,এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গোয়ালির মেডেল ও ৪০ টাকা স্কলারসিপ্ পান। ১৮৭৬ খৃঃ বিলাত যান। ১৭৭৮ খৃঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সপ্তদশ স্থান অধিকার করেন। ১৮৭৯ কেম্ব্রিজ ক্লেয়ার কলেজে ২০০ টাকার পুস্তক ও দুই বৎসরের জন্য ৬০ টাকা মাসিক বৃত্তি পান। ১৮৮১ খৃঃ অঙ্ক শাস্ত্রে দ্বিতীয় হইয়া বি-এ উপাধি পান। ১৮৮২ খৃঃ কলিকাতায় ফিরিয়া ৫ মাস পরে সস্ত্রীক বিলাত যান ও ১৮৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত বিলাতে নানাবিধ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। তিনি তাঁহার ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকের 'নোটের' জন্য ছাত্রসমাজে মিঃ ডি, এন, দাস নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সামাজিক উন্নয়ন ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৯২ খৃঃ সিটী কলেজে একবৎসর ইংরাজীর অধ্যাপক থাকেন। ১৮৯৩—৯৯ পর্য্যন্ত Century School ও Collegiate School পরিচালনা করেন। ১৯০৩—৮ পর্য্যন্ত এফ, এ ও বি, এ ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকের ৩১ খানি নোট প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজীতে Schetches of Hindu life ও বাঙ্গালায় "পাগলের কথা" নামে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মজীবনী প্রণয়ন করেন। ১৯০৯ সালে ১১ই জানুয়ারী বেলা ১২টায় কলিকাতায় স্বর্গলাভ হয়। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিণী "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রাজেন্দ্রনাথ দাস (১৮৬৯—১৯১৩)

শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সামাজিক ছিলেন ও যৌবন বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীনাথের দেবোত্তর সম্পত্তির তিনি প্রথম

'সেবাইত' ছিলেন এবং তদীয় পিতার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চ্চনা ও উৎসবাদির বিশেষ যত্ন লইতেন।

শ্রীনাথের পৌত্রগণের কথা

শ্রীনাথ মৃত্যুকালে তাঁহার চতুর্থ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের শাখায় ৪ পৌত্র ও কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথের শাখায় ৫ পৌত্র রাখিয়া যান। তিনি তাঁহার উইলে এই পৌত্র নয়জন ও তাঁহাদের বংশধরদিগকে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে যথাক্রমে সেবাইত পদে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া গয়াছেন।

শ্রীযুত উদয়কুমার দাস, বি-এল,

সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উদয়কুমার দাস, বি-এল ১৮৮০ সালের ২২শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের পর বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তিনিই বর্ত্তমানে শ্রীনাথের দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তাঁহার সুপরিচালনা-গুণে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তাঁহার সদগুণের জন্য যতবার তিনি দেবোত্তর সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য গিয়াছেন, সেই সময় প্রজারা শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়কুমার শ্রীনাথের অত্যন্ত প্রিয় পৌত্র ছিলেন এবং উকীল শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ব্রজলাল চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার জুনিয়ররূপে কার্য্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরেই বারে যোগদান করেন। তিনি পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসু-বংশের স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ বসুর কন্যা—মৃণালিনীকে ও তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর গিরীন্দ্র বাবুর অপর কন্যা নিভাননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতামহ শ্রীনাথ দাসের আগ্রহ ও উৎসাহে 'শ্রীনাথ মিল' নামে এক কটন মিল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুনীলকুমার দাস উহা পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীনাথের দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইতরূপে তাঁহার প্রতি ন্যস্ত ধনভাণ্ডারের তিনি যথোচিত সদব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এবং যুবক-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে তাঁহার দানের জন্য তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ ও উদার হৃদয় জমিদাররূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ সম্পত্তি পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ পুলিনকুমার দাস ও শ্রীমান্ সুনীলকুমার দাসকে দান-পত্র করিয়া দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন।

শ্রীযুত অরুণকুমার দাস

সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণকুমার ১৮৮২ সালের ২৬শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমপক্ষে সরসী সুশীলা নাম্নী দুই কন্যা ও সত্যেন্দ্র এবং ধীরেন্দ্র—দুই পুত্র। দ্বিতীয় পক্ষে অঞ্জলি, গীতা ও আরতী নাম্নী তিন কন্যা এবং শ্রীকুমার ও দেবকুমার—দুই পুত্র কলেজে ও স্কুলে পড়িতেছে। দাসবংশে মেয়েদের মধ্যে অঞ্জলি সর্ব্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরে গীতা ও আরতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতা ও সঙ্গীত পারদর্শিতার জন্য 'গীতশ্রী' উপাধি ক্রমান্বয় লাভ করে। সঙ্গীতে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অঞ্জলি, গীতা ও আরতি বহু স্বর্ণ পদকাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র তপনকুমার (১৮৮৭-১৯২৫) ও চতুর্থ পুত্র গগনকুমার (১৮৯০-১৯০৫) অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন।

এটর্ণী শ্রীযুত ভুবনমোহন দাস, এম-এ,

(Mr. B. M. Das M. A, Solicitor)

শ্রীনাথের পৌত্রগণের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনই বিশেষ নাম করিয়াছেন এবং পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ১৮৯৩ সালে ২০শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের F. A. পরীক্ষায় তিনি Senior Scholarship পান ও M. A. পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় (1st Class 2nd হইয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় হরকুমার মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা ও অনারেবল্ মিঃ জষ্টিস্ রূপেন্দ্রকুমার মিত্রের (Hon'bla Mr. Justice R. C. Mitter) ভগ্নীকে প্রথমপক্ষে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার পিতার Article Clerk হন এবং ১৯৩৩ সালে তাঁহার জীবদ্দশাতেই এটর্নীসিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়া এ্যাটনীর তালিকাভুক্ত হন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের কলিকাতার সম্পত্তি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে নিজেরাই বণ্টন করিয়া লন এবং জমিদারী সম্পত্তি "শ্রীনাথ জমিদারী লিঃ" নামে প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি বঙ্গভাষায় "ভারতবর্ষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন" ও 'আত্মোন্নতি' এবং ইংরাজীতে God and his Visions" নামে কয়েকটী পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তিনি "বিবেকানন্দ মিশন" ও "সরোজনলিনী নারীমঙ্গল-সমিতির" আজীবন সদস্য এবং কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি হুগলী নদী ও ক্যানেলের সংযোগস্থলে '২০ নং চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ্-এ নূতন বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রথমপক্ষের পুত্র শ্রীমান্ বিজনকুমার দাস তাঁহার Article Clerk ও দ্বিতীয়পক্ষের দুই পুত্র—শ্রীমান্ কাননকুমার ও কাঞ্চনকুমার কলেজ ও স্কুলের ছাত্র।

বহুবাজার দাস-বংশ

১০নং শ্রীনাথ দাস লেন

রামলোচন
(২৯।৮।১৭৯৫—১৫।২।১৮৮৪)
শ্যামাসুন্দরী
(১৮১৩—১৬।৪।১৮৭৬)
শ্রীনাথ দাস
(৮।৬।১৮২৯—১৩।৯।১৯০৭)
রমণী
(১৮৩১—২৬।২।১৮৭১)
আনন্দময়ী
যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
ভবতারিণী
৺কন্যা
পুত্র কন্যা
১ ৺মহেন্দ্র,
২ ৺উপেন্দ্র,
৺মনোমোহিনী
৺সৌরভিনী
৺বিজয়
৺বসন্ত
৩ ৺ভূপেন্দ্র,
৪ ৺জ্ঞানেন্দ্র,
৺বসন্ত
৺পুত্র
৫ ৺সুরেন্দ্র,
৺জ্ঞানদা
৬ ৺দেবেন্দ্র,
কৃষ্ণভাবিনী
তিলত্তমা
হরিপ্রসাদ ঘোষ
৭ ৺হেমলতা,
৮ স্বর্ণলতা
প্রকাশচন্দ্র মল্লিক
সতীশ
বিপিন
প্রফুল্ল
৯ ৺নরেন্দ্র,
১০ ৺নৃপেন্দ্র,
১১ ৺বিদ্যুল্লতা,
৺অক্ষয় কুমার মিত্র,
শিবপুর,
নিরঞ্জন
১২ মুক্তালতা,
নগেন্দ্রনাথ বসু
শিমলা,
রবীন্দ্র
শচীন্দ্র
সুধীন্দ্র
১৩ ৺রাজেন্দ্র,
৺সরোজিনী,
গণেশ
১৪ ৺রত্নলতা
৺রমেশচন্দ্র ঘোষ
সুশীল
অনিল

৫ ৺সুরেন্দ্র
জ্ঞানদা
বিনোদিনী,
৺হেমচন্দ্র বসু
উদয়,
(ক)
৺কিরণ,
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
অরুণ,
(খ)
৺উষা,
৺তপন,
পঙ্কজ নলিনী
উষাবালা
৺গগন,
৺ভূবন
(গ)
প্রভাষ
নির্ম্মল
কেশব
বাসব
১৩ ৺রাজেন্দ্র
৺সরোজিনী
৺কন্যা,
দ্বিজেন্দ্র,
বীণা
দীনেন্দ্র
বীনা
অবলা,
ননীলাল মিত্র,
সরলা,
মধুসূদন ঘোষ,
অমরেন্দ্র,
সুষমা,
ফনীন্দ্র,
অমিয়া
নির্ম্মলা,
জীতেন্দ্রনাথ বসু,
শৈলেন্দ্র,,
বীণাপাণি
কন্যা
জীতেন্দ্র
সৌরেন্দ্র, আভা, শোভা, ডম্বু, পুত্র
গীতা, মনীন্দ্র, পলীন্দ্র, ভারতী, পুত্র
উমা,
বিমল বসু
সিদ্ধেশ্বর,
রমা,
শান্ত,
শিবানী
পুত্র, কন্যা, পুত্র, পুত্র, কন্যা

উদয়কুমার
(ক)
৺মৃণালিনী,
৺নিভাননী
৺নলিন
পুলিন,
প্রভাত,
সুনীল
উমা
সমীর,
দিপালী,
মিণ্টুবুড়ি
রবীন্,
৺পুত্র,
মাধুরী
অরুণকুমার
(খ)
সুরপমা,
সুরীতি
সরসী,
কুমারকৃষ্ণ
মিত্র,
৺সুশীলা,
সুরথ বসু
সত্যেন্দ্র,
ধীরেন্দ্র
বেরা,
দেবু,
আভা,
শোভা
(খেলা)
অঞ্জলী,
সুবোধকুমার
আদিত্য,
অরূপকৃষ্ণ
(বাব্‌লা)
(শীলা)
গীতা,
গীতশ্রী
(আলো)
শ্রীকুমার,
(মালা)
আরতী,
গীতশ্রী
যমজ
(খোকন)
দেবকুমার

ভুবনমোহন
(গ)

৺লতিকা, — বিজন, অর্পণা

পঙ্কজিনী

নিলীমা, নির্ম্মলেন্দু বসু মল্লিক — পুত্র

কানন,

এমিলী,

সেফালিকা,

কাঞ্চন,

বড়রাণু,

ছোটরাণু,

পুত্র

শ্রীনাথের পৌত্র উদয়কুমার (ক) ও তাঁহার বংশ শ্রীনাথের দেবোত্তর ভদ্রাসনেই বাস করিতেছেন অরুণকুমার (খ) ও তাঁহার বংশ মদন বড়াল লেনে ও ৫০ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট বাস করিতেছেন ভুবনমোহন (গ) ও তাঁহার বংশ ২০ নং চিৎপুর ব্রীজ এপ্রোচে বাস করিতেছেন।

বংশবাটী রাজ-বংশের

শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

অবতরণিকা

বঙ্গদেশে যতগুলি রাজ-বংশ আছে, তন্মধ্যে হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া রাজ-বংশ প্রাচীনতম। রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় ভারত সম্রাট দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব হইতে পুরুষানুক্রমিক "রাজা মহাশয়" সনন্দ ও পঞ্চপর্চ্চা খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী নদীর তীরে বাঁশবন কাটাইয়া এই বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পত্তন করেন। এই রাজ-বংশের অতীতের গৌরবময় ইতিহাস অতিশয় চিত্তাকর্ষক। এককালে সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগের দশ আনি জমিদারী স্বত্ব এই রাজ-বংশের করতলগত ছিল এবং ভাগীরথী তীরে সাতশত বর্গমাইল জমির উপর রাজা রামেশ্বর রায় নির্ম্মিত বিশাল রাজপুরীতে থাকিয়া এই বংশের রাজগণ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। বৈষ্ণব জগতের শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও বাঙ্গালার ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা গণেশ, যদুমল্ল এবং সেওড়াফুলি রাজ-বংশ ও দিনাজপুর রাজ-বংশ প্রভৃতি এই বংশের সহিত রক্ত সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। বংশবাটীর হংসেশ্বরী মন্দির ও বাসুদেব মন্দির প্রভৃতি এই রাজ-বংশের নির্ম্মিত প্রত্নতত্ত্বমূলক মন্দিরাদি দর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই রাজ-বংশের উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি। ইঁহার খ্যাতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, কারণ ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তিনিই সর্ব্বাগ্রণী পথ-প্রদর্শক।

ইউরোপ গমনের সঙ্কল্প ও
—প্রধান মন্ত্রীর পত্র—

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে মুনীন্দ্রদেব ভারতের রাজ প্রতিনিধির গ্রীষ্মাবাস শিমলা শৈলে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় একমাস অবস্থান কালে তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। সেপ্টেম্বর

* বংশবাটী রাজ-বংশের পুরাবৃত্ত ও বিস্তৃত বিবরণাদি এবং কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাসের ২য় খণ্ডে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে কেবল তাঁহার দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণের কাহিণী বর্ণিত হইয়াছে।

মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তদুপলক্ষে ২৫শে তারিখ বোম্বাই রওনা হন। লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনর অনারেবল স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের নিকট বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী অনারেবল মিঃ এ, কে, ফজলুল হক কুমার বাহাদুরকে পরিচিত করিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লেখেন,—Dear Sir Firoj, This is to introduce to you my friend Kumar Munindra Dev Rai Mahasai of the Bansberia Raj in Bengal. He is going to England on a Cultural Mission and I shall deem it a great favour, if you would kindly facilitate his visit to the Universities and other cultural centres in great Britain and Ireland. He will also require facilities to study the internal administration of the City Corporations and County Councils. He is the pioneer of the Library movement in India and is one of the most prominent public man in his part of the province. ২৮শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই বন্দর হইতে কুমার বাহাদুর ভিক্টোরিয়া জাহাজে আরোহণ করিয়া ইয়োরোপ যাত্রা করেন। তখন ইয়োরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা ছিল। সে কারণ অনেক যাত্রীই ইয়োরোপ যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং তাঁহাকে অনেকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। যুদ্ধ বাঁধিলে যুদ্ধের বন্দী হওয়া খুবই সম্ভাবনা ছিল। ইংরাজ প্রজাদের আবিসিনিয়ায় এই যুদ্ধের বন্দী করিয়া রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় তাঁহার ভাগ্যে সেই দুর্ভোগ ঘটে নাই।

—নেপলস্‌ সহরে—

বোম্বে হইতে যাত্রার একাদশ দিবসে তিনি ইটালী দেশের নেপলস্‌ সহরে গমন করেন। পূর্ব্ববারেও তিনি নেপলস্‌ সহর ভাল করিয়া দেখিয়া ছিলেন। এবার পুনরায় যাদুঘর দেখিতে যান। এই তিন বৎসরের মধ্যে প্রাচীন পম্পে সহর খনন করিয়া যে সমস্ত অভিনব বস্তু ভূতল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি এই মিউজিয়ামে স্থান পাইয়াছে। সেগুলি দেখিয়া তিনি নেপলস্‌ সহরের মধ্যস্থলে যে উচ্চ পাহাড় আছে, পার্ব্বত্য রেল সহযোগে তিনি উহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় গিয়া নিম্নস্থ সমগ্র সহরের দৃশ্য দেখিয়া অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন। এই পার্ব্বত্য রেলের অভিনবত্ব আছে। ইহা অন্যান্য পার্ব্বত্য রেলের মত নহে। বৈদ্যুতিক উপায়ে সমগ্র ট্রেণ শৃঙ্গল দ্বারা উপরে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং নামাইয়া দেওয়া হয়। তথা হইতে তিনি পুনরায় জাহাজে গিয়া আরোহণ করেন।

—জেনেবা সহরে—

দ্বাদশ দিবসে তিনি প্রাচীন জেনেবা সহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইটালীর মধ্যে জেনেবা একটী খুব বড় সহর, খুব ঘন বসতি, কিন্তু খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সহরে সুন্দর সুন্দর পার্ক বা নগরোদ্যান, ফোয়ারা, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাক্‌সিনী প্রভৃতি দেশপ্রেমিকগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে। সিটিহল, ডিউকের প্রাসাদ, গভর্ণরের প্রাসাদ প্রভৃতি বিরাট অট্টালিকা ৭।৮ তলার কম নয়, আবার নূতন সহরের বাড়ীগুলি বিশ তলা; সকল রাস্তার মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী আছে। উচ্চ পাহাড় হইতে সহরের শোভা দেখিতে অতি মনোরম। তিনি আর একটী দেখিতে গিয়াছিলেন, সেইটি সমাধিক্ষেত্র। এরূপ বিরাট সমাধিক্ষেত্র জগতে আর কুত্রাপি নাই। এই সমাধিক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে ক্রোড় ক্রোড় টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রের দুইদিকে উচ্চ পাহাড়—প্রকাণ্ড স্মৃতিসৌধে পাহাড়টি গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। মর্ম্মরের অগণিত দীর্ঘ সোপানশ্রেণী সেই উচ্চ স্মৃতিসৌধে উঠিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বিস্তৃত পুষ্পোদ্যান স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

—লণ্ডনের পথে বিভিন্ন দেশে—

জেনেবা হইতে তিনি সুইজারলেণ্ডে গমন করেন। সুইজারলেণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া যান। তথাকার পর্ব্বত ও হ্রদের আধিক্য তিনি লক্ষ্য করেন। পর্ব্বতগাত্রে বন্যপুষ্প এবং মানব হস্ত-রচিত পুষ্পোদ্যানের সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প হ্রদবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য রচিত হইয়াছে, তাহা দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষিত করে। অতঃপর তিনি ফরাসী দেশের প্যারিস সহরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর একবার আসিয়াছিলেন এবং ফরাসী দেশের বহুস্থান দেখিয়াছিলেন। প্যারিসে এক বেলা অবস্থান করিয়া তিনি বুলং যাত্রা করেন। সেখান হইতে ইংলিস চ্যানেল পার হইয়া ফোগস্‌টন সহরে যান। সেখান হইতে তিনি ট্রেণে লণ্ডন গমন করেন।

লণ্ডন, স্কট্‌লেণ্ড ও আয়র্লেণ্ড

লণ্ডনে পৌছিবার পর তিনি পুনরায় ফোগষ্টন সহরে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। ১৪ হইতে ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন হয়। তদুপলক্ষে তিনি ফোগস্‌টন গমন করেন।

তথাকার লর্ড মেয়র Leas Cliff Hall এ Tea Dance Veandivile এ তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন। ফোগসটোন সহরটি সমুদ্রতীরে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান। নগরটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সমুদ্রতীরের দৃশ্য অতীব মনোরম। এইখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করেন এবং সম্মেলনের আলোচনায় যোগদান করেন। ১৬ই তারিখে চেরিটন্ শাখা গ্রন্থাগারে তিনি ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত জনসাধারণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি লণ্ডনকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের প্রধান প্রধান সহরগুলি পরিদর্শন করেন। স্কট্লণ্ডের এডিনবরা সহরে World Fellowship Club তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করেন। এখানে বলা উচিত যে, কুমার বাহাদুরের বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কালে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনর স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের নিকট যে পরিচয় পত্র দেন, তাঁহার লণ্ডন আগমন কালে স্যার ফিরোজ কানাডা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কুমার লণ্ডনে থাকা কালে আয়র্লণ্ডে গমন করেন; ডাব্লিন সহরের কর্পোরেশন তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন এবং সহরের দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা প্রসিদ্ধ মিঃ ডিঃ ভেলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করেন এবং তাঁহার সহিত ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। ডাবলিনের লর্ড মেয়র তাঁহাকে ম্যানশন্ হাউসে বিশেষভাবে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করেন এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। আয়র্লণ্ডের বেল্ফাষ্ট কর্ক লিমারিক প্রভৃতি সহরেও তিনি বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। Irish Independent, The Irish Press, The Irish Times প্রভৃতি আয়র্লণ্ডের সংবাদ পত্র ও ডাব্লিনের Evening Mail তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

লিভার পুলে ও মাঞ্চেষ্টারে

আয়র্লণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি লিভারপুল সহরে গমন করেন। সেখানে লিভারপুল কর্পোরেশনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে তিনি সংবর্দ্ধিত হন এবং সেখানকার সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইবার ব্যবস্থা কর্পোরেশনের তরফ হইতে করা হয়। সেখানকার সংবাদপত্র-সঙ্ঘের প্রতি-

নিধিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। Liverpool Echo, Liverpool Daily Post ও Liverpool Express প্রভৃতি কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। লিভারপুল হইতে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান্ নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী তাঁহার সংবর্দ্ধনার বিপুল ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সকল বিভাগে লইয়া গিয়া কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। ঐ সময়ে "গার্জ্জিয়ান" পত্রে (বুধবার, ২৬ অক্টোবর ১৯৩৮) তাঁহার সম্বন্ধে "An Indian Social Reformer" শীর্ষক মন্তব্য সংবাদ স্তম্ভে প্রকাশিত হয়,—'Kumar Munindra Deb Rai Mahasai of the Bansberia Raj, a member of the Bengal Legislative Council and President of the All-India Public Library Association, is at present staying in Manchester with the object of visiting the university, the chief libraries, and of studying municipal administration here. As chairman of the Bansberia Municipality, he has been the means of providing it with water works, an electricity supply, modern roads, efficient drainage, a maternity clinic, a hospital, an education system and two libraries. In 1935 he was the only deligate from India to the second International Congress of Libraries and Bibliography, held in Spain. One of his achievements in Bengal was to induce the Government to institute prison libraries, an amenity for which too many political prisoners of recent times were gratefnl. পরদিন ম্যাঞ্চেষ্টারের লর্ড মেয়র এক মধ্যাহ্ন ভোজে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন এবং তদুপলক্ষে তিনি ১৫০ কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেন। সেখানে লর্ড মেয়রের সহিত তাঁহার আলোকচিত্রও গৃহীত হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে কর্পোরেশনের সকল বিভাগে লইয়া গিয়া সেই সেই বিভাগের কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং কর্পোরেশন হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি তাঁহাকে উপহার দেন। তৎপর তাঁহাকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হয়। এই গ্রন্থাগারের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ এই অট্টালিকার

দারোদ্ঘাটন করেন। গ্রন্থাগারের জন্য এরূপ বৃহৎ সৌধ সচরাচর দেখা যায় না। পুস্তক সংগ্রহ যেমন বিরাট, বন্দোবস্তও তেমনি পরিপাটী। এই সহরের মধ্যে ইহার পঞ্চাশটি শাখা গ্রন্থাগার আছে। তন্মধ্যে কেবল দুইটী তিনি দেখেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং প্রধান গ্রন্থাগারিক তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন। সেখান হইতে রাইলেণ্ড নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার দেখিতে যান। ব্যক্তি বিশেষের দানে এই গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার পুস্তক সংগ্রহ অভিনব ও যত্নের সহিত রক্ষিত। ম্যাঞ্চেষ্টার বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ৩৭ মাইল ধরিয়া লাঙ্কে-শায়ারের কলগুলি বিস্তৃত। ইহার মধ্যে একটী বড় কল তাঁহাকে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

—লীডস্ সহরে—

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে তিনি লীডস্ (Leeds) সহরে গমন করেন। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। সিটি হলে লর্ড মেয়র তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ সকল বিভাগে লইয়া গিয়া কর্ম্ম-প্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। পরে তাঁহাকে গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে প্রধান গ্রন্থা-গারিক তাঁহাকে সাদর সংবর্দ্ধনা করিয়া সকল বিভাগে লইয়া যান। এইটিও একটী বিরাট গ্রন্থাগার, বন্দোবস্তও সুন্দর। তিনি দুইটী শাখা গ্রন্থাগার দেখিয়া আসেন। সেখান হইতে তিনি লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ভাইস্ চ্যান্সেলার ও প্রধান গ্রন্থাগারিক তাঁহাকে বৈকালিক সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন এবং অধ্যাপকগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। The Leeds Murcury নামক তথাকার সংবাদ পত্রে (অক্টোবর ২৭ তাং ১৯৩৮) তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

—সেফিল্ড সহরে—

লীডস্ হইতে তিনি সেফিল্ড (Sheffield) সহরে গমন করেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং প্রধান গ্রন্থাকারিক তাঁহাকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রিত করেন এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ তৎকর্ত্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় ও তিনি অধ্যাপকগণের নিকট হইতে বহু পুস্তক উপহার

পান। তৎপরে তিনি সেফিল্ডের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গমন করেন। এটিও একটী বিরাট নূতন অট্টালিকায় অবস্থিত। ইহার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। তথাকার কাগজ Sheffield Independence ও Sheffield Telegram পত্রে তাঁহার সেই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে প্রধান গ্রন্থাগারিক Mr. Lambএর সহিত তাঁহার ফটো ঐ দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি সেফিল্ডের কর্পোরেশনও পরিদর্শন করেন। সেই সময় সেফিল্ডের লর্ড মেয়র অন্যত্র থাকায় লেডী মেয়র টাউনহলে তাঁহার সংবর্দ্ধনার বিপুল ব্যবস্থা করেন এবং বৈকালিক চা পার্টির অয়োজন করেন। সেফিল্ড্ ইস্পাতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। নয় মাইল জুড়িয়া এই সকল কারখানা অবস্থিত। তাঁহাকে সেফিল্ডের একটী বড় কারখানা দেখাইবার ব্যবস্থা কর্পোরেশন করেন। সেই কারখানার স্বত্ত্বাধিকারী তাঁহাকে সকল বিভাগে লইয়া যাইয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং প্রত্যাগমন কালে তাঁহাদের নির্ম্মিত কয়েকটি দ্রব্য উপহার দেন। এখানকার Daily Independent পত্রে (২৮ অক্টেবর, ১৯৩৮) তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

—বার্ম্মিংহামে—

সেফিল্ড্ সহর হইতে তিনি বার্ম্মিংহামে যান। সেখানে কর্পোরেশনে তাঁহার সংবর্দ্ধনার বিশেষরূপ ব্যবস্থা করেন এবং শ্রমিকদের জন্য যে নূতন সহর তৈয়ার হইতেছে, তাহা তাঁহাকে দেখান হয়। কর্পোরেশনের সকল বিভাগ প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ দেখান ও তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও তিনি পরিদর্শন করেন। তথাকার গ্রন্থাধ্যক্ষ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। বার্ম্মিংহামের গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য "বার্ম্মিংহাম গেজেটে" প্রকাশিত হয়। বার্ম্মিংহামের Evening Daspatch ও Birminghum Post & Journal নামক সংবাদ পত্র (অক্টোবর ২৯ তাং ১৯৩৮) তাঁহার সম্বন্ধে সুখ্যাতিমূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

—সেক্সপিয়রের জন্মস্থানে—

বার্ম্মিংহাম হইতে এবন নদীর তীরে অবস্থিত ষ্টাস্‌ফোর্ড নামক স্থানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিতে যান। সেক্সপিয়রের আমলে

সেক্সপিয়রের বাড়ী ঠিক্ যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেইভাবেই সংরক্ষণ করা হই-য়াছে। আসবাব পত্রও ঠিক সেইভাবে সেইরূপ বজায় রাখা হইয়াছে। এইসমস্ত হইতে তখনকার দিনের বাড়ী ও আসবাবের নিদর্শন জানিতে পারা যায়। সেই বাড়ী সংলগ্ন যে উদ্যান ছিল, সেইটি মাত্র বর্ত্তমানে আধুনিক কালের পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। এজন্য বাড়ীর সহিত উদ্যানটি ঠিক্ খা া খায় না। সেক্সপিয়রের স্বহস্তলিখিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সেখানে রক্ষিত হইয়াছে এবং তিনি নিজে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহাও সজ্জিত রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে তাঁহার তৈলচিত্র ও তাঁহার বংশের অন্যান্য ব্যক্তিরও চিত্র স্থান পাইয়াছে। সেক্সপিয়রের তীর্থ হইতে বার্ম্মিংহামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন।

কেম্ব্রিজ সহরে—

লণ্ডন হইতে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র কেম্ব্রিজ সহরে গমন করেন। সেখানেও তিনি কর্পোরেশন কর্ত্তৃক অন্যান্য স্থানের ন্যায় অনুরূপ সংবর্দ্ধনা লাভ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রন্থাগারে তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাকে গ্রন্থাগারের সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন। এই গ্রন্থাগারের প্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবও ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সম্পন্ন করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থাগারের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রাচ্য-বিভাগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তাহার মধ্যে ভারতের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থও আছে।

অক্সফোর্ড সহরে

অতঃপর তিনি বিলাতের শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান অক্সফোর্ড গমন করেন। কেম্ব্রিজের মত অক্সফোর্ডে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্সফোর্ডের বোর্ডিলিয়ান্ গ্রন্থাগারটি ইংলণ্ডের মধ্যে অতি প্রাচীন। পুস্তক সংখ্যা ১৫ লক্ষ। প্রাচ্য বিভাগে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহে ইহা গরীয়ান্। নেপালের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী চন্দ্র সামসের জঙ্গ এই বিভাগে ছয় সহস্রাধিক অমূল্য পুঁথি উপহার দিয়াছিলেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর পরেই এই বোর্ডলিয়ান লাইব্রেরীর স্থান। ৩।৪ শতাব্দী পূর্ব্বে যেভাবে এই

গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির শ্রেণী বিভাগ করা হইত, এখনও সেইভাবেই চলিতেছে। পুস্তকের আকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ করা থাকে। পুস্তক বাহির করিবার জন্য ইহাদের নিজেদের Code বা সঙ্কেত আছে। সাধারণের পুস্তক দানেই এই গ্রন্থাগারটি পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছে। তিনি তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থাগারটি দেখিয়াছিলেন; তাহার পর আর একটী নূতন বাড়ী এই গ্রন্থাগারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতেও এই গ্রন্থাগারের বিরাট সংগ্রহের সঙ্কুলান হয় নাই।

—লণ্ডন সহরে—

বিলাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণা-পরিষদের সৌজন্যে লণ্ডন Boroug বা Corporationগুলি দেখিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল। লণ্ডন ৩০ মাইল বিস্তৃত বড় সহর। তাহা ২৮টি কর্পোরেশনে বিভক্ত। তাহার উপর লণ্ডন County Council আছেন। প্রত্যেক কর্পোরেশনে কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান ও মেয়র আছেন। কেবলমাত্র লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে একজন লর্ড মেয়র আছেন। এই কর্পোরেশনগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কর্পোরেশন City of Westminister নামে অভিহিত। ইহার কারণ হইতেছে—রাজপ্রাসাদ বার্কিংহাম প্যালেস, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এবং প্রধান প্রধান রাজ-কার্য্যালয় এই Westminister Corporationএর মধ্যে অবস্থিত। তিনি City of Westminister হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে সাদর সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। প্রত্যেক কর্পোরেশন স্বীয় এলাকার মধ্যে রাস্তার ড্রেণ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও সংস্কার, বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ, কেন্দ্রীয় শাখা গ্রন্থাগার পরিপোষণ, হাঁসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান এবং নগরোদ্যান প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লণ্ডন County Council সমগ্র সহরের শিক্ষার ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্ব্বাপক (Fire Brigade) সংরক্ষণ, বৃহৎ নগরোদ্যান সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। লণ্ডন Water Board জল সরবরাহ এবং লণ্ডন Transford Board ট্রাম, বাস এবং ভূতলস্থ রেলওয়ের ব্যবস্থাদি করিয়া থাকেন। বিলাতের অন্যান্য সহরে পুলিশের কর্তৃত্ব কর্পোরেশন করিয়া থাকেন। পুলিশের অর্দ্ধেক ব্যয় কর্পোরেশন বহন করেন, আর বাকী অর্দ্ধেক

সরকার দিয়া থাকেন। কেবলমাত্র লণ্ডনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—পুলিশের উপর কর্পোরেশনগুলির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই—মেট্রোপলিটন পুলিশ খাস সরকারের অধীন, তবে ব্যয়ভারের অংশ লণ্ডনের কর্পোরেশনকেই করিতে হয়।

লণ্ডনের কয়েকটি কর্পোরেশন পৃথক যাত্নঘরের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বেথেনহল গ্রীণের যাত্নঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক Boroughতে টাউন হল আছে, সেইখানে অনেকস্থলে কর্পোরেশনের কার্য্যালয় অবস্থিত। তাহার সহিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও আছে। ছোট খাটো মোকর্দ্দমা অবৈতনিক বিচারকেরা করিয়া থাকেন। মেয়র সেই সব বিচারালয়ে সভাপতির কার্য্য করেন। গুরুতর অপরাধের জন্য Court of Asizes আছেন; বেতনভুক বিচারকেরা পালাক্রমে এক একটী কোর্টে আসিয়া তাহার বিচার করিয়া থাকেন।

লণ্ডনে অবস্থান কালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার দেখিতে যান। প্রধান গ্রন্থাগারিক Mr. R. A. Rye. তাঁহার সহকারিগণসহ তাঁহাকে সাদর সংবর্দ্ধনা করেন এবং সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন। এই বিরাট গ্রন্থাগার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটী প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। Dewe আন্তর্জ্জাতিক দশমিক প্রণালীতে পুস্তকগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর প্রথানুসারে ইংলণ্ডের রাণীর ভ্রাতা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। লণ্ডন Oriental Instituteএর নূতন বাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্বেই নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ত্তমানে Westministerএ এই Oriental Institute অবস্থিত। সেখানে সংস্কৃত, পার্শী, আরবী প্রভৃতি এসিয়া ও আফ্রিকার ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা আছে। তিনি Oriental Institute ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার দেখিতে যান। প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত করেন এবং সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী বুঝাইয়া দেন।

লণ্ডনে চৌদ্দটি যাত্নঘর আছে, তন্মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়াম সর্ব্বপ্রধান। তিনি এই সকল মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রধান সম্পাদক Dr. Esdalie তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষগণের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং স্বয়ং ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংলগ্ন গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগ দেখাইয়া আনেন।

লণ্ডনের County Councilএর সৌজন্যে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায়তন দেখিবার সুযোগ পান। তিনি যে সব বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) Bathanhal Green অধিকৃত Colombia Market Nursery School—এই বিদ্যালয়ে এক হইতে চারি বৎসরের বালকবালিকাগণকে ভর্ত্তি করা হয় এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী আছেন। সপ্তাহে পাঁচদিন স্কুলের কার্য্য চলে। সকাল সাত আটটায় স্কুল আরম্ভ হয় ও শেষ হয় বৈকাল সাড়ে চারিটায়। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুদের চারিবার খাইতে দেওয়া হয়। তিনবার খাঁটি দুধ ও একবার চা এবং জল খাবার। কিস্‌মিস্ দিয়া এক প্রকার জলখাবার স্কুলেই তৈয়ার হয়। স্কুল সংলগ্ন একটী ধোপীখানা আছে, সেখানে শিশুদের পোষাক প্রত্যহ কাঁচিয়া ইস্ত্রি করা হয়। একজন নার্স আছেন; তিনি প্রত্যহ প্রাতে যাহাতে প্রত্যেক শিশু দাঁত মাঝে, মুখ ধোয়, ও স্নানাদি করে, তাহার তত্ত্বাবধান করেন। শিশুরা নিজেরাই দাঁত মাঝে, মুখ ধোয়, স্নান করে এবং তোয়ালে দিয়া মাথা ও গা হাত মুছিয়া নিজেরাই পোষাক পরিতে শেখে। এই নার্সারী স্কুলে কোন পাঠ্য পুস্তক নাই। পিচ বোর্ডে আঁটা ছবির বই আছে, আর আছে নানা রকম খেলনা ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। খেলা অবলম্বন করে বা চিত্তাকর্ষক কাহিনী সঙ্গে শিক্ষয়িত্রী তাহাদের যাহা শিক্ষা দেয়, তাহাই তাহাদের শিক্ষনীয় বস্তু। (২) Central Street School—এখানে পাঁচ বৎসর ও ছয় বৎসরের বালকবালিকাগণকে ভর্ত্তি করা হয়। Montessori প্রণালীতে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। (৩) Heamstead Kindergarten School—এখানে খেলার সঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শিশুরা মাটি লইয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শেখে এবং নানা অভিনব প্রণালীতে তাঁহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বেথেনহেল গ্রীনে বালকদের জন্য (৪) Lorence Junior School আর একটী বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে মনস্তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া লন। পরীক্ষার ফলানুযায়ী ছাত্রগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রদিগকে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হয়। আট বৎসর হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত বালকগণ এই বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক ক্লাসে চল্লিশজন ছাত্র লওয়া হয়।

সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি শ্রেণী আছে। আকাশ পরিস্কার থাকিলে উন্মুক্ত স্থানে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয়ে অঙ্কণ ও চিত্রাঙ্কণ প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করা একেবারে নিষিদ্ধ। চোখকে দেখাইয়া ও কাণকে শোনাইয়া শিক্ষনীয় বস্তু শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের বৈশিষ্ট। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন—ছাত্রগণকে তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়া লইতে দেওয়া হয়। ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয় বস্তু হইতেছে—জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য দেশের উৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দান। যাহা বাস্তব জীবনে কাজে লাগিতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্যান্য বিষয় অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহারা পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনন্দিন লিপি ও নিত্য আবশ্যকীয় বিষয়ে রচনা করিতে হয় এবং চিত্র সাহায্যে তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিতে হয়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের দুগ্ধদানের ব্যবস্থা আছে। দুই বোতল দুগ্ধের মূল্য এক পেনি। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা দাম দিয়া দুগ্ধ পান করে, আর যাহারা অক্ষম, তাহারা বিনামূল্যে দুগ্ধ পাইয়া থাকে। সে বিষয়ে ধনী বা দরিদ্রের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের তিন রকম বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রেরা সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে, স্বাভাবিক বুদ্ধি বালকগণকে Central বিদ্যালয়ে এবং অল্পবুদ্ধি বালকগণকে Senior স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়। প্রথম দুই রকম বিদ্যালয়ে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা আছে এবং শেষেরটীতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে।

এই তিন রকম বিদ্যালয় তিনি পরিদর্শন করেন। তন্মধ্যে দুইটীর পরিচয় দেওয়া হইতেছে (১) Wolsworth Secondary School—এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভিন্ন জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে Drawing, Painting, Book Binding, Carpentry & Black Smithএর কাজ শিক্ষা করিতে হয় এবং অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সঙ্গীতও শিখিতে হয়। Gymnastic বা ব্যায়াম শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়েই মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে হয়। এই জন্য ধনী বালকদিগকে নয় পেনী হিসাবে মূল্য দিতে হয় এবং দরিদ্র ছাত্রগণ বিনামুল্যে আহারীয় পায়, কিন্তু আহারীয়ের কোন তারতম্য হয় না। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৎসরে এক মাসের জন্য আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র-

বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য দেশে এক মাসের জন্য শিক্ষা লাভ করিতে যায় এবং অন্য দেশের সেই শ্রেণীর ছাত্রেরা এই বিদ্যালয়ে এক মাসের জন্য অধ্যয়ন করিতে আসে। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও সুইডেন দেশের মধ্যে এই বিনিময় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে অন্যান্য দেশের সহিত একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। (২) Wolsworth Avenue Senior Boys School—এই বিদ্যালয়ে অল্পবুদ্ধি বালকগণকে ভর্ত্তি করা হয় এবং চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে, School leaving Certificate দিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারাই সাধারণতঃ ট্রাম ও বাসের কন্‌ডাক্টার, অফিস ও হোটেলে Waiter এর কার্য্য করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ে সুত্রধরের, কর্ম্মকারের ও দপ্তরীর কার্য্য এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। সঙ্গীত ও জিম্‌নাষ্টিকেরও ব্যবস্থা আছে।

তিনি Cantish টাউনে North-Western Polytechnic বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। এখানে সাধারণভাবে লেখাপড়ার সহিত কলকারখানার কার্য্যের উপযোগী ইস্পাত ও লৌহের দ্রব্য ও গৃহের আসবাব প্রস্তুত, সকল প্রকার ছাপাখানার কাজ, উচ্চাঙ্গের বই বাঁধাইয়ের কাজ, টাইপ রাইটারের কাজ এবং চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি ভালরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। এইখানে জিম্‌নাসিয়াম আছে, সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনেরও পূর্ব্ব মত ব্যবস্থা আছে—ধনী দরিদ্রের কোন পার্থক্য নাই। আর এক ধরণের বিদ্যালয়ও তিনি পরিদর্শন করেন; তন্মধ্যে Wolsworth Masses Evening Institute, John Raskins School উল্লেখযোগ্য। এখানে যাহারা কল-কারখানায় কাজ করে, সন্ধ্যার পর তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যে যে বিভাগে কাজ করে, সে সে বিষয়ে উন্নততর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে।

—লণ্ডনে সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলনে—

লণ্ডনের প্রধান সংবাদ পত্র Times এর সম্পাদক Sir Frank Brown তাঁহাকে নিমন্ত্রণ ও সংবর্দ্ধিত করেন। Evening News, Daily Express, Daily Mail, Daily Sketch প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ঐ সকল সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার সম্বন্ধে বহু সংবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে। House of Lords এর উদ্বোধন

উপলক্ষে তিনি সেখানে নিমন্ত্রিত হন এবং সমাদর লাভ করেন। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন—যিনি বর্ত্তমানে লর্ড প্রিভিসিল ও মিনিষ্টার অব্ সিভিলিয়ান ডিফেন্স (Lord Privyseal & Minister of Civilian Defence)এর কার্য্য করিতেছেন—তিনি হোম অফিসে ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। ইণ্ডিয়া অফিসে Sir Hue Stifence, Sir Shikech, Sir Reginald Glancy, Sir Abdul Kader, Sir Ramswami Mudaliar প্রভৃতি সদস্যগণ ইঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্যার আব্দুল কাদের ইনি ইংলণ্ড ত্যাগ কালে এক বিদায়-ভোজে ইঁহাকে আপ্যায়িত করেন এবং তাঁহার আলোকচিত্রও উপহার দেন। পার্লিয়ামেণ্টের বহু সদস্যের সহিতও ভারত সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হয়। ভারতের হাই কমিশনর স্যার ফিরোজ খাঁ নুন—যাঁহার নামে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন—তিনি কানাডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সহিত তাঁহাকে সাদর-সংবর্দ্ধনা করেন।

—সুইডেন, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড সহরে—
—ওয়াটালুর যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে—

অতঃপর গ্রেট্ ব্রিটেন ত্যাগ করিয়া তিনি সুইডেনে যান। তখন সুইডেনে শীতাধিক্য অনুভূত হইতেছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনের আলো দুই ঘণ্টার বেশী দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেখানে কর্পোরেশন, ষ্টক্‌হলম বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থাগার প্রভৃতি তিনি পরিদর্শন করেন। সুইডেন হইতে তিনি ডেনমার্ক যান এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি পরিদর্শন করেন এবং সমবায়-প্রণালীতে কি ভাবে সমগ্র জাতি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিয়াছে, সে বিষয়ে সেই বিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন। তৎপর তিনি হল্যাণ্ড যান এবং সেখানকার গ্রন্থাগারাদি পরিদর্শন করিয়া বেলজিয়ামের ব্রাচেস্ সহরে গমন করেন এবং তথাকার রাজকীয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ব্রাচেস্ থাকাকালে তিনি প্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে যান। ওয়াটারলু একটী ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে মোট ২২ ঘর লোকের বাস। এখানে বিশ্ববিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান্

বোনাপার্টি-বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ সুউচ্চ মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মনুমেণ্ট হইতে চতুর্দ্দিকের পল্লী-দৃশ্য অতি মনোহর।

—জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে—

বেলজিয়াম হইতে কলোন্ সহর দেখিয়া তিনি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরে গমন করেন। কলোন সহরই বিখ্যাত ডাক্তারী মলম ওডিকলোনের জন্য বিখ্যাত। বার্লিনে তিনি ঐখানকার গবর্ণমেণ্টের অতিথিরূপে সংবর্দ্ধিত হন এবং গবর্ণমেণ্টই বার্লিন সহর ও জার্ম্মানীর প্রাচীন রাজধানী পস্‌ডাম্ সহর প্রভৃতি দেখিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ভ্রমণের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য Lothar Philipps নামক জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে ভার দেওয়া হয়। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে লইয়া যান এবং প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। বার্লিন্ একটী প্রকাণ্ড সহর। ১২টী কর্পোরেশনে বিভক্ত। প্রধান কার্য্যালয়ে বার্গোমিনিষ্টার তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং বার্লিনের মানচিত্র ও তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। বার্লিন গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে হের হিটলারের বক্তৃতা ও অন্যান্য বহু পুস্তক উপহার দেন। তিনি বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাজকীয় গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম্, আর্টগেলারী, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের প্রাসাদ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী প্রাসাদতুল্য অশ্বশালার একান্তে অবস্থিত মিউনিসিপাল লাইব্রেরী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। বৈদেশিক ও প্রচার-বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত তিনি পরিচিত হন এবং তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হয়। হের হিটলারের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। বার্লিনে অবস্থানকালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কয়েকটি ভোজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাহাতে গণ্যমান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি অনেকের সহিত তাঁহার পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রাচীন রাজধানী পসডাম্ সহরে যাইবার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বোক্ত Mr. Lothar Pillipps এর উপর সকল ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের রাজধানী এই পস্‌ডাম্ সহর। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম এইখানে একটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই সহরে একটী বৈশিষ্ট হইতেছে—বিভিন্ন জাতির উপনিবেশ। যে যে জাতির উপনিবেশ আছে—তাহাদের দেশের মত হুবহু বাড়ীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেগুলি অটুট অবস্থায় বজায় রাখা হইয়াছে। ফরাসী, রুষীয়, দিনেমার, ডাচ্ প্রভৃতি পল্লীগুলি দেখিলে সেই সেই দেশে আসিয়াছি বলিয়া মনে হয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের প্যালেস যাইতে হইলে প্রবেশ মূল্য দিয়া যাইতে হয়। কক্ষগুলি মূল্যবান্ আসবাব ও শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত তৈলচিত্রে পূর্ণ। সেখানে যাইতে হইলে সেখানকার কাপড়ে প্রস্তুত বিনামা পড়িয়া পা ঘস্ড়াইয়া এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে হয়। এই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে Mr. Pillips তাঁহার এক আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান অতীব মনোরম। করাসী দেশের ভার্সেল প্রাসাদের আদর্শে উদ্যানটি রচিত। বার্লিন হইতে দৈনিক সাতখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে কয়েকটী সংবাদ পত্রের সম্পাদক তাঁহার সহিত সাক্ষৎ করেন এবং সকল পত্রে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অতি মনোরম ভাষায় প্রচারিত হয়।

—চেকোশ্লোভেকিয়ার প্রাগ্ সহরে—

বার্লিন হইতে তিনি চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ্ সহরে গমন করেন। তখনও চেকোশ্লোভেকিয়ার সীমান্ত প্রদেশগুলি অশান্ত ছিল; ছিল। সেইজন্য ঐ দেশে যাওয়ার রেলে টিকেট দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। ট্রেণের কণ্ডাক্টার ভাড়া আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রাগ্ সহরে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাই বেশী। সহরে তাঁহাদের গীর্জ্জার সংখ্যা শতাধিক। ঐ সকল গীর্জ্জার উচ্চ চূড়াই প্রাগ্ সহরের বৈশিষ্ট। তিনি প্রাগ্ সহরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন, তাহার পুস্তক সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। অন্ধদের জন্য একটী গ্রন্থাগার আছে, তাহার পুস্তকসংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার। শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা বিশ হাজার। জার্ম্মাণ ভাষায় একটী গ্রন্থাগার আছে, তাহার পুস্তক সংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার। গ্রন্থাগার বিষয়ে চেকোশ্লোভেকিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই পশ্চাতে নহে। প্রত্যেক কমিউনই আইন অনুসারে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে বাধ্য। সেখানকার গ্রন্থাগারের সংখ্যা ষোল হাজারের উপর। এখন সে দেশে ঘোর দুর্দ্দিন চলিতেছে। যে প্রদেশে কল কারখানা ছিল এবং সেখান হইতে অর্থাগম হইত, সেই সব প্রদেশ সম্প্রতি জার্ম্মাণ অধিকারে আসিয়াছে, সেই সব প্রদেশের বুকের উপর দিয়া জার্ম্মানী সুপ্রশস্ত মোটরের রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহার উপর ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব তাহাদের থাকিবে। এই সব নানা কারণে চেকোশ্লোভেকিয়া জাতি মুস্‌ড়াইয়া পড়িতেছে। এত রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক অবসন্নতা স্বত্ত্বেও তাহাদের জ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশবাসিকে জ্ঞানবলে বলীয়ান্ রাখিবার জন্য তাহাদের প্রচেষ্টা বস্তুতঃই খুব প্রশংসনীয়।

—অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা সহরে—

প্রাগ্ সহর হইতে তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সহরে গমন করেন। সেই দেশও কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণ করতলগত হইয়াছে। সে জাতিও মুস্ড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের কয়েদীদের ন্যায় এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মাত্রকেই ইট্পাথর ভাঙ্গা প্রভৃতি কায়ক্লেশকর শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয়—ইহাকে Concentration Camp বলে। অষ্ট্রিয়াবাসীরা এই Concentration Camp এ নির্য্যাতনের ভয়ে বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করে না। তাই আকারে ইঙ্গিতে তাহাদের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। ভিয়েনায় এখন প্রত্যেক বাড়ীতে ইচ্ছাতেই হউক বা অনিচ্ছাতেই হউক, স্বস্তিকা-পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাড়ীতে হার হিটলারের চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে এবং পরস্পর সম্ভাষণে হার হিটলার মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। ভিয়েনা একটী প্রকাণ্ড সহর, প্রশস্ত রাস্তা এবং বৃহৎ অট্টালিকাপূর্ণ। ট্রাম, বাস ও মোটরের আধিক্য আছে। নগরোদ্যানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বহু পূর্ব্বে ভিয়েনা বা অষ্ট্রিয়ায় Hapsborge রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বিরাট প্রাসাদ এখনও মিউজিয়ামরূপে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়, রাজকীয় বিরাট গ্রন্থাগার, পার্লিয়ামেণ্ট হল ও কর্পোরেশন দেখিতে যান। কর্পোরেশনের বৃহৎ অট্টালিকা Rathaus House নামে পরিচিত। সেখানকার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন, সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি উপহার দেন। তিনি তাঁহাকে সুসজ্জিত অভ্যর্থনা হলে লইয়া যান এবং হার হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার কালে যে স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দেন। এই হলে তিন হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। ভিয়েনা হইতেও অনেকগুলি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে Neuen Freun Presse, Sdrriftliter des Neuen Wiener Tagblatles প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। তথায় Indian Institute of Science & Com-

merce নামক ভারতবাসীদের একটী প্রতিষ্ঠান আছে, সেখান হইতে Indian Commercial Gagette নামক একটী সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও মুখপত্রের প্রধান সম্পাদক ডক্টর পণ্ডিত বি, এ, অগ্নিহোত্রী এল, এল, ডি তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন।

—প্রত্যাবর্ত্তনের পথে—ভিনিস সহরে—

ভিয়েনা হইতে তিনি হাঙ্গারীর পথে বুঢ়াপেষ্ট সহর দেখিয়া ইটালীর ভিনিস সহরে গমন করেন। এই ভিনিস্ সহরটি জলের উপর নির্ম্মিত। তিন শতাধিক দ্বীপের উপর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। জলপথই যাতায়াতের একমাত্র উপায়। ভিনিসের প্রসিদ্ধ Pictures Gallery, Duke Palace, Jaisst Stair-case বা বৃহৎ সোপানশ্রেণী প্রভৃতি কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া তিনি ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য Conterosso জাহাজে আরোহণ করেন। ঐ জাহাজে জার্ম্মাণ হইতে বিতাড়িত, নির্ব্বাসিত, নিরুদ্দেশগামী বহু ইয়ূদী নরনারী যাত্রী ছিল। তিনি তাহাদের মুখে তাহাদের নির্ব্বাসনের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ভারত অভিমুখে রওনা হন।

মুনীন্দ্র-প্রশস্তি*

বংশবাটী রাজ-বংশে লভি জন্ম, ধন্য তুমি বঙ্গে, হে প্রশান্ত চিত,
মহানুভব মুনীন্দ্রদেব, জ্ঞানের চর্চ্চায় সদা আত্মনিবেদিত।
দেশসেবা, লোকসেবা, সুশিক্ষার সুপ্রসার আর সাহিত্যসেবায়,
উন্নত হিমাদ্রি শৃঙ্গ সম, তুমি গরীয়ান বঙ্গে নিজ মহিমায়!
'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'—শাস্ত্রের বচন, কিন্তু তুমি হে মহীয়ান্,
গ্রন্থাগার আন্দোলন তরে সুদূর পাশ্চাত্য দেশে করিলা প্রয়ান,
সপ্ত সমুদ্রের পরপারে সেথায় পুনঃ তুমি করিলা গমন,
এবয়সেও মিটিলনা তৃষা তব,—অফুরন্ত জ্ঞান-আহরণ।
বিদ্যাবত্তা, বাগ্মীতার গুণে তব, প্রতীচির বিদ্বানমণ্ডলী যত,
মুগ্ধচিত্তে তব যশোগানে সেথাকার নানা পত্রে করিল নন্দিত।
অফুরন্ত যশের সৌরভ তব, বহে সমীরণ দিগ্‌দিগন্তর,
তোমার প্রশস্তি গানে মুখরিত আজি বাঙ্গালার সুনীল অম্বর।
দূর শ্বেতদ্বীপ হ'তে, সার্দ্ধ তিন মাস পরে, আজি তব হ'ল আগমন,
ধান্য দূর্ব্বা-স্নেহাশীষ দিয়ে জননী বাঙ্গালা তোমা করিছে বরণ।

---

* 'পারিবারিক ইতিহাসের সম্পাদক-রচিত।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের আইন-সচিব

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, কে-টি, কে-সি-এস-আই,

বার-এ্যাট্-ল ও এম, এ-বি, এল,

—ঃ*ঃ—

—বংশ-পরিচয়—

বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, বিশ্ববিশ্রুতযশাঃ, আইনশাস্ত্রে অপ্রমেয় প্রতিভাশালী জ্যোতিষ্ক—ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নাম বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে না জানে? তাঁহার পিতামহ স্বনামখ্যাত প্যারিচরণ সরকার বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক। তিনি একজন প্রকৃত কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার প্রণীত First book of Reading পড়িয়া শিক্ষারম্ভ করে নাই, বাঙ্গালায় কেন—ভারতেও এরূপ লোক বিরল। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যাঁহারা মাসিক পত্রের অবতারণা করেন, তিনি তাঁহাদের শীর্ষ-স্থানীয়। তিনি এ দেশীয় শিক্ষা-সমাজে 'The Prince of the Indian teachers'; 'Arnald of the East' ইত্যাদি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইডেন হিন্দু হোষ্টেল তাঁহারই কীর্ত্তি। তাঁহার অসামান্য মনীষা, স্মৃতিশক্তি ও অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে মহাপণ্ডিতগণও বিস্মিত হইতেন। কলিকাতার মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে তাঁহার পৈতৃক বাটী ছিল। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে তিনি ২০০৲ বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত বহু স্কুল-পাঠ্য পুস্তক এখনও পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত আছে। তাঁহার পুত্র নগেন্দ্রনাথ সরকার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একজন সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় Executive Officer ছিলেন।

—জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা—

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ হয়। ঐ স্কুলের তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন ও তথা হইতে ১৮৯৪ সালে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ঐ কলেজ হইতে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা পাশ করেন। স্কুলের ন্যায় কলেজেও তাঁহার ছাত্র-জীবন অত্যন্ত আশাপ্রদ ছিল। তিনি একজন মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছাত্ররূপে সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালে তিনি যে দেশের একজন গণ্যমান্য ও বরেণ্য ব্যক্তি রূপে প্রতিভাত হইবেন, তাঁহার ছাত্র-জীবনেই তাহার বিকাশ সম্যক্ সুচিত হইতেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে

অধ্যয়ন কালে তিনি অনেক পুরস্কার ও স্কলারসিপ্ পাইয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি রিপণ কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিলাত গমন ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা—

ঐ বৎসরেই নৃপেন্দ্রনাথ ভাগলপুর জেলা কোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০১ সালে তিনি আগ্রা কলেজে রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন নাই। ১৯০২ সালে তিনি বাঙ্গলার সাবোর্ডিনেট জুডিসিয়েল সার্ভিসে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদ গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিশাল জগতে বিচরণশীল পক্ষী হঠাৎ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যেরূপ অস্থির হইয়া উঠে, তদ্রূপ জুডিসিয়েল সার্ভিসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশাল আইন-জগতের একজন খ্যাতি-প্রতিপত্তিশালী আইনজীবি-রূপে পরিগণিত হইবার জন্য তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ১৯০৫ সালে তিনি ঐ পদে ইস্তফা দিলেন এবং সেই বৎসই বিলাত গমন করিয়া Lin colnis Inn এ ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইলেন। ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি Mr. Cozens-Hardy Q. C. চেম্বারে ছাত্ররূপে কার্য্য করিয়া ইংরেজী আইন ও তাহার কার্য্য-প্রণালীর বিভিন্ন ধারায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় তিনি জটীল আইনের উচ্চতর অধ্যয়নে সবিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন এবং সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইয়া বিশেষ সন্মান প্রাপ্ত হইলেন।

—আইন-ব্যবসায়ে কৃতিত্ব—

নৃপেন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি পরলোকগত স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রের চেম্বারের 'জুনিয়র'রূপে কার্য্য করেন। কিন্তু শীঘ্রই আইনে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। এটর্নীগণ তাঁহাকে প্রচুররূপে 'ব্রীফ্' পাঠাইতে লাগিলেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে যোগদানের অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি কৃতকার্য্যতার কুসুমাস্তীর্ণ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ও আপীল বিভাগে সুবিস্তীর্ণ 'পসার' অর্জ্জণ করিলেন। আইনে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অকাট্য যুক্তি ও তর্কের দ্বারা পক্ষ-সমর্থনে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিচক্ষণতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।
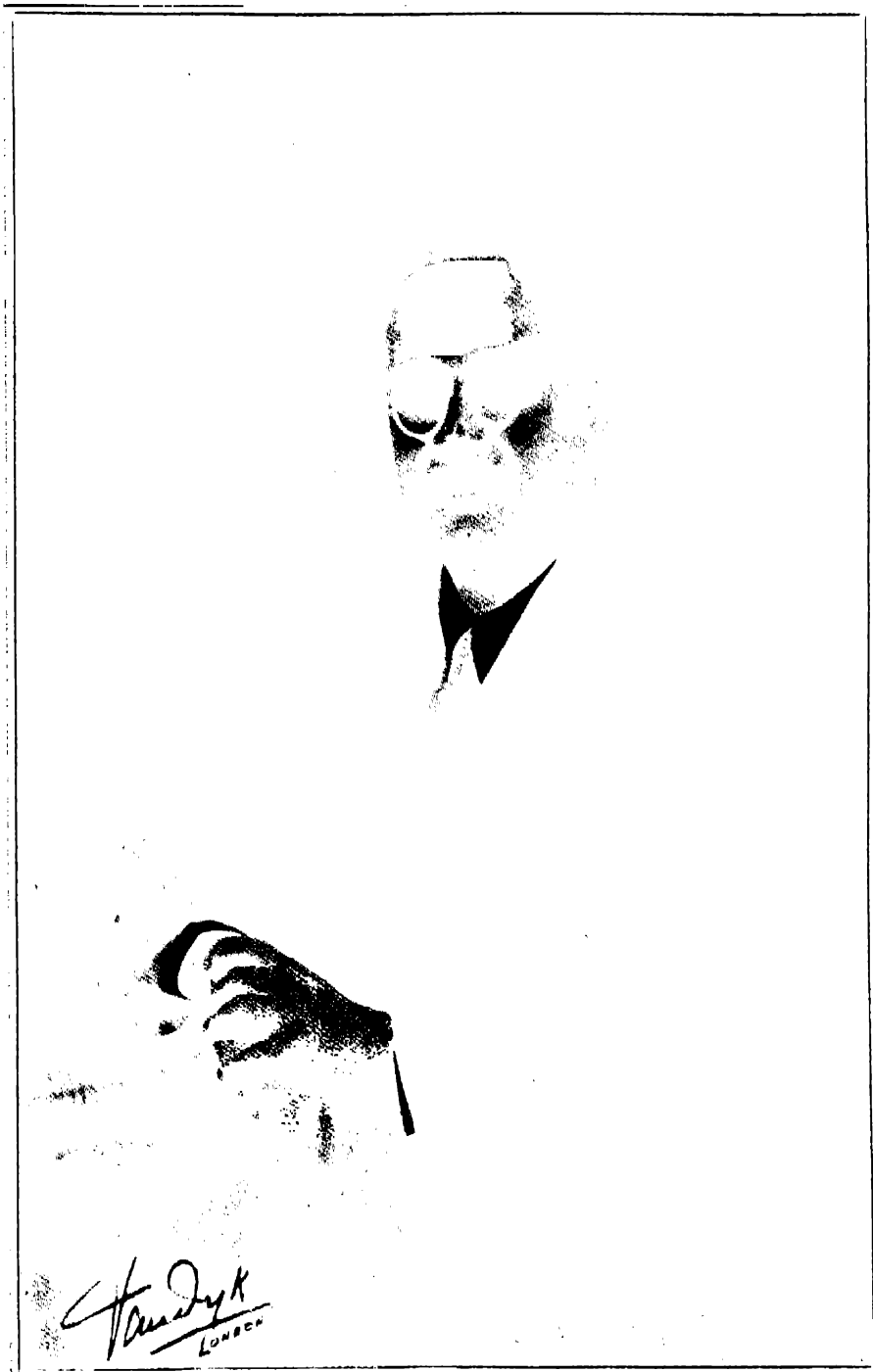
ভারত গবর্ণমেণ্টের আইন-সচিব

অনারেবল স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, কে-টি

কে, সি, এস, আই, বার-এ্যাট-ল,

এম-এ, বি-এল

শ্রীরাজকানাই মিত্র, ডি এল

—এড্ভোকেট্ জেনারেল—

অচিরকালমধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ বারের একজন অন্যতম স্বনামধন্য নেতারূপে পরিগণিত হইলেন। ইহা সর্ব্বত্র সুবিদিত যে, ১৯১৯ সালে তাঁহাকে হাইকোর্টের স্থায়ী জজের পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি ঐ সম্মান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি যখন হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে সৌভাগ্যের হিমাদ্রি-শিখরে বিরাজমান ছিলেন, তখন তাঁহাকে বাঙ্গলার এড্ভোকেট্ জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হয়। নিরতিশয় দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত তিনি তাঁহার উচ্চ পদের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। এজন্য মহামান্য ভারত সম্রাট ১৯৩১ সালে তাঁহাকে 'স্যার' (Knighthood) পদবী-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া গুণের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।

—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশের রাজনৈতিক কার্য্যে বরাবরই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ ও ১৯২২ সালে মিঃ গান্ধী কর্ত্তৃক জনসাধারণের দ্বারা আইন অমান্য-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি "নাগরিক-রক্ষা-সমিতি" (Citizens'-Protection-League) সংগঠন ব্যতীত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনেই প্রকাশ্যে যোগদান করেন নাই। ১৯৩২ সালে বাঙ্গলার হিন্দু জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে বিলাতে তৃতীয় ভারতীয় 'গোলটেবিল বৈঠক' (Third Indian Round Table Conference)এ যোগদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ করা হইলে প্রকৃত পক্ষে তিনি সাধারণের হিতজনক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহার কার্য্য এতদূর প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল যে, ১৯৩৩ সালে তিনি Indian Constitution Act এর জন্য গঠিত জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি (Joint Parliamentary Committee) তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে ও জয়েণ্ট পার্লিয়া-মেণ্টারি কমিটীর ডেলিগেট্ রূপে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ নিজেকে একজন দূরদর্শী রাজনীতিকরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলার নিমিত্ত অধিকতর আর্থিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংশোধনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বাঙ্গলার অখণ্ড হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। এই বাঁটোয়ারার দ্বারা হিন্দুর যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে,

তাহা এখন দিন দিন প্রমাণিত হইতেছে। হিন্দুর স্বার্থ-সংরক্ষণে গোল-টেবিল বৈঠকে ও পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের নির্ভীক ও দূরদর্শী বজ্রগম্ভীর বক্তৃতাদানের জন্য বাঙ্গলার সকল সংবাদপত্রই ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহাকে প্রশংসিত করিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল।

—স্যার নৃপেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবন্ধমালা—

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতে স্যামুয়েল হোরকে দক্ষতার সহিত যে জেরা করিয়াছিলেন, এবং তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে পুস্তিকাকারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির ও পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের অবশ্য স্মরণ আছে। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ অভিলষিত বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জণের জন্য তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। প্রবন্ধগুলিতে রাজকীয় দলিল পত্রাদি হইতে নানাবিধ তথ্যাদি সংগ্রহে তাঁহার গভীর অনুসন্ধিৎসা বিশেষ ভাবে প্রকটিত এবং ঐ সকল তথ্যাদিতে যে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে, তাহাও বিশদভাবে প্রমাণিত হয়। এসেমব্লিতে পার্লিয়ামেণ্টের সংরক্ষণশীল সদস্যবর্গের সমক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, এবং সময়ে সময়ে বাঙ্গলার পাটের রপ্তানী শুল্ক, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পুণা প্যাক্টের পরিবর্ত্তন ও হাইকোর্টের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, ঐগুলি প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার যুক্তি ও বাগ্মিতা-শক্তির অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতেও তাঁহার শ্রেণীসংবদ্ধভাবে তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিবার শক্তি অত্যদ্ভূতরূপে পরিস্ফুট।

—আইন-সচিবের পদে—

১৯৩৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বড়লাটের শাসন-পরিষদে আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকা কালে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (Indian Central Legislative Assembly) তে 'ইন্সিওরেন্স বিল' প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিল পাশ করান। আইন-সচিবের পদে কৃতিত্বের জন্য ভারত-সম্রাট ১৯৩৭ সালে তাঁহাকে 'কে, সি, এস, আই' উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ আইন-সচিবের পদ হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট সংবাদ পত্রই সমস্বরে বলেন যে, তাঁহার ন্যায় কৃতী ও উপযুক্ত আইন-সচিব আর কখনও নিযুক্ত হয় নাই।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের মত

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ আইন-সচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার পুরাতন বন্ধু—কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট সলিসিটারগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া Chamber practice ও তৎসঙ্গে জাতি ও সমাজের উন্নতির জন্য কার্য্য করিতেছেন। শিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে "নারী-রক্ষা-সমিতি"র বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া প্রথম বক্তৃতা করেন। ১৯৩৯ সালের ২৭শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতার আলবার্ট হলে মহারাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীমাধবহরি আণের সভাপতিত্বে "নিখিল-ভারত-সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী-সমিতি"র চতুর্থ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বলেন,—

I repeat that it is of supreme necessity, that there should be a united bloc of the Hindus in the Assembly who will not be ashamed to declare that they are Hindus with aims and aspirations. I have already described. It may be asked what has this Hindu consolidation to do with changing the communal decision. My answer is that it has everything to do with it and indeed it is condition precedent to the possibility of any change The modification of the Communal decision is not required for amelioration of the conditions of the Hindus and for preservation of their legitimate interest and the modification of the Communal decision is only a part through an important part of the much larger question, namely the preservation of such Rights.

স্যার নৃপেন্দ্রনাথের চরিত্র-চিত্র

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দ্রুত অনুভূতিশক্তিসম্পন্ন এবং অনমনীয় দৃঢ়সংকল্পবিশিষ্ট অত্যুদ্ভুদ পরিশ্রমী ব্যক্তি। ইহা শোনা যায় যে, ষোলজন লোকে চারি ঘণ্টায় যে কাজ করিতে পারে, তিনি একাই ঐসময়ে সেই কাজ করিতে পারেন। সময়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেশী। অপ্রমেয় প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতাবলে তিনি সুদীর্ঘকাল ব্যবহারাজীব-রূপে অপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতায় বিমণ্ডিত হইয়াছেন। জয়েণ্ট কমিটীতে বিভিন্ন সাক্ষীদিগকে তিনি যে ভাবে জেরা করেন, তাহাতে নিপুণ রাজনীতিজ্ঞগণের সম্মেলনে তাঁহার মহতী বিচার বুদ্ধি, স্বদেশ-বাৎসল্য ও দেশের স্বার্থসংরক্ষণে বীরের মতই গভীর অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। জটিল ব্যবহার শাস্ত্রে যাঁহারা প্রতিভাশালী, তাঁহারা সাধারণতঃই গম্ভীর হইয়া থাকেন; স্যার নৃপেন্দ্রনাথের

প্রকৃতিও গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ; কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশ, ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন-সভার অধিবেশনে যখন বিষন্ন- (dull and gloomy) ভাব বিরাজ করিত, তখন তিনি রসিকতার সৃষ্টি করিয়া সদস্যগণের মধ্যে যেরূপ হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারিতেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আইন-সচিবই তাহা পারেন নাই। ইহা তাঁহার বিভিন্নমুখী আদর্শ-চরিত্রের একটী গুণ। পরোপকার, দয়া ও দানশীলতায়ও স্যার নৃপেন্দ্রনাথের আদর্শ উচ্চ। তিনি প্রভূত রোজগার করিয়াছেন, এবং প্রভূত দানও করিয়াছেন। তিনি সুশিক্ষার জন্য দমদম-রামকৃষ্ণ-মিশন-ষ্টুডেণ্ট হোমে ৮০০০৲, সরস্বতী ইনষ্টিটিসনে ১০০০০৲, প্যারিচরণ সরকার গার্লস্কুলে ৫০০০৲, রোগীর চিকিৎসার জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ১০০০০৲, দুস্থ অনাথের সাহায্যের জন্য 'ভবানীপুর সহায়-সমিতিতে ৮০০০৲, শিমলা কালীবাড়ী এবং বেঙ্গলী ক্লাবের জন্য ৩০০০৲, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরউন্নতি জন্য 'বৈদ্যশাস্ত্র পীঠে' ১০০০৲ এবং বাঙ্গলার নিপীড়িতা ও ধর্ষিতা ললনাগণের রক্ষার জন্য 'নারী-রক্ষা-সমিতি'তে ৫০০৲ দান করিয়াছেন। তাঁহার আরও বহু দানের কথা উল্লেখযোগ্য।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথের বংশ-কথা

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালে বারাসতের জমিদার দুর্গাদাস বসুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নবনলিনীকে বিবাহ করেন। লেডী সরকার বাঙ্গলার সামাজিক উন্নয়ণ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রগতির জন্য বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ লেডী সরকারকে সঙ্গে করিয়া পালেষ্টাইন, মিশর, ইয়োরোপ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ রমেন্দ্রনাথ সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। আইন ব্যবসায়ে স্যার নৃপেন্দ্রনাথের মতই ইনি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছেন। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ এখন কলিকাতায় অবস্থান করাতে জটিল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণের পক্ষে মিঃ রমেন্দ্রনাথের বিশেষ সুযোগ ঘটিতেছে। মধ্যম পুত্র মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ইঞ্জিনিয়ারিংএ লণ্ডন ইউনিভার-সিটির B. Sc. ও কলিকাতায় ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায়ে রত। ইনি ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান "নিউ থিয়েষ্টার্স লিঃ"এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয় পুত্র মিঃ নীরেন্দ্রনাথ সরকার "ছোটনাগপুর মাইকা সিণ্ডিকেটে"র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। চতুর্থ ধীরেন্দ্রনাথ, পঞ্চম বরীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ শচীন্দ্রনাথ, সপ্তম হীরেন্দ্রনাথ ও অষ্টম অমরেন্দ্রনাথ সরকার বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

দানবীর

রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক

ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

বসুমল্লিক-বংশ

বংশ-পরিচয়

অপ্রামাণ্য পৌরাণিক ইতিহাস এবং কিংবদন্তীর অনিশ্চয়তার আশ্রয় না নিলে বসু-বংশের উৎপত্তি কান্যকুব্জ থেকে আগত দশরথ বসুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হয়। আনুমানিক খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষ। দ্বাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম দশকের মধ্যে রাজা বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা অনুযায়ী দশরথের পর পঞ্চম পর্য্যায়ে ২৪ পরগণার মাহীনগর নিবাসী মুক্তি বসু মুখ্য কুলীন পদপ্রাপ্ত হন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থদের মধ্যে বসুরা অগ্রগণ্য। একাদশ পর্য্যায়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে, মহীপতি বসুর এককালীন ভৃত্য হোসেন সাহ বাঙ্গালার রাজতক্ত অধিকার করেন। তিনি মহীপতিকে সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি এবং প্রভূত জায়গীর দান করেন এবং তাঁকে রাজস্বের ও সামরিক বিভাগের মন্ত্রী করেন। মহীপতির পুত্র শ্রীমন্ত পরে পিতার পদ প্রাপ্ত হ'ন এবং ঈশান খাঁ উপাধি পান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। পুরন্দর খাঁ বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হন এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি হ'ন। তিনি বল্লালী কৌলিন্য প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করেন। আরও দুই পুরুষ মহীপতির বংশধরগণ সচিব পদমর্য্যাদা এবং খাঁ উপাধি ভোগ করেন। সপ্তদশ পর্য্যায়ে রঘুনাথ বসু বাঙ্গলার সুবেদারের অধীনে দেওয়ান ছিলেন এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। অদ্যাবধি তাঁর বংশধরগণ বসু মল্লিক পদবীতে আখ্যাত। রঘুনাথের বংশধরগণ মাহীনগর ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করেন। এই সময় তাঁরা প্রথমতঃ মল্লিকপুর (২৪ পরগণা) এবং পরে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী কাঁটাগোড় গ্রামে গিয়ে বাস করেন। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের গোড়াতেই চতুর্ব্বিংশ পর্য্যায় রামকুমার বসুমল্লিক কলিকাতায় আসেন। রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র রাধানাথ বসু-মল্লিক পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর নামে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের নিকট একটি গলির নাম হয়েছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Hooghly Dock প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ডক এই বংশের ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি।

জয়গোপাল বসু মল্লিক

রাধানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র জয়গোপাল উক্ত ডকের প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। এই সময় তাঁর ম্যানেজার Reid কে লভ্যাংশ দিয়ে Reid & Co নাম দিয়ে আফিস স্থাপন করেন। জয়গোপালের তিন পুত্র—প্রবোধচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। তাঁর একমাত্র কন্যার হোগল কুঁড়িয়ার গুহ-বংশে বিবাহ হয়। উনবিংশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পটলডাঙ্গার বসু মল্লিকদের সম্পত্তি ভাগ হয় এবং হুগলী ডক জয়গোপালের তিন পুত্রের অংশে পড়ে। প্রবোধচন্দ্র এবং তাঁহার ভ্রাতারা পটলডাঙ্গা ত্যাগ করে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক

প্রবোধচন্দ্র পৈতৃক বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন এবং হুগলী ডক ক্রমে সারা প্রাচ্য দেশে একটি বৃহত্তম ডক হ'য়ে গড়ে ওঠে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বসু মল্লিকরা কলিকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠাবান এবং প্রভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠেন। প্রবোধচন্দ্রের মাতুল-বংশ অক্রূর দত্ত লেনের দত্ত-বংশের সঙ্গে এবং কতকটা তার প্রভাবে তাঁরা কলিকাতায় প্রগতিশীল বংশ বলে' প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের ভাইসরয়ালিটির অবসানে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য বাঙ্গলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক সভা হয়। এই প্রাক্-স্বদেশী যুগের সভায় সকলকে স্তম্ভিত করে' শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দশটি ভদ্রলোক এই স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি সংশোধিত প্রস্তাব করার অনুমতি চান। এই বিদ্রোহী দশজনের মুখপাত্র ছিলেন ব্যারিষ্টার মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক। প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হ'লে মন্মথচন্দ্র তাঁর দুই ভ্রাতা এবং শম্ভুনাথ প্রমুখ অন্য সাত জন সাধারণের লাঞ্ছনা-ধ্বনির মধ্যে প্রতিবাদস্বরূপ সভা ত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস পাল এই দশজনকে The Immortal Ten আখ্যা দেন। প্রবোধচন্দ্র অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর এক পুত্র সুবোধচন্দ্র এবং এক কন্যা। তাঁর কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতার বিখ্যাত এটর্নী এবং বাঙ্গলা দেশের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে।

ব্যারিষ্টার মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক

মন্মথচন্দ্র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ব্যারিষ্টার হন। তিনি বিখ্যাত পর্য্যটক ছিলেন এবং কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি বিলাতে

গিয়ে বসবাস করেন। তিনি দুই বার পার্লামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন।

হেমচন্দ্র বসু মল্লিক

হেমচন্দ্র কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের কেন্দ্র ছিলেন। রুচিবিলাসী জগতে তাঁর একাধিপত্য ছিল। তাঁর গৃহে আমন্ত্রিত হ'ন নি এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন করেন নি, এমন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় কেহ ছিল না। অন্যদের মধ্যে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়, আগা খাঁন, কুচবিহারের মহারাজা, ময়ুরভঞ্জের মহারাজা তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। রাষ্ট্রনীতিতেও তাঁর প্রভাব কিছু কম ছিল না, যদিও তা প্রচ্ছন্ন ছিল। শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতারা তাঁকে তাঁদের গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এই বিলাসী "leader of fasion" এক মুহূর্তে তাঁর বিলাসিতা ত্যাগ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। এই পরিবেষ্টনী এবং ঐতিহ্যের আবহাওয়ায় সুবোধচন্দ্র লালিত হ'ন।

রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক

২৮শে মাঘ ১২৮৫ সালে কলিকাতায় সুবোধচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক' নামেই পরিচিত। তাঁর সাত বৎসর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতৃব্য হেমচন্দ্র তাঁর শিক্ষার জন্য বিষদ ব্যবস্থা করেন। হেমচন্দ্র ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্র এবং পুত্র নীরদচন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরাজ সন্তানের ন্যায়ই সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের ইংরাজী ভাবাপন্নতা হাল্‌কা রকমের ইঙ্গবঙ্গসুলভ সাহেবিয়ানা ছিল না। বনেদি বাঙ্গালী বংশের সমস্ত গুণ এবং আচার ব্যবহারও তাঁর ছিল। সুবোধচন্দ্রকেও তিনি সেই ভাবেই গঠিত করেন। সুবোধচন্দ্র প্রথমে সিটি স্কুল এবং তার পর St. Xavier College এ শিক্ষা লাভ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ, এ পাস করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাঠ্যাবস্থায় তিনি গোপনে বিলাত যান এবং Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে Trinity College এ প্রবেশ করেন এবং লণ্ডনে Middle Templeএ ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্য প্রবেশ করেন। তিনি কেম্‌ব্রিজে ছাত্র-সমাজের একটি বিশিষ্ট সভ্য এবং কর্ম্মী ছিলেন। উক্ত সঙ্ঘের পরিণতির ইতিহাসে তাঁর প্রচুর অবদান আছে। ইংরাজ ছাত্র মহলেও তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সুদর্শন ও সুপুরুষ

চেহারা এবং হাবভাব ও ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বত্র 'রাজপুত্র' বলে অভিহিত হ'তেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেশে আসেন এবং পারিবারিক নানান কারণে পুনরায় বিলাতে ফিরে যেতে পারেন না। অল্পদিন পরই বাঙ্গলাদেশ দেশাত্মবোধের প্রথম দমকে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ নিশ্চিৎ জেনে বাঙ্গলাদেশ বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর্‌ল। ১৬ই অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ হ'ল এবং বাঙ্গালীরা অরন্ধন করে' পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ ও বৃটিশ স্পর্দ্ধা চূর্ণ করার সঙ্কল্পে দীক্ষিত হ'লেন। ২০শে অক্টোবর ইংরাজ সরকার কার্লাইল সারকুলার প্রচার ক'রে ছাত্রদের সভাসমিতিতে যোগদান দণ্ডার্হ কর্‌লেন। এর উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদিঘির গোলামখানা" আখ্যা দেওয়া হ'ল এবং এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ক্রমশঃ একটি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হ'য়ে উঠল।

সুবোধচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে "Field and Academy" নাম দিয়ে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের জীবনীশক্তি তিনিই ছিলেন এবং তার জন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেন। তদানীন্তন কলিকাতার প্রত্যেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। কুচবিহারের মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পরে কুচবিহারের গদি আরোহণ করেন। এই ক্লাবটির উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালার ছাত্র সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম এবং স্বাধীনতা, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজের আদর্শে প্রতিষ্ঠা করা। ক্লাবটি রাজনৈতিক সম্পর্ক বিরহিত ছিল। ১৯০৫ সালে ৯ই নভেম্বার পান্তির মাঠে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনা সম্বন্ধে সুবোধচন্দ্রের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সুবোধচন্দ্র এই সভায় বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই অপ্রত্যাশিত দানে জনসাধারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে সুবোধচন্দ্রকে "রাজা" সম্বোধন কর্‌লেন্। দেশবাসীর পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতারা তাঁকে "রাজা" বলে অভিনন্দিত করেন। ছাত্রেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিয়ে তাঁকে গাড়ীতে বসিয়ে জয়ধ্বনি করে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত সেই গাড়ী টেনে নিয়ে যান। তার দু' তিন দিন পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোলদিঘিতে এক সভায় তাঁকে "মহারাজা সুবোধচন্দ্র" বলেন। রংপুর, ঢাকা, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি যে-সব জায়গায় ছাত্রগণ তাদের দেশপ্রেমিকতার জন্য বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'য়েছিল, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সুবোধচন্দ্র তাঁর প্রদত্ত অর্থ ব্যবহৃত হয় এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরও অর্থ সংগৃহীত হ'লে National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হল।

দানবীর —

রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক

জমিদার
শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র বসু মল্লিক

শ্রীকুমারচন্দ্র বসু মল্লিক এম-এ

রাজা সুবোধচন্দ্রের পুত্রত্রয়
মধ্যস্থলে—জ্যেষ্ঠ শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক বি-এ, (ক্যাণ্টাব)
বামদিকে—মধ্যম শ্রীসমীরচন্দ্র ও ডানদিকে—কনিষ্ঠ শ্রীমিহিরচন্দ্র

যদিও তাঁর পরে অন্যে আরও অধিক অর্থ দান করেছিলেন, তবুও সুবোধচন্দ্রের দানই যে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি, সে কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। বর্ত্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা—College of Technology (যাদবপুর) ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম Technical College বলে পরিগণিত।

আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলন রাজা সুবোধচন্দ্রের একমাত্র অবদান নয়। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি কখনও খ্যাতি বা নেতৃপদে অভিলাষী ছিলেন না। বক্তৃতা তিনি দিতেন না। পশ্চাতে থেকেই তিনি দেশমাতৃকার সেবা করতেন্। কিন্তু তবুও তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কোন একটি স্মৃতি সভায় কোন বক্তা সুবোধচন্দ্রকে কোন এক স্বর্গীয় পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, সেই পুষ্পের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তিনি সৌরভ বিতরণ করতেন্। তিনি কেবলমাত্র বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। স্বদেশী শিল্পকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি বহু প্রয়াস করেন এবং অর্থ দান করেন। ১৯১৩ সালে তিনি Light of Asia নাম দিয়ে একটি জীবন-বীমা কোম্পানী স্থাপন করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আজও বর্ত্তমান রয়েছে। বাঙ্গলার নবযুগ-প্রবর্ত্তনকারী "বন্দেমাতরম" পত্রিকা যখন প্রকাশিত হয়, তখন রাজা সুবোধচন্দ্র তার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁরই একটি বাড়ীতে 'বন্দে মাতরমের' ছাপাখানা এবং আফিস ছিল। তাঁরই নিমন্ত্রণে বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শাখা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করতে আসেন। তিনি সুবোধচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরই গৃহে অবস্থান করতেন। সুবোধচন্দ্রের বাসস্থান ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের এবং রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। এই বাড়ীটি স্বভাবতঃই পুলিসের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে এবং বহুবার খানাতল্লাসীর দ্বারা সম্মানিত হয়। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের একটি বিখ্যাত তৈলচিত্র দর্শনের জন্য বাঙ্গলার লাটসাহেব এই বাড়ীতে পদার্পণ করেন, যদিও রাজা সুবোধচন্দ্র গৃহে থেকেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বসু মল্লিকদের স্বাধীনতাদৃপ্ত আত্মসম্ভ্রমের কথা সর্ব্বজনবিদিত। বঙ্গভঙ্গ যুগের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রাজা সুবোধচন্দ্র এত নিবিড় ভাবে বিজড়িত ছিলেন যে, সে যুগের ইতিহাসে তাঁর নাম বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বরিশাল কন্‌ফারেন্স ও সুরাট কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সুরাটে বাঙ্গলার বাহিনীর ভার প্রধানতঃ তিনিই বহন করেন। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় যে "শিবাজী-উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়, সুবোধচন্দ্র এবং তাঁর পিতৃব্য হেমচন্দ্র তাতে

বিশিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বরিশাল কন্‌ফারেন্স ভঙ্গের পর তিনি বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। স্বদেশী যুগে বহু দরিদ্র ছাত্র রাজা সুবোধচন্দ্রের গৃহে নিয়মিত ভাবে প্রতিপালিত হ'তেন। সেই উচ্ছ্বসিত এবং ব্যগ্র যুগে সুবোধচন্দ্র ছাত্র সমাজের দেবতাস্বরূপ ছিলেন। যে কোন সভায় তাঁর উপস্থিতি সর্ব্বদা উল্লসিত জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত হ'ত।

সরকার জানতেন যে জাতীয় দলের কাজে জন্য অর্থের অভাব কে পূর্ণ করেন। সরকারের ধারণা ছিল যে, রাজা সুবোধচন্দ্র বাঙ্গলার যুবকদের বিপ্লব-বাদে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৮ সালে Regulation III of 1818 অনুসারে তিনি বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হন। রাজা সুবোধচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গে কারারুদ্ধ আরও আটজন নেতা বাঙ্গলার প্রথম বিনা বিচারে রাজবন্দী।

"ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার নাম অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং জাতির যে জয়যাত্রার তিনি অগ্রণীদিগের অন্যতম হইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই জয়যাত্রা যেদিন বিঘ্নকঙ্কর কণ্টকিত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সাফল্যের সিংহদ্বারে উপনীত হইবে, সেইদিন যাত্রীদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে—"রাজা সুবোধচন্দ্রের জয়।" সুবোধচন্দ্র কোন বিদেশী শাসকের দয়ায় বা সরকারের প্রীতিপদ কোন কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে রাজা উপাধি লাভ করেন নাই। যাহাকে "Prince among men" বলে, তিনি তাহাই ছিলেন এবং তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসী তাঁহাকে রাজা সুবোধচন্দ্র বলিয়াই অভিহিত করিতেন। এই উপাধির মূল্য কত অসাধারণ, তাহা কি আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে? সুবোধচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য—ত্যাগে" "বসুমতী"—(১৫ই নভেম্বার ১৯৩৮)।

সুবোধচন্দ্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী লোকান্তরিতা হ'লে ১৯১০ সালে তিনি মল্লিলপুর নিবাসী শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯১০ সালে তিনি কারামুক্ত হ'ন। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে প্রথম বৈদ্যনাথে এবং শেষে দার্জ্জিলিঙে বাস করেন এবং সেইখানেই ১৩২৭ (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে) সালে ২৮শে কার্ত্তিক টাইফয়েড জ্বরে ভুগে ৪১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

"তিনি জন্মাবধি রাজোচিত ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি যেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া আপনার ধনভাণ্ডার শূন্য করেন।" শেষ জীবন সাধারণ গৃহস্থের মতই যাপন করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এ

সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম এবং খেলাধূলার প্রতি তাঁর অনুরাগ বিচলিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগেই তাঁর ঘোড়া দার্জ্জিলিং রেস্ কোর্সের একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় নিদর্শনের দ্বারা ভূষিত হয়েছিল।

অদ্যাবধি প্রতি বৎসরই কলিকাতার নাগরিকগণ তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত করে তাঁর প্রতি অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

রাজা সুবোধচন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশেষ বেগবান ছিল। তিনি বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতা প্রসিদ্ধ ছিল।

তাঁর স্ত্রী তাঁর একটি Life-size তৈলচিত্র যাদবপুর কলেজে দান করেন এবং সেটি এখনও সেখানে দেখা যায়।

রাজা সুবোধচন্দ্রের বংশ-কথা

রাজা সুবোধচন্দ্রের ছয় কন্যা ও তিন পুত্র। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় শ্যামবাজার নিবাসী বিখ্যাত মেজর ফকিরচন্দ্র ঘোষ (I.M.S) এর পুত্র শ্রীঅজিৎ ঘোষের সঙ্গে। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতায় বিখ্যাত এটর্ণী এবং এখন ভারত সরকারের সলিসিটার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে। তিনিই প্রথম ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর তৃতীয় জামাতা আমেরিকা-শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। চতুর্থ জামাতা হাই কোর্টের উকিল শ্রীসুকুমার দে। পঞ্চম জামাতা শ্রীপ্রভাতকুমার মিত্র বিলাত থে'কে Incorporated Accountant হ'য়ে এসেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা বি, এ, পড়ছেন।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, বি, এ, (ক্যাণ্ট্যাব)

সুবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে অনার্সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপস্থিত কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। অধ্যয়নের জন্য ইনি অনেকদিন বিলাতে ছিলেন। ইনি সাহিত্যানুরাগী ; ইনি বঙ্গভাষায় বহু মাসিক পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসমীরচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত Light of Asia Insurance Co. Ltd. এ শিক্ষানবীশী করছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমিহিরচন্দ্র Calcutta Homœpathic Medical College থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে ডাক্তার হ'য়েছেন। দরিদ্র রোগিগণকে সাহায্য করাই ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

জমিদার শ্রীনীরোদচন্দ্র বসু মল্লিক

হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নীরদচন্দ্র রাজা সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে একই ভাবে প্রতিপালিত হ'য়েছিলেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে বিশেষ নিবিড় স্নেহের, প্রীতির এবং বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল। নীরদচন্দ্র St Xavier এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বৈষয়িক কর্ম্মে, বিশেষ ক'রে হুগলী ডকে মনোনিবেশ করেন। ১৯০১ সালে তিনি জাপান যান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে তিনিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর অসামান্য বৈষয়িক জ্ঞান, অধ্যবসায় ও কর্ম্মঠতার ফলে তিনি আজ সম্ভবতঃ বাঙ্গলা দেশের কায়স্থদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাড়ী, হুগলি ডকের এবং পানিহাটির বিখ্যাত দ্বাদশ মন্দিরের (মাতার উত্তরাধিকারসূত্রে) তিনি অধিকারী। তিনি বংশসুলভ তেজস্বিতা ও দৃপ্ত বংশ-মর্য্যাদাজ্ঞান, সংস্কৃতি, বংশগৌরব এবং সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রেখেছেন। তাঁর ভ্রাতার অকাল মৃত্যুর ফলে তিনি নিজেকে ব্যক্তিগত জীবনের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন। তিনি সচরাচর তাঁর দার্জ্জিলিঙের বাড়ী, গোপালপুরের সমুদ্রতীরস্থ বাড়ী, পানিহাটির বাগান অথবা পৈতৃক বাস ভবনে বাস করেন। ব্যায়াম এবং খেলা ধূলায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তাঁর একটি বৃহৎ অশ্বশালা ছিল এবং তিনি অশ্বারোহণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভ্রমণপ্রিয়। ১৯২৮ সালে তিনি ইয়োরোপ ভ্রমণে যান; কিন্তু পারিবারিক কারণে ১৯৩০ সালে তাঁকে দেশে ফির্তে হয়। ১৯২১ সালে তিনি তাঁর মাতামহ নরেন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরীর স্বর্ণদান শ্রাদ্ধ করেন এবং ১৯৩০ সালে তাঁর মাতার দান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বহু সৎব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের সমাবেশ করেন। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণ এবং উন্নতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চেষ্টা পান। তিনি শ্যামবাজারের শ্রীবিপিনচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্রীহামিরচন্দ্র বসু মল্লিক এম, এ,

নীরদচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীহামিরচন্দ্র বসু মল্লিক প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্ত্তমানে আইন অধ্যয়ন কর্‌ছেন। তিনি চোরবাগানের মিত্র-বংশের শ্রীধানু মিত্রের পৌত্রী এবং বসুমতীর সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেছেন।

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ রায়নার দত্তবংশীয় কুচবিহারের দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচারুচন্দ্র দত্তের সঙ্গে। চারুচন্দ্র I.C.S. হওয়া সত্বেও দেশপ্রেমিক এবং বিদ্বান হিসাবে সর্ব্বজনপরিচিত। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা কলিকাতার শ্যামপুকুর নিবাসী ৺রাম মিত্র C.I.E'র পুত্র শ্রীফণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে বিবাহিতা হন।

মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
—ও শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠের কথা—

—বংশ-পরিচয় ও বাল্য-কথা—

যুগাচার্য্য মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ১২৫৩ সালের মাগশীর্ষ মাসে শুক্ল পক্ষীয় শুভ চতুর্থী তিথিতে বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত পায়রাটুঙ্গী গ্রামে এক গৌরবান্বিত ও সম্ভ্রান্ত গৌড়ীয় শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কুলীন বংশটী বহুদিন হইতে এতদঞ্চলে তাঁহাদের দানশীলতা, সমাজিকতা, লোকহিতৈষিতা, স্বদেশপ্রীতি ও উদারতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের জন্য বিশেষরূপে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গরবি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের পিতা স্বর্গীয় মহাত্মা পর্ব্বতীচরণ ভট্টচার্য্য বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী, দানশীল ও নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জননী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীও এই সকল সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। সুশিক্ষিতা জননীর নিকটেই বালক মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ বাল্য শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই শৈশবের শিক্ষাই তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলুহাটী পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

উপনয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা

অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। সেই সময় হইতেই তিনি বেদপাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পকালেই সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদের শ্রুতিসুখদ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল ধ্বনিত হইত। শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রগাঢ় ধারণা শক্তি ও দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহার আচার্য্য, বঙ্গের প্রথিতনামা আদর্শ অধ্যাপক, সাঁতরাগাছিস্থ চতুষ্পাঠির পণ্ডিতপ্রবর হলধর ন্যায়রত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃদেবের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহার জননী অধ্যয়নার্থ তাঁহাকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ

করেন। তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্র বল উপযুক্ত শিষ্য নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ কৈশোরেই যুবকের ন্যায় যোগ্যতা ও প্রবীণের মত বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অতি অল্প বয়স হইতেই শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের বিদ্যা-নুরাগ ও ঈশ্বরানুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। যে মহাপুরুষগণ উত্তরকালে গৌরব-ময় জীবন লাভ করেন, ইঁহারই মত তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় শৈশবেই পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ "জুনিয়র" পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। অতঃপর 'সিনিয়র' পরীক্ষাতে যাহাতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে সিনিয়র স্কলার হন, এবং সর্ব্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রধান বৃত্তি লাভ করেন ও বার্ষিক সভায় তৎকালের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া সকলকে স্তম্ভিত করেন। এই সময়ে পাঠাগারের নূতন নূতন পুস্তকের বহু প্রয়োজনীয় বিষয় অনুশীলন করিতে তিনি যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, অন্য কোন বিষয়ে সেইরূপ করিতেন না। সদ্ গ্রন্থ অধ্যয়নই তাঁহার চিত্তের অধিকতর সুখসাধন করিত। তিনি স্বীয় অধিতব্য বিষয় ব্যতীত শাস্ত্র গ্রন্থাদির মধ্য হইতে ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে তিনি নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্মসংক্রান্ত সুনীতি পূর্ণ সুচিন্তিত বক্তৃতাদানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিতে থাকেন।

শিক্ষকতা ও অষ্টাঙ্গ যোগ-সিদ্ধি

এই সময়ে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু জননীর রোদনে ও অশ্রুবর্ষণে মাতৃভক্ত শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের মন আর্দ্র হইল এবং সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা আপাততঃ ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতে থাকেন এবং শেষে অষ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধ হন। এই সময়ে দেশবাসীদিগের হৃদয়ে বিদ্যাচর্চ্চার প্রসারের জন্য তিনি জনাইয়ের জমিদার বাবুদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। মাতৃদেবীর গঙ্গাতীরে বাসের ইচ্ছা হওয়ায়, তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ

করিয়া মাতৃদেবীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুর গমন করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীরামপুরে বাস করিতে থাকেন এবং প্রচলিত দর্শন শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করেন। দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয় যে, একমাত্র জ্ঞানই মানবের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ।

মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগের পর তিনি পুনঃ সন্ন্যাসী হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন এবং কিছুদিনের মধ্যে সন্ন্যাসীও হন বটে, কিন্তু মাতার আদেশে কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্ব্বক লোক-লোচনে সন্ন্যাসীর বেশে দৃষ্ট হন নাই অথবা সংসারত্যাগী বলিয়া কাহাকেও জানিতে দেন নাই। মাতা পুত্রের হৃদয়ে যাহাতে কোনরূপ বৈরাগ্য প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই মহর্ষিদেবকে নানাবিধ ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে রাখিতে প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু যাঁহার অন্তরে বহু বহু জন্মার্জ্জিত সাধুজনবাঞ্ছিত বৈরাগ্য বিরাজমান, বাহিরে সামান্য ভোগবিলাসে তাঁহাকে কি আসক্ত করিতে পারে?

'সত্য প্রদীপ' ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রচার

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সত্য-প্রদীপ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তৎকালে সোমপ্রকাশ নামক একখানি ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকারও তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। উপরোক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁহার মৌলিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহারা ঠাকুর শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের দর্শন, জ্যোতিষ, ও সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত প্রবন্ধ পাঠে উক্ত শাস্ত্রসমূহে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যোগশক্তিবলে কত দুরারোগ্য ব্যাধি যে আরোগ্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তিনি সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি বিষয়ক প্রবন্ধও যথেষ্ট লিপিবদ্ধ করেন। তৎপ্রণীত 'সামুদ্রিক বিদ্যা' নামক পুস্তক তাঁহার জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে পারদর্শিতার সাক্ষ্য প্রদায়ক। আর তাঁহার লিখিত "পরমার্থ সঙ্গীতাবলী" নামক পুস্তকখানিকে কলির শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে শ্রীভগবানের মহিমা, শ্রীনামের মাহাত্ম্য, যোগীর যোগকৌশলে, জ্ঞানীর পরাজ্ঞান, লভ্য বস্তুর সন্ধান সবই পাওয়া যায়, তাঁহার 'প্রতিজ্ঞাশতক' বর্ত্তমান যুগে

প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবণিতার অবশ্য নিত্য পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহাতে কর্ম্মতৎপরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার উৎসাহ, ধর্ম্মপথের সম্বল, শ্রীভগবানে নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাধনের দৃঢ়তা প্রভৃতির সন্ধান ত পাইবেনই, তাহা ভিন্ন দৈনন্দিন জীবনে যে সব প্রতিজ্ঞা স্মরণপথে প্রতিফলিত থাকিলে মানুষ মহান না হইয়া থাকিতে পারে না, সেই সব প্রতিজ্ঞার বিষয় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"

সনাতন ধর্ম্মের প্রচার

তিনি শ্রুতিধর ও বহু ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আটটা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য, ওজস্বিনী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, শ্রীমুখে সাধনালব্ধ দিব্যজ্যোতিঃ, ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ততা, সম্প্রদায়িকতাহীনতা ও ঋষিকল্প মূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া বহু মনীষি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম-বিপ্লবের এই যুগসন্ধিক্ষণে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং পরে বহু শিষ্য সঙ্গে লইয়া তীর্থরাজ কাশীধামে গমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য বিশেষ প্রসার লাভ করে এবং তাঁহার যশঃসৌরভও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা ও ব্যাভিচারাদি দোষে ধ্বংসোম্মুখ উচ্চবর্ণ ও অন্যান্য অধঃপতিত হিন্দুজাতির ও সমাজের কল্যাণের জন্য মহামতি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং "সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকেন।

জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত বারাণসীধামের সুমেরু মঠের মঠাধীশ শঙ্করাচার্য্য স্বামিপ্রমুখ ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাঁহাকে "মহর্ষি" উপাধিতে ভূষিত করেন। দলে দলে ধর্ম্মপিপাসুগণ তাঁহার নিকটে আগমন করিতেন; তাঁহার উপদেশ প্রদানকালে কেহ কোনও অসদ্‌ভাব পোষণ করিতে পারিত না। কেহ অসদ্‌ভাব লইয়া নিকটে আসিলে তিনি জানিতে পারিয়া স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব পোষণ করিতে, বীর্য্যধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে, সত্যকথা বলিতে ও নিরামিষ আহার করিতে, সর্ব্বজীবে দয়া এবং শ্রীভগবানের নামাশ্রয় করিতে উপদেশ দিতেন।

ওঁ তৎ সৎ
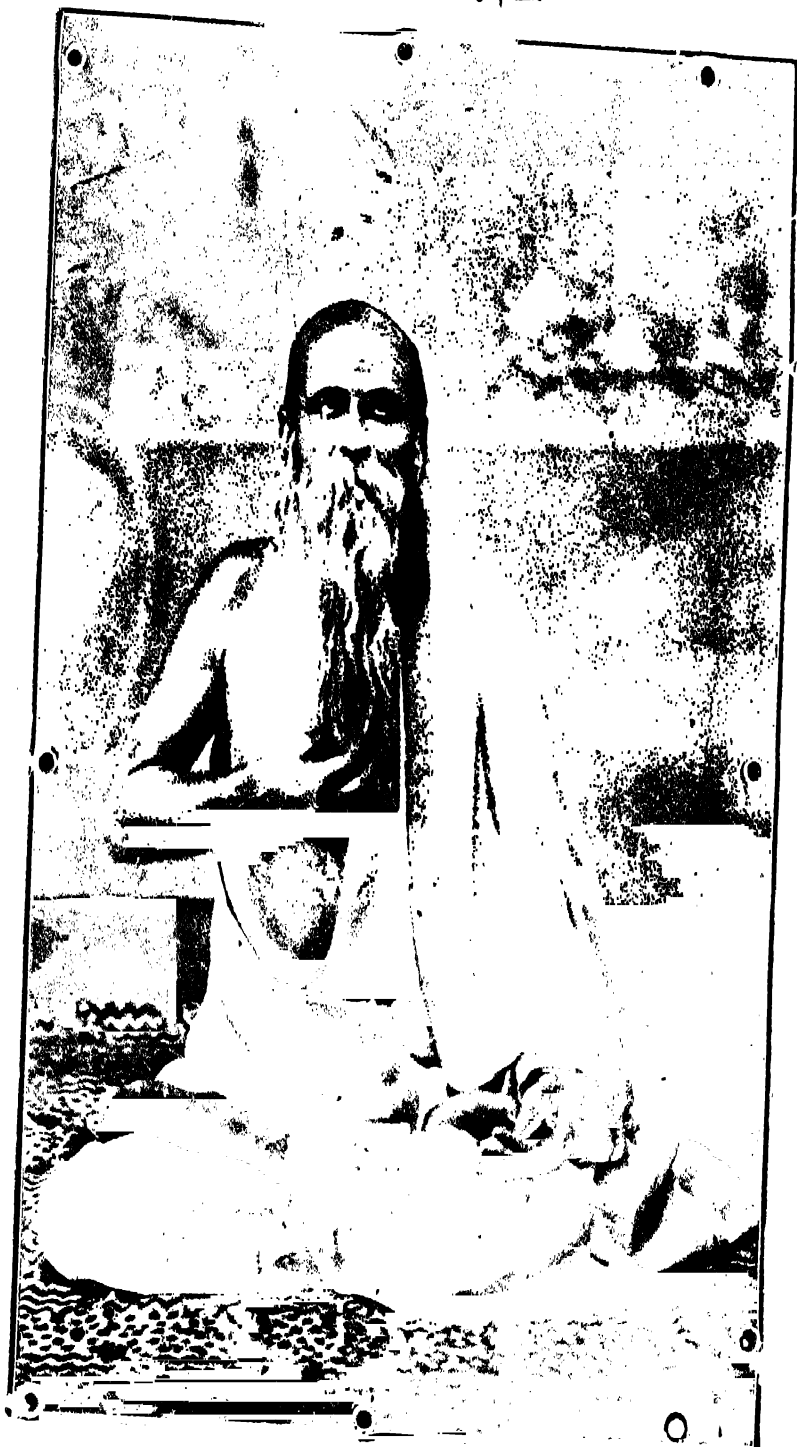
মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

মহানির্ব্বাণ ও "শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠে"র উৎপত্তি

মোহান্ত শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, আত্মবিৎ প্রেমিক ভক্ত মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যবর্গকে এই নরধামে রাখিয় প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে স জ্ঞানে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া তদীয় প্রাণারামের অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করিতে করিতে নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার মহানির্ব্বাণ লাভের পর তদীয় শিষ্যবর্গ একত্র মিলিত হইয়া কলিকাতার গড়পারের রাজা রামমোহন রায় রোডে 'শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ' নামে একটী মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রত্যহ শ্রীনগেন্দ্রেশ্বর শিবের পূজা হয়। আশ্রমে একটী সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। প্রতি রবিবারে মহর্ষিদেব প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী নানাবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া নরনারীর ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি সাধন করেন। মঠ ও আশ্রমের প্রথম মোহান্ত মহারাজ মহর্ষিদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী একজন ষড়রিপুবর্জ্জিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও হঠযোগী। তৎপ্রণীত ' ব্রহ্মচর্য্য ও শরীর-পালন" পুস্তকখানিতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতার অনেক শিক্ষনীয় ও পালনীয় বিষয় আছে। ইহাতে তৎকৃত কয়েকটি 'আসনের' চিত্রও আছে। বৎসরাধিক হইল, তিনি মহর্ষিদেবের সম্পাদিত 'সত্য-প্রদীপ' মাসিক পত্রের পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়া জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সরল ও সুবোধ্য ব্যাখ্যা সহ সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন।

প্রতি বৎসর "শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠে" মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব ও তিরোভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে বহু দীন দরিদ্র কাঙ্গালীকে পরম পরিতোষ সহকারে ভূরি ভোজন করান হইয়া থাকে। মহর্ষিদেবের কৃতবিদ্য ও উচ্চপদস্থ ভক্ত শিষ্যদের অভ্যর্থনা এবং সর্ব্বোপরি মোহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারিজির সস্নেহ ব্যবহারে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

অনারেবল্ মিঃ জাষ্টিস্
ডক্টর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, ডি, এল,

বংশ-পরিচয়

অনারেবল মিঃ জাষ্টিস ডক্টর দ্বারকানাথ ১৮৭৬ সালে ছাপরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ মিত্র হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। পরে তিনি মুন্সেফ পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু বহু দূর দেশে বদলী করায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া ছাপরা জেলায় ওকালতি করিতে থাকেন। তিনি ছাপরায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং কিছুদিন সরকারী উকিলের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৮২২ সালে কলিকাতার ৬০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে ইঁহাদের পৈতৃক বাটী নির্ম্মিত হয় এবং সম্প্রতি সেই বাটী ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কবলে পড়িয়া রাস্তায় পরিণত হইয়াছে।

ডক্টর দ্বারকানাথ ইঁহারা চারি সহোদর। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র ছাপরার সুবিখ্যাত ফৌজদারী উকিল; তিনি বিস্তর অর্থশালী ও তঁহার খ্যাতি সমগ্র বিহার প্রদেশে পরিব্যাপ্ত। তিনি ছাপরার শীতলপুর সুগার ওয়ার্কস নামক মিলের ডিরেক্টর। এই মিল পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর একটা গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুত প্রিয়নাথ মিত্র দ্বারভাঙ্গা জেলার খাতনামা উকিল ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র পাটনা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এড্ভোকেট্।

—বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্ম-জীবন—

দ্বারকানাথ ১৮৯০ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৯০-৯৫ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া এফ্, এ, বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রিপণ কলেজ হইতে ১৮৯৬ সালে বি, এল পাশ করেন। বি, এ পাশের সময় হাট্‌খোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশের বালাচরণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুরবালার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত (enrolled) হন। ১৯০১ ইনি ওকালতি করিতে করিতেই এম্, এল, পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯১২ সালে হিন্দু আইনসংক্রান্ত Position of

Women in Hindu Law পুস্তক প্রনয়ণ করিয়া Doctorate of Law উপাধি পান। ১২২৪ সালে ইনি হাইকোটের আদিম বিভাগে প্র্যাক্‌টিস্‌ করিবার অনুমতি পাইয়া ব্যারিষ্টারদের সমান অধিকার পান।

—ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে—

ডক্টর দ্বারকানাথ যখন আইন ব্যবসায়ে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিয়া উন্নতির উচ্চতম সোপানে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯২৪ সালে স্যার বি, সি, মিত্র ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব্‌ ষ্টেটের সভ্য পদে ইস্তফা দেন। ডক্টর দ্বারকানাথ ঐ পদে বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া দুই বৎসর অনেক উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন।

—হাইকোর্টের বিচারাসনে—

১৯২৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ডক্টর দ্বারকানাথ কলিকাতা হাই-কোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির সহিত বিচারকের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইঁহার অবসরগ্রহণ কালে হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার ও এটর্ণীরা একত্র হইয়া, ইঁহার অবসর গ্রহণের ফলে হাইকোর্টের যে ক্ষতি হইল, তাহা একটী addressএ বর্ণনা করিয়া হাইকোর্টের আঠার জন জজের (Full Court) সমক্ষে উহা ইঁহাকে প্রদান করেন। ঐ addressটি একটি রৌপ্য কাস্কেটে করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং ঐ রোপ্য কাস্কেটের একদিকে হাই-কোর্টের চিত্র ও অপর দিকে একটি নিক্তির ওজন আছে। ইহাতেই বিচারপতির কার্য্যে ইঁহার নিরপেক্ষতা ও সুক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—

হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা ও বিচারপতির কার্য্য ব্যতীত ডক্টর দ্বারকানাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক উল্লেখযোগ্য কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১৬ সালে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Registered Graduate দের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং পাঁচ বৎসর ইনি ঐ পদে ছিলেন। পরে ১৯৩০ সালে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean of Faculty of Law পদে নির্ব্বাচিত হন। সেই বৎসরও গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত করেন। উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে ইঁহার সুচিন্তিত কার্য্য-নৈপুণ্যের জন্য ইনি ক্রমান্বয়ে পর পর আট বৎসর ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন।

—অবসর গ্রহণের পরে—

বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া ডক্টর দ্বারকানাথ পাটনা হাই-কোর্টে এড্‌ভোকেটের কার্য্য করিতেছেন। ফেডারেল কোর্টেরও ইনি এড্‌ভোকেট্

আছেন। যে হাইকোর্টে জজীয়তি করিয়াছেন, পুনরায় তথায় এড্ভোকেট্ হওয়া নিয়ম নহে; এ কারণে ইঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া প্রবাসী হাইকোর্টে যাইতে হইয়াছে। ইঁহার কর্ম্মশক্তি এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইনি সামাজিক, উদার ও সহাস্যপ্রকৃতি।

—ডক্টর দ্বারকানাথের বংশ-কথা—

ডক্টর দ্বারকানাথেরজ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কমলা কলিকাতার হেমকর লেন নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অতুলচন্দ্র করের জ্যেষ্ঠ পুত্র—হাই-কোর্টের এড্ভোকেট শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র করের সহিত বিবাহিতা। ইঁহার এক মাত্র কন্যা শ্রীমতী রমারাণী হুগলীর সরকারী উকিল রায় বাহাদুর ৺মহেন্দ্রনাথ মিত্র, সি, আই, ই'র পৌত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার মিত্রের সহিত বিবাহিতা। অজিতকুমার হাইকোর্টের এড্ভোকেট্; কিন্তু চুঁচুড়ায় ওকালতি করিতেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা মলিনা অনারেবল্ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার ৺গিরীন্দ্রনাথ বসুর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। মলিনার এক কন্যা শ্রীমতী অরুণা হাইকোর্টের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার—ঝামাপুকুর লেন নিবাসী ৺রামচরণ মিত্র, সি, আই, ই'র পৌত্র শ্রীমান্ ফটিকচন্দ্র মিত্রের সহিত বিবাহিতা। ইনি B. N. Basu & Co. সলিসিটর ফার্ম্মের Articled clerk. মলিনার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ কমলকুমার বসু সম্প্রতি বি, এ পরীক্ষায় Ecconomics এ অনার্সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনারেবল মিঃ জাষ্টিস্ ডক্টর দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমার মিত্র ও মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সুনীলকুমার মিত্র India Batery Manufacturing (Mitar Batery) Co. র স্বত্বাধিকারী এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। জ্যেষ্ঠ সুধীরকুমারের সহিত চন্দননগরের (খলসিনীর) বিখ্যাত বসু-বংশের জমিদার ৺তিনকড়িনাথ বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কমলারাণীর বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র—তরুণকুমার ও মুকুল কুমার। মধ্যম সুনীলকুমারের সহিত কলিকাতার বিডন নিবাসী স্বনামখ্যাত একাউণ্টেণ্ট জেনারেল রায়বাহাদুর ৺নৃত্যগোপাল বসু, সি, আই, ই'র পৌত্রী শ্রীমতী শান্তিলতার বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠ অনিলকুমারের সহিত বাগবাজার নিবাসী সুপরিচিত একাউণ্টেণ্ট জেনারেল ৺কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের পৌত্রী বাগবাজারের বিখ্যাত বসু-বংশের রায় বিপিনবিহারী বসুর দৌহিত্র শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার এক কন্যা—কুমারী অপর্ণা।

—টাকীর রায় চৌধুরী-বংশ—

—দুর্ল্লভচন্দ্র গুহ—

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত টাকীর জমিদার রায় চৌধুরী বংশ একটী বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হইতে ইঁহারা সৌভাগ্য-শালী হইতে থাকেন এবং তৎকালে ইঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অধুনা এই বংশ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বহু বিস্তৃত হইয়াছে। রাজা আদিশূরের পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে আগত বিরাট গুহ হইতে অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ দুর্ল্লভচন্দ্র গুহ একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমান বাদশাহের অধীনে উচ্চ রাজ কার্য্য লাভ করিয়া যথেষ্ট বিত্ত, প্রভূত সম্পদ এবং "মজুমদার" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—ভবানীদাস মজুমদার—

দুর্ল্লভচন্দ্র গুহ মজুমদারের প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য পুত্র, যুবক ভবানীদাস মজুমদার বাক্‌লা হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তদন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বাস করেন। তিনি এই বিস্তীর্ণ পরগণার অধীশ্বর হইয়া সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়াছিলেন এবং কুলীন-গণ তাঁহাকে রাজ-বংশের নিম্ন আসন প্রদান করিয়াছিলেন। ভবানী দাস একজন জমিদারাগ্রগণ্য বলিয়া নবাব সরকার হইতে "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি যশোহর রাজ-বংশের আদি পুরুষ রামচন্দ্র নিয়োগীর খুল্লতাত চতুর্ভুজ গুহের প্রপৌত্র। ভবানীদাসের দুই বিবাহ। তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চণ্ডীশরণ ও যদুনন্দন নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস এবং সর্ব্বশেষে প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র রুক্মিণী-কান্ত জন্মগ্রহণ করেন।

রায় চৌধুরী-বংশের বিস্তৃতি—

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর চণ্ডীশরণ ও যদুনন্দন বলপূর্ব্বক পিতৃপরিত্যক্ত সমুদয় বিষয় অধিকার করিয়া লইয়া কৃষ্ণদাস ও রুক্মিণীকান্তকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া শ্রীপুর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণদাস কঠুরা গ্রামে মাতা-মহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রুক্মিণীকান্ত বাধ্য হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন

আত্মীয়ের আশ্রয়ে বরিশাল জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন।

ভবানীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীশরণ রায় চৌধুরী পরিশেষে রাজ-বংশের আশ্রয়ে যশোহর সন্নিকটে বাস করেন। সৈয়দপুরের বর্ত্তমান রায় চৌধুরী, চাক্‌লাদার ও সরকার বংশীয়গণ চণ্ডীশরণের বংশসম্ভুত।

ভবানীদাসের মধ্যম পুত্র যদুনন্দন শ্রীপুরেই ছিলেন। তথাকার রায় চৌধুরীগণ যদুনন্দনের সন্তান।

—কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী ও টাকীর—
—পাঁচঘর রায় চৌধুরীর উৎপত্তি—

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র মাতামহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে টাকীর পশ্চিম প্রান্তে কঠুরা গ্রামে ঘোষ বংশীয় একঘর কুলজ "রায়" আখ্যাত বঙ্গজ কায়স্থের বাস ছিল। আগরপাড়া পরগণা তাঁহাদেরই জমিদারী। কৃষ্ণদাস এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামহের দেহান্তে তাঁহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সপ্তগ্রাম সরকারের ফৌজদারের নিকট আবেদন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে তিনি প্রভূত বিত্তশালী ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত জামীরা পরগণা অর্জ্জণ করেন। তৎপরে তিনি টাকীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র রঘুনাথ, কাশীশ্বর রাধানাথ ও কেশব দাস রায় চৌধুরী। কৃষ্ণদাসের দেহান্তে তাঁহার এই পঞ্চ পুত্র টাকীতে পৃথক পৃথক স্থানে বাস করেন। এই পঞ্চজন হইতে টাকীতে পঞ্চঘর কুলীন রায় চৌধুরী-বংশ উদ্ভুত হইয়াছেন।

টাকীর বড় রায়চৌধুরী ও ছোট রায়-চৌধুরীগণের কথা

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর বংশীয়গণ টাকীর বড় রায় চৌধুরী নামে খ্যাত। টাকীর বড় চৌধুরীগণের প্রভাবে যশোহর সমাজের অবস্থা অতি উন্নত হইয়াছিল। সামাজিক শাসনের প্রতাপ যথেষ্ট প্রবল ছিল। বংশ-বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সমূহ দৃষ্টি ছিল। তৎকালে বড় চৌধুরীগণ নদীর পশ্চিম অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটীস্থিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় জীউর দোল পর্ব্ব অদ্যাপি প্রতিবর্ষে মহাসমারোহে সমাহিত হইয়া থাকে। কুলিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা কালিকা দেবীও ইঁহাদের ঠাকুর। অদ্যাপি প্রতি শনি ও

মঙ্গলবারে এবং প্রতি অমাবস্যা তিথিতে ইঁহারা দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাসের দ্বিতীয় পুত্র রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর পুত্র মধুসূদন রায় চৌধুরী হইতে টাকীর দ্বিতীয় রায় চৌধুরী-বংশ উৎপন্ন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে প্রথম দুইজন মূল ভদ্রাসন ত্যাগ করেন নাই। বহু গোষ্ঠিহেতু স্থানাভাববশতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রত্রয় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্কুল বাটীর সম্মুখস্থ গলির মধ্যে বড় চৌধুরী-গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হন। মূল ভদ্রাসনে তাঁহার গৃহ দেবতার দোল পর্ব্ব প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। কৃষ্ণদাসের তৃতীয় পুত্র কাশীশ্বর রায় চৌধুরীর পুত্র রামদেবের চারি পুত্র—রামশঙ্কর, রামসন্তোষ, বৃন্দাবন ও গদাধর। জ্যেষ্ঠ রামশঙ্কর ও কনিষ্ঠ গদাধর পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক টাকীর অন্যত্রে বাস পরিবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণদাসের চতুর্থ পুত্র রাধাকান্ত রায় চৌধুরীর বংশ খালকুলিয়া গোষ্ঠি নামে অভিহিত। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবদাস রায় চৌধুরীর বংশধরগণ টাকীর ছোট চৌধুরী নামে পরিচিত।

রামসন্তোষ রায় চৌধুরী

রামদেব রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্কর রায় চৌধুরীর ধারায় রামলোচন রায় চৌধুরীর কীর্ত্তি অদ্যাপি গয়াধামে বিদ্যমান। রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রাম সন্তোষ রায় চৌধুরী ১৭৫৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী, সুধী ও সৌজন্য-শালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জালালপুরনিবাসী রামেশ্বর ঘোষের কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার দয়ারাম, শ্যামসুন্দর, রামকান্ত ও গোবিন্দ প্রসাদ এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

দেওয়ান কমলাকান্ত রায় চৌধুরী

দয়ারামের ধারার দেওয়ান কমলাকান্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুর অঞ্চলে ইংরাজ রাজের অধীনে দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষ পুর অঞ্চলে অধিপত্যকালে তিনি কাশী-নরেশের রাজ্যে বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে পুণ্যধাম কাশী পুরীতে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তদুপলক্ষে কাশীর দুর্ব্বৃত্ত গুণ্ডাদিগের অত্যাচার নিবারণ কল্পে তিনি কাশীতে স্থানে স্থানে তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাশীবাসিগণ এখনও তথাকার কোন কোন প্রধান তোরণকে "দেওয়ান. কমলা পতিকা

ফটক” বলিয়া থাকে। কাশীতে কমলকান্ত শক্তি-সাধনার প্রধান অঙ্গ “কুমারী-পূজা” প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ কাশীধামে কুমারী-পূজা বঙ্গবাসীর আদরনীয় হইয়াছে। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ লক্ষ মুদ্রা একালে পাঁচ লক্ষ মুদ্রার সমান। তিনি কাশীধামে অবস্থানকালে ৺চৌষট্টি যোগিনীর ও ভদ্রকালীর মন্দির এমন সুন্দররূপে সংস্কার করিয়াছিলেন যে, তাহা তিনি পুনঃ স্থাপন করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালক, উদারচেতা ও নির্ম্মলস্বভাব পুরুষ ছিলেন।
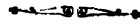
সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী

তাঁহার একমাত্র পুত্র সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী বি, এ, একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক এবং পিতার নানাবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। তিনি অতি শৈশবে পিতৃহীন হন। তাঁহার ভগ্নিপতি দুর্গাচরণ বসু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া উহা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। একারণে তিনি দুর্গাচরণের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। দুর্গাচরণ পীড়িত হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। একদা তাঁহার বমনোদ্রেক হইলে রায় সূর্য্যকান্ত নিকটে কোন পাত্র না দেখিয়া স্বয়ং অঞ্চল পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজ জমিদারীতে কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করেন। কন্যাদায় পিতৃমাতৃ-দায়গ্রস্ত ব্যক্তির তিনি মা-বাপ ছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে বহু দরিদ্র ছাত্র দুইবেলা অন্ন ও প্রতিমাসে স্কুল কলেজের বেতন পাইয়া মানুষ হইয়াছে। তিনি কাশীধামে পিতৃনামে “শ্রীকান্ত চতুষ্পাঠী” স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কাশীর ‘রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি’তে তিন সহস্র মুদ্রা দান করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ এবং কার মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের আজীবন সদস্য থাকিয়া বহু অর্থ সাহায্য করেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের দুরারোহ পর্ব্বত-গাত্রে ৩০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে দীর্ঘ সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া অগণিত তীর্থযাত্রির প্রাণ রক্ষার কারণ হইয়াছেন। এক সহস্র, দুই সহস্র, তিন সহস্র, দশসহস্র করিয়া তিনি জীবনে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার খুচরা দানের ইয়ত্তা নাই।

গ্রন্থান্তরে জমিদার সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরীর জীবনী সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে—“সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। ইঁহার মাতা

সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী

গ্রন্থকার

স্বামী-শোকে বিধুরা হইয়াও নিজ কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি বহুগুণে গুণবান্ নিজ জামাতা শ্রীযুক্ত দুর্গা চরণ বসুকে নিজ আলয়ে আহ্বান করিলেন। বাবু দুর্গাচরণের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক নহে। তিনি অল্প বয়স্ক হইলেও লোকের নিকট তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বহু গুণবত্তা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশ্রু দেবী পূর্ব্ব হইতেই জামাতার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধার্ম্মিকতার নানা পরিচয় পাইয়া নিঃশঙ্কে নাবালক পুত্র ও জমীদারীর সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন ও সুপাত্রে ভার অর্পণ করিলেন ভাবিয়া একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাবু দুর্গাচরণ নাবালক শ্যালকের ও জমীদারীর ভার লইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিসে শ্যালককে বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট করিবেন ও জমীদারীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবেন, সেই কার্য্যেই সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতীও হইয়াছিল। ধনবানের পুত্রকে জ্ঞানী করিতে পারিয়া ও জমীদারীর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তিনি আপনার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ব্রত যেরূপ প্রশংসাময় সূর্য্যকান্তের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তদনুরূপ হৃদ্য। বাবু দুর্গাচরণ পীড়িত হইলে রায় সূর্য্যকান্ত পরিচর্য্যার্থ ভৃত্য নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পরিচর্য্যা করিতেন। একদিন তাঁহার বমনোদ্রেক দেখিয়া নিকটে পাত্র না থাকায় স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন না।

সূর্য্যকান্ত ভগিনীপতির যত্নে শিক্ষা ও সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ধনী গৃহে একটী উচ্চ রত্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সৌজন্য দর্শনে লোকে এরূপ বিমুগ্ধ হয় যে, তিনি যে ধনীর সন্তান ও স্বয়ং ধনবান ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ সাধারণতঃ ধনীর ধন গর্ব্ব কোন না কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ইঁহার গুণগ্রাম ধনমত্ততা জনিত গর্ব্ব হইতে একেবারেই সুদূরে অবস্থিত।

তাঁহার বিনয়নম্র সহাস্য মূর্ত্তিখানি যেমন রমণীয়, তাঁহার হৃদয়খানিও সেইরূপ অতি মহৎ। বিপন্নের দুঃখ দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। মানুষের কথা দূরে থাক্, পশুদিগেরও কষ্ট দেখিলে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন। একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহার এক জমীদারীতে অত্যন্ত জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে তাপিত হইয়া ভীষণ পিপাসা শান্ত করিবার জন্য জলের আশায় গরুগুলি ছুটিয়া গিয়া শুষ্ক পুষ্করিণীর মধ্যে নামিয়া জল না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এই সংবাদে সূর্য্যকান্ত ও বাবু দুর্গাচরণের

হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি জমিদারের নায়েবের উপর আদেশ হইল, যত টাকা লাগে এক মাসের মধ্যেই যেন পুষ্করিণী খাত হয়। খনন কার্য্যে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের প্রাণে যে তৃপ্তি হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। তিনি যে কেবল এই একটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া বিরত হন তাহা নহে ; তিনি চারি স্থানে চারিটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলাভাব-ক্লিষ্ট অধিবাসিগণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। দরিদ্র ভদ্র সন্তানগণ অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিতেছে না, সূর্য্যকান্ত তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি নিজের কলিকাতা আলয়ে থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। কন্যা-দায়ে কাতর হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার আংশিক দায় উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি কাশীধামে শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তাঁহার পিতৃদেবের নামে "শ্রীকান্ত চতুষ্পাঠী" স্থাপন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটী ভদ্র সন্তান হরিসভা করিয়া কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া সূর্য্যকান্ত দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য সমস্ত মিষ্টান্নের ভার গ্রহণ করিলেন ও দরিদ্রদিগের তৃপ্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যখন কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া যে জয় ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি কি মহৎ কার্য্যেই অনুষ্ঠান করিতে ছেন! তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি তিন সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। বস্তুতঃ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ যদি কেহ উদ্যোগী হইয়া উৎসাহ পাইবার আশায় সূর্য্যকান্তের নিকট উপস্থিত হন, তিনি কখনও উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হন না। এতদুপলক্ষে তিনি শত, সহস্র, দশ সহস্র করিয়া প্রায় পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের ত গণনাই নাই।"

সূর্য্যকান্ত বরাহনগরে সন ১২৬৯ সালের ১৫ই পৌষ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং সন ১৩৪৩ সালের ৪ঠা আশ্বিন রবিবার তাঁহার কলিকাতাস্থ "টাকী হাউস" ভবনে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের নেতৃত্বে বাঙ্গালা ও কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি দানের সঙ্গে হাতিও দান করা হয়। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ জগদ্বন্ধু রায় চৌধুরী এক্ষণে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়িতেছেন। সূর্য্যকান্তের কন্যার সহিত হাইকোর্টের এটর্নী টাকীর শ্রীযুত শ্রীভূষণ বসুর বিবাহ হইয়াছে।

দেওয়ান বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী

শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ান বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্সীর সাহায্যে তিনি বর্দ্ধমান রাজ-সরকারের দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্তনী আইন অর্থাৎ ১৮১৯ খ্রীঃ ৮ আইন তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের ও কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক। দেওয়ান বিশ্বনাথ যে প্রণালীতে বর্দ্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলি করিয়াছিলেন, তদাদশে ইংরাজ রাজ এই আইন বিধিবদ্ধ করেন।

ভবনাথ রায় চৌধুরী, বি, এল—

শ্যামসুন্দরের মধ্যম পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র উমাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় ভবনাথ রায় চৌধুরী ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ স্কলারশিপ পান। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ ও সিটি কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ সালে আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতী ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তিনি মৈমনসিংহের সরকারী উকিল পূর্ণচন্দ্র বসু রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা বিজয়ামোহিনীকে বিবাহ করেন। তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে সর্ব্বদাই তিন চারিজন অনুন্নত জাতির ছাত্রকে প্রতিপালন করিতেন। বিজয়ামোহিনী একজন ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন।

ডাঃ শ্রীঅজিতনাথ রায় চৌধুরী এম, বি,

ভবনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার অজিতনাথ রায় চৌধুরী জীবিত আছেন। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং টাকীতে ২০ বৎসর যাবৎ শারদীয় পূজা উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে টাকীতে প্রায় ৮০০।১০০০ দরিদ্রের সমাবেশ হয়। ডাক্তার অজিতনাথ প্রায় ৬০০০০ ষাইট হাজার টাকা ব্যয়ে টাকীতে এক হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন এবং বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ঐ হাঁসপাতালকে দান করিয়াছেন। ইহা গ্রামের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছে। তাঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ হাওড়ার "বাগান বাড়ী"র ঈশানচন্দ্র বসুর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। মধ্যম অমরেন্দ্রনাথ এম, বি, ডাক্তার। ইনি শ্রীপুরের রাধিকামোহন বসুর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তৃতীয় শৈলেন্দ্রনাথ বহরমপুরের শ্রীবাঁশরীমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। চতুর্থ ধীরেন্দ্রনাথ স্কুলের ছাত্র।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী এম, এ-বি, এল

—ছাত্র ও কর্ম্মজীবন—

ভবনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র, আইন সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০০ সালে মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে এণ্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৫৲ স্কলারশিপ্ পান। ১৯০৫ সালে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ পাশ করিয়া ১৯০৭ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯১৪ সালে তিনি হাইকোর্টের ভকীল শ্রেণীভুক্ত হন। অচিরে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিরূপে তাঁহার প্রতিভা, কৃতিত্ব ও সুনামের কথা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

কর্ম্ম-সাধনা ও জনহিতৈষণা

একজন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র ও কৃতী আইন ব্যবসায়ী রূপেই সনৎকুমারের বহুমুখী প্রতিভা সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার কর্ম্ম-সাধনা অসাধারণ। তিনি একজন অক্লান্ত কর্ম্মীপুরুষ; কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম। আইন ব্যবসায়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি গণ-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জনগণকল্যাণে বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কঠোর কর্ম্ম-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন ও এখনও আছেন। বিবেকানন্দের সেই বাণী,—

> 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
> জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

—তাঁহার কর্ম্মজীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৯-৩২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৯ সালের জুন-মাসে বঙ্গীয় আইন সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। নববর্ষের ১লা বৈশাখ "সরকারী ছুটি" আইন সভায় আনীত তাঁহার প্রস্তাবের ফল। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ঐ সদস্য পদে ইস্তফা দেন। হিন্দুসভার আনুকুল্যে ও তদীয় ভ্রাতা অনিলকুমারের সহযোগে ১৯৩২ সালে তিনি "হিন্দু-সৎকার-সমিতি" ও "তীর্থযাত্রি-রক্ষা-সমিতি"র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক্ষণে ঐ সমিতিদ্বয়ের কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাষ্টী আছেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতার ডেপুটী মেয়রের
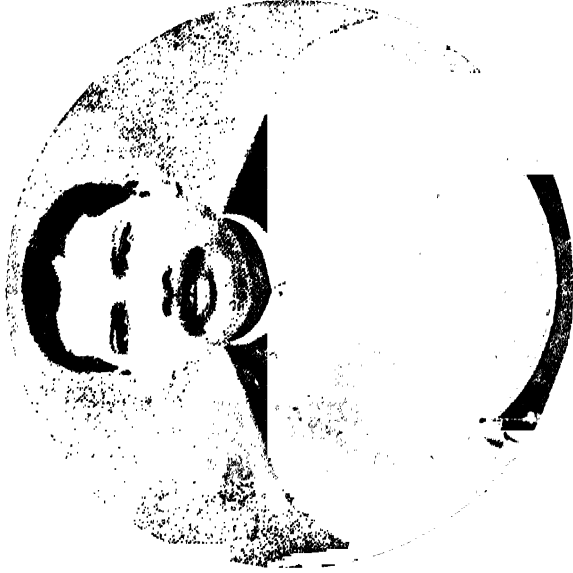
ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায় চৌধুরী, এ

অনিলকুমার রায় চৌধুরী, বি এস্‌সি

অনারেবল মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরী
বার-এট-ল, এল্‌-এল্‌ বি,

শ্রীবিমলকুমার রায় চৌধুরী, এম এ

পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতার মেয়র পদে অভিষিক্ত হন। মেয়র পদে থাকা কালে তিনি তাঁহার কার্য্য দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম নাগরিকের পদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদ ত্যাগ করেন। কর্পোরেশনে থাকা কালে তিনি Bidyadhari Special Committee, Filtered Water supply Special Commitee প্রভৃতি বিভিন্ন স্পেশাল কমিটীতে কাজ করেন। শেষোক্ত কমিটির তিনিই সভাপতি ছিলেন। ওয়ার্কস্ কমিটীর তিনি সভাপতি থাকা কালে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর দের Electricity Scheme ও Main Drainage Schemeএর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতির কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ। তিনি আপন গ্রামে একটী Industrial School ও একটী শ্রম-শিল্পাগার মাতা বিজয়া-মোহিনী রায় চৌধুরাণীর নামে করিয়া দিয়াছেন এবং পিতার নামে পরিচালিত মধ্যইংরাজী স্কুলের জন্য বাটী খরিদ করিয়া দিয়াছেন।

চরিত্র-চিত্র ও বিবাহ

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র সনৎকুমার স্বধর্ম্মানুরাগী, মিষ্টভাষী, স্বদেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারপরায়ণ। তিনি দেশের ও সমাজের অগ্রণী। তিনি দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বহু অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া টাকীর বিখ্যাত জমিদার রায় চৌধুরী বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি আঠার বাড়ীর জমিদারের দৌহিত্রী এবং ফরিদপুরের বিখ্যাত সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী হিরণপ্রভাকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রকন্যা নাই। যিনি পর দুঃখে দুঃখী, ভগবান তাঁহাকে পুত্রকন্যার মুখ দেখাইলেন না।

ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী, এম, ডি,

ভবনাথের মধ্যম পুত্র কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায় চৌধুরী এম, ডি, ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৬ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৮ সালে এফ, এ পরীক্ষা পাশ করিয়া ২০৲ স্কলারসিপ পান। তৎপরে ইনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মেডিক্যাল

কলেজে ভর্ত্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে ইনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং সাতটি স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ সালে ইনি "মেডিসিনে" অনার্স সহ এম, বি, পরীক্ষা পাশ করেন এবং ১৯১৭ সালে এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকগণের মধ্যে একজন। ইনি খুলনা জেলার ঘলঘলিয়া গ্রাম নিবাসী, রাঁচি মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান রায় শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুর এম, এ, বি. এল, এর দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। ডাঃ অমলকুমার বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজেরও অধ্যাপক। ইঁহার পাঁচ পুত্র—অমিয়, সলিল (B. Sc.), প্রসুন, রজত ও কাঞ্চন।

—অনিলকুমার রায় চৌধুরী, বি-এস-সি,—

ভবনাথের তৃতীয় পুত্র মৃত অনিলকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. Sc. তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার সম্পাদক এবং মরণোন্মুখ হিন্দুজাতির কল্যাণের জন্য তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে এই গৌরবোজ্জ্বল আশাপ্রদ জীবনের অবসান ঘটিয়াছে।

অনারেবল মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরী বার-এ্যাট্-ল, এল-এল-বি,

ভবনাথের চতুর্থ পুত্র অনারেবল মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরী ১৮৯৫ সালে ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাত গমন করেন। আয়র্লণ্ডের বেলফাষ্টের কুইন্স ইউনিভার্সিটী হইতে তিনি এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২২ সালেব জুন মাসে মিডল্ টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন কৃতী ব্যারিষ্টার। ১৯৩৭ সালের মে মাসে ইনি পশ্চিম বাঙ্গালার অমুসলমান কেন্দ্র হইতে কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও সেসন জজ রায় উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেনাকে বিবাহ করিয়াছেন।

ভবনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বিমলকুমার রায়চৌধুরীও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ। ইনি ইদিলপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

—গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর ধারা—

শ্যামসুন্দর রায় চৌধুরীর ধারায় তাঁহার তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র তারাশঙ্কর। ইনি একজন দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সেও পুত্র কন্যার মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া অক্ষয়কুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং স্বীয় জমিদারীর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া টাকীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

ষোড়শীবালা রায় চৌধুরাণী

অক্ষয়কুমারের সহিত হাই কোর্টের মাননীয় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পরলোকগত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা ষোড়শীবালার বিবাহ হয়। বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধবের কনিষ্ঠা কন্যা নলিনীবালার বিবাহও টাকীর নিকটবর্ত্তী শ্রীপুরের বিখ্যাত রায়-বংশের জগদীশচন্দ্র রায়ের সহিত হয়। ষোড়শীবালা মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী নলিনীবালার কনিষ্ঠ পুত্র অশোককুমারকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনিই কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট্ জেনারেল। এই সূত্রে ইনি রায় চৌধুরী-বংশের এই তরফের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

ষোড়শীবালা ধর্ম্ম-কর্ম্মে আজীবন নিয়োজিতা থাকিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিরতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সামাজিক আচারনিষ্ঠা আধুনিক যুগের মহিলাগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় দেশীয় মহিলাদের সহিত বিভিন্ন ভাষায় আলাপ করিতে পরিতেন। যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার নিকট ধনীদরিদ্রের পার্থক্য ছিলনা। দরিদ্র প্রার্থিগণ তাঁহার নিকট যাইয়া নিঃসঙ্কোচে স্ব স্ব মনোবেদনা নিবেদন করিতে পারিত এবং তিনি সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। এজন্য সর্ব্বসাধারণ সকলেই তাঁহাকে "মা-মণি" বলিয়া ডাকিত। তিনি নিজ জীবনের একটী বড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, "আমি হাই কোর্টের জজের মেয়ে এবং আমার পুত্র অশোককুমারকেও হাই কোর্টের জজের পদে দেখিয়া তবে মরিব।" বস্তুতঃ অশোককুমার হাই কোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার দেহত্যাগ হয়। ইহা এই মহিয়সী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার ইচ্ছাশক্তির চরম বিকাশ।

এডভোকেট্ জেনারেল

স্যার অশোককুমার রায়, কে-টি,

বার-এ্যাট-ল, এম, এ-বি, এল,

জন্ম ও বাল্যকথা

মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের বাঙ্গলার এড্ভোকেট জেনারেল স্যার অশোককুমার রায় ১৮৮৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। স্যার অশোককুমার বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধবের প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। স্যার চন্দ্র মাধবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ষোড়শীবালা মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা নলিনীবালা দুইপুত্র রবীন্দ্রনাথ ও অশোককুমারকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে ষোড়শীবালা উভয় ভ্রাতাকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করেন এবং নলিনীবালার জীবদ্দশায় অশোককুমারকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতামহ বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধবের তত্ত্বাবধানেই বাল্যে কলিকাতায় অশোককুমারের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়।

উচ্চশিক্ষা ও ওকালতী

ক্রমে বাল্যলীলা ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অশোককুমার যৌবনে পদার্পণ করিয়া ডাবটন কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। ক্রমে, এফ, এ, বি, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম এ পাশের পর তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হন। ইংরাজী সাহিতে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই যেমন নৈপুণ্য সহকারে প্রবন্ধাদি রচনা ও অনর্গল বিশুদ্ধ বক্তৃতা দানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই আইন সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ প্রতিভা দৃষ্টিগোচর হইল। ১৯০৭ সালে তিনি রিপণ কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি হাইকোর্টের উকীলশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বিলাত গমন ও ব্যারিষ্টারী

অশোককুমার হাইকোর্টের উকীল হইলেন বটে, কিন্তু আইনশাস্ত্রে অধিকতর শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি মাতামহ বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ও জননী ষোড়শীবালার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ

সার অশোকের জননী
স্নেহবালা রায় চৌধুরাণী

সার অশোকের
শ্রীমান অজয়কুমার

এডভোকেট জেনারেল

স্যার অশোককুমার রায়, কেটি,
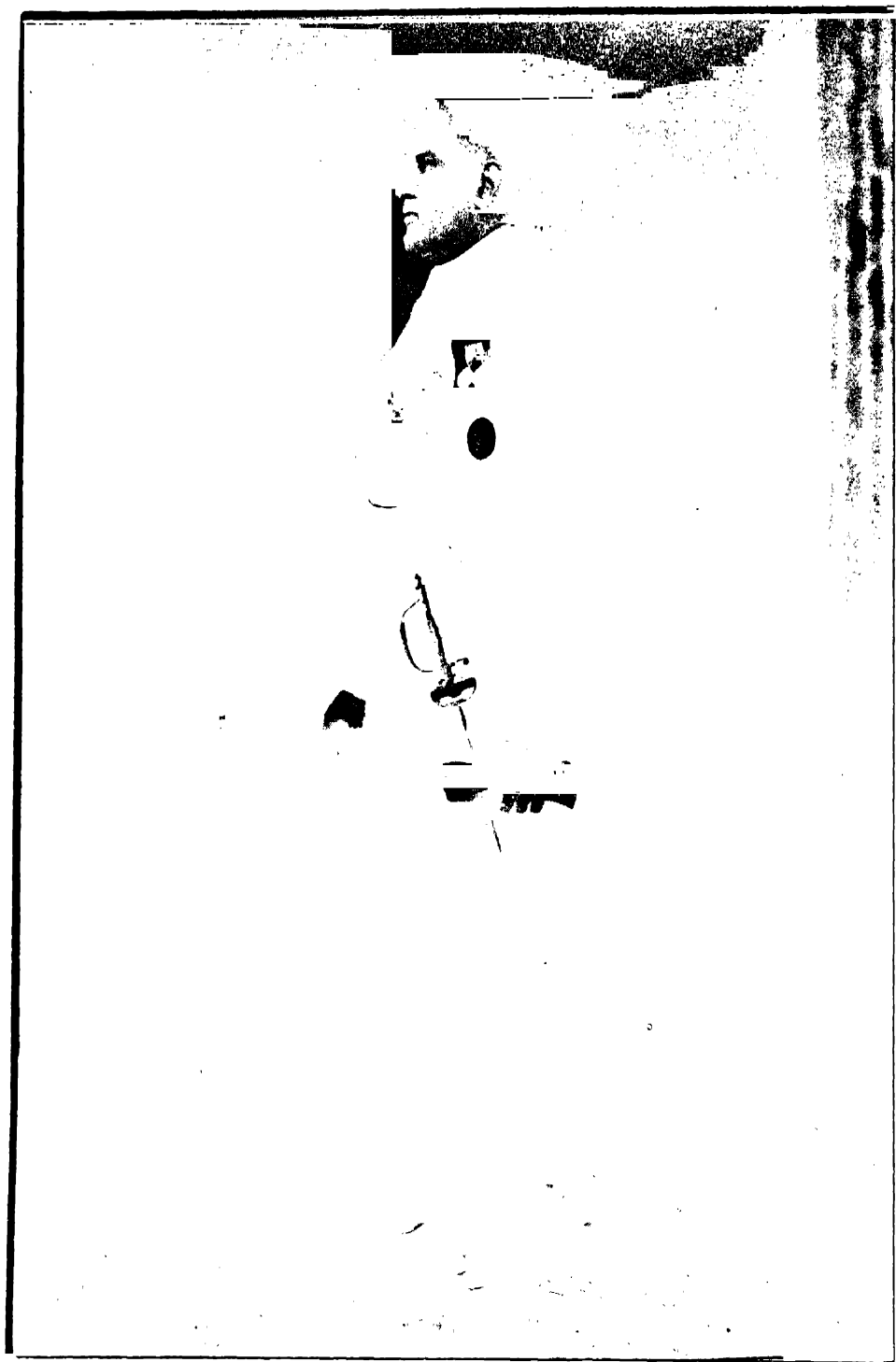
বার-এ্যাট-ল ; এম-এ, বি-এল্

করিয়া আইন শাস্ত্রে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ১৯১০ সালের মার্চ্চ মাসে সেই সুদূর সমুদ্রের পরপারে—আত্মীয়স্বজনবিহীন সুদূর শ্বেতদ্বীপ বিলাতে গমন করেন এবং মিডল টেম্পালে ভর্ত্তি হইয়া ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ব্যারিষ্টারীর শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে আইন শাস্ত্রে তাঁহার প্রতিভা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় এবং একজন শ্রেঠ ব্যারিষ্টাররূপে তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। আইন শাস্ত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যে—অকাট্য যুক্তি ও তর্কের বিচক্ষণতায় ও হিমালয়সদৃশ স্থৈর্য্য সহকারে মক্কেলগণের পক্ষ সমর্থনে তাঁহার সদৃশ আইনজীবি বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অস্থায়ী বিচারপতি

ব্যারিষ্টার রূপে প্র্যাক্‌টিস করিবার সতের বৎসর পরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অশোককুমার হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৯৩১ সালের জুলাই মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রথম বারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট্ জেনারেল পদে কার্য্য (officiate) করেন। ১৯৩২ সালের ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিচারপতির পদে অস্থায়ী ভাবে কাজ করেন। পুনরায় তিনি ১৯৩২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৩ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ও ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এডভোকেট্ জেনারেলের পদে কাজ করেন। ১৯৩৩ সালের ২৪শে নভেম্বর হইতে ১৯৩৪ সালের মে পর্য্যন্ত তিনি পুনরায় বিচার পতির পদে অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করেন। যে বিচারাসনে বসিয়া একদিন বঙ্গ-গৌরব-রবি, ভারতবিশ্রুতকীর্ত্তি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ দীর্ঘকাল জজীয়তি করিয়া অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির পদেও উন্নীত হইয়াছিলেন, ভগবদকৃপায় পুরুষানুক্রমিক লোকত্তর প্রতিভাবলে তাঁহারই প্রিয় দৌহিত্র অশোককুমার ঐ আসন সমলঙ্কৃত করিলেন।

—এডভোকেট্ জেনারেল—

১৯৩৪ সালের মে মাসে তিনি এডভোকেট্ জেনারেলের পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। অশোককুমার দুই বার এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের পদে ও দুইবার বিচারপতির পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিবার পর অবশেষে এড্‌ভোকেট্

জেনারেল পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। যখন তিনি অস্থায়ীভাবে বিচারপতির কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়েই তাঁহাকে এড্‌ভোকেট্ জেনারেল পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। মহামান্য ভারত-সম্রাট তাঁহাকে স্থায়ী বিচার পতির পদেই নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের পদেই পাকা ভাবে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করেন। মহামান্য ভারত-সম্রাট তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ করেন। ১৯৩৯ সালের জুন মাস অবধি তিনি আসাম প্রদেশেরও এড্‌ভোকেট্ জেনারেল ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মাহামান্য ভারত সম্রাট তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "স্যার" (knighthood) পদবীতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন।

—বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্যার অশোকের কীর্ত্তি—

মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ না করিয়া স্যার অশোক এড্‌ভোকেট্ জেনারেল হইয়া বারে ফিরিয়া আসাতে বার উজ্জ্বল হইল বটে, কিন্তু হাইকোর্ট বেঞ্চের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন সংবাদ পত্র তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করেন। ১৯৩৪ সালের ১০ই মার্চ্চ সুপ্রসিদ্ধ Statesman পত্র বলেন,—

Mr. A. K. Roy has been appointed Advocate General of Bengal to succeed Sir Nripendra Nath Sircar when he joins the Govt of India. This is in accordance with general expectation for Mr. Roy has on occasions, acted in the appointment and his prominence in his profession and his work as Standing Counsel have marked him out as a fit successor. But general expectations has at times been cut across by sectional expectations of other depositions based on rumours from Delhi. It is good that the uncertainty has been ended in this fashion. Two observations may be made. The one, that Mr. Roy is a distingushe l lawyer by heredity as well as application, being a grandson af Sir Chandra Madhab Ghose. The other, as an acting Judge, he has been for a while able to contemplate the bar from on high and the Bench from the lavel, a privilage which some have thought would be a considerable handicap

on an Advocate General. We do not suppose that the experience will depress Mr. Roy's spirits or diminish his suitability for his new office made evident in his temporary sojournes in it.

অর্থাৎ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে যোগদান করাতে মিঃ এ. কে, রায় তাঁহার স্থলে বাঙ্গলার এড্‌ভোকেট্ জেনারেল হইলেন। সাধারণে ইহাই প্রতিক্ষা করিতেছিল। কারণ মিঃ রায়ের এই পদে পূর্ব্বে কার্য্য করিবার সুযোগ ঘটায় ও আইন ব্যবসায়ে তাঁহার খ্যাতি এবং ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল রূপে কাজ করার দরুণ তিনিই এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু দিল্লী হইতে যে জনরব প্রচারিত হইতেছিল, তাহাতে অন্য কাহাকেও এই পদে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের ধারণা হওয়ায় সাধারণের ধারণা সময়ে সময়ে অমূলক বিবেচিত হইতেছিল। এই অনিশ্চয়তার যে এরূপে অবসান ঘটিয়াছে, ইহা অতি উত্তম। এক্ষেত্রে দুইটী মন্তব্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতি রূপে বংশপরম্পরায় ও কার্য্য-নৈপুণ্যে মিঃ রায় একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। দ্বিতীয়তঃ অস্থায়ী বিচারপতি রূপে কার্য্য করিয়া কিছুকালের জন্য তিনি উপর হইতে বারকে ও নীচু হইতে বেঞ্চকে মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই সুবিধা এড্‌ভোকেট্ জেনারেলের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। আমরা মনে করি না যে, এই অভিজ্ঞতা মিঃ রায়ের তেজস্বিতাকে দমন করিতে পারিবে অথবা তাঁহার নূতন পদে পূর্ব্বে তিনি সাময়িক ভাবে কার্য্য করার দরুণ, উহা তাঁহার যোগ্যতার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইবে।

১৯৩৪ সালে ১০ মার্চ্চ অধুনালুপ্ত 'Forward' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্র লেখেন,—

The appointment of Mr. A. K. Roy, as Advocate-General to succeed Sir N. N. Sircar, is an obvious choice and though we congratulate the Government securing an able Law Officer who commands confidence and respect all round, we can not but help regreting that the public are losing a a good Judge, who, during his all too brief career on the Bench, has by his courtesy, patience and legal acumen, earned the esteem of the least uncritical bar in India and exacting litigant public.

অর্থাৎ স্যার এন, এন, সরকারের স্থলে এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল রূপে মিঃ এ, কে, রায়ের নিয়োগ একটী সুস্পষ্ট নির্ব্বাচন বলিতে হইবে। এরূপ একজন কৃতী আইন অফিসার—যিনি সর্ব্বত্রই সম্মান ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া থাকেন—সংগ্রহ করিতে পারায় আমরা গবর্ণমেণ্টকে অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু আমরা কিছুতেই দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, ইহাতে জনসাধারণ একজন সুদক্ষ বিচারপতিকে হারাইল। তিনি তাঁহার বিচারপতি জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের মধ্যেই স্বীয় সৌজন্য, ধৈর্য্য ও আইনের বিচক্ষণতা বলে ভারতের আইনজীবি সম্প্রদায়—যাঁহারা কোনদিন তাঁহার বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন নাই, তাঁহাদের ও দাবীদার মামলাকারী সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জণ করিতে পারিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালের ১৩ই মার্চ্চ Calcutta Weekly Notes তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন ;—

As we are going to the press, we lerarn from a communique issued from Delhi that Mr. A. K. Roy will take place of Sir N. N. Sircar as Advocate-General of Bengal on the latter joining the office of the Law Member to the Governor General's Council. As Mr. A. K. Roy has acted as Advocate-General before, the appointment is very appropriate and we shall be very pleased to welcome him back to the Bar. But we must at the same time say that what is a gain to the Bar, is a loss to the Bench. On the two occasions that Mr. Roy has acted as a Judge of the High Court, he has given entire satisfaction to the legal profession and the general public and by his reversion to the Bar they will be deprived of the services of an able and efficient Judge.

অর্থাৎ আমরা প্রেসে যাইবার সময় দিল্লী হইতে প্রকাশিত একটী ঘোষণা-পত্রে জানিতে পারিলাম যে, স্যার এন, এন, সরকার গবর্ণর জেনারেলেব কাউন্সিলে আইন সচিবের পদে যোগদান করায় মিঃ এ, কে, রায় তাঁহার স্থলে বাঙ্গলার এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল হইবেন। মিঃ এ, কে, রায় পূর্ব্বে এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেলের পদে কার্য্য করায় তাঁহার নিয়োগ সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত হইয়াছে এবং আমরা তাঁহাকে পুনরায় বারে ফিরিয়া পাওয়ায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে

আনন্দিত হইতেছি। কিন্তু আমরা এই একই সময়ে ইহা অবশ্যই বলিব যে, বারের পক্ষে যাহা লাভ হইল, বেঞ্চের পক্ষে তাহাই ক্ষতি হইল। দুই দুইবার মিঃ রায় হাইকোর্টের জজের পদে কার্য্য করিয়া আইনজীবি সম্প্রদায় ও সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাংশে সন্তোষ সাধন করিয়াছেন। তিনি বারে পুনরায় ফিরিয়া আসাতে তাঁহারা একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ জজের কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইল।

১৯৩৪ সালের ১৫ই মার্চ্চ Capital পত্র তাঁহার সম্বন্ধে লেখেন,—

His Mejesty the King Emperor has approved of the appointment of Mr. A. K. Roy, Barrister, at present acting as a Judge of the Calcutta High Court, to be Advccate-General of Bengal in succession to Sir N. N. Sircar. Mr. Roy is a grand son of the late Sir Chandra Madhab Ghose, a Judge of the Calcutta High Court in the Nineties. Mr. Roy had not long to wait at the Bar for success and came into prominence within an incredibly short space of time. A genial personality, he is liked by his colleagues.

অর্থাৎ মহামান্য ভারত সম্রাট স্যার এন, এন, সরকারের স্থলে এড্‌ভোকেট্ জেনারেল রূপে ব্যারিষ্টার মিঃ এ, কে, রায়ের—যিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিতেছেন—নিয়োগে সম্মতি দান করিয়াছেন। মিঃ রায় কলিকাতা হাইকোর্টের পরলোকগত বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতি। মিঃ রায়কে বারে কৃতকার্য্যতা লাভের জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বিনম্র ব্যক্তিত্বে তাঁহার সমশ্রেণীর আইনজীবিগণ তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট।

—বিচারাসনে স্যার অশোকের কৃতিত্ব—

অতি অল্পকালের জন্য স্যার অশোক হাইকোর্টের বিচারপতির পদে কার্য্য করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র কিরূপ সম্মান, সুযশঃ ও সুনাম অর্জ্জণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

স্যার অশোকের বংশ-কথা

১৯০৮ সালে ৺তারাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী চারুহাসিনীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অমিতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার ৺চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র

শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত বিবাহিতা। স্যার অশোকের এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার রায় কলিকাতার শিবনারায়ণ দাস লেন নিবাসী শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী অরুণার সহিত বিবাহিত। স্যার অশোক সপরিবারে কয়েকবার ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন।

—স্যার অশোকের চরিত্র-চিত্র—

পরোপকার, দয়া ও দান—এ তিনটি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ও মানব-চরিত্রের প্রধান ভূষণ। আর্ত্ত, দুঃস্থ ও রোগক্লিষ্ট মানব ভগবানের দীন মূর্ত্তি—দীন নারায়ণ। ইহাদের সেবায় যে সাধ্যমত তাহার শক্তি সামর্থ্য কিঞ্চিৎও নিয়োজিত না করিল, বৃথাই তাহার মানব জীবন। আর্ত্ত ও রোগ-ক্লিষ্টের সেবার জন্য স্যার অশোক তদীয় পিতামহ তারাশঙ্করের টাকী দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাৎসরিক Donation দিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি তথায় মেয়েদের বিশ্রামাগার, টিউবওয়েল স্থাপন ও ডাক্তারের বাসস্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্যার অশোক সকলেরই প্রিয় ও তাঁহার সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করে। সারল্য, উদারতা ও অমায়িকতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। তিনি সময়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। হাইকোর্টে মামলা মোকর্দ্দমাদির জটিল আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনার পরও তিনি সময় পাইলেই অধ্যয়নে রত হইয়া থাকেন। তাঁহার অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। তাঁহার অসাধারণ চিত্ত-স্থৈর্য্য, জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগ্রাম তাঁহার চরিত্রকে বিশেষ গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মত নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তি আইনজীবিগণের মধ্যে বিরল। পান দোষদূরে থাক, বিলাত প্রত্যাগতদের জলবায়ুর অপরিহার্য্য অনুসঙ্গীরূপে অভ্যস্থ সামান্য ধূমপান দোষটিও তাঁহার নাই। তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মেই লিপ্ত থাকিতে ভালবাসেন। স্যার অশোক হাইকোর্ট রূপ ধর্ম্মাধিকরণের পাষাণ প্রাসাদে ব্যবহার শাস্ত্রের অপ্রমেয় প্রতিভাবলে যে ভারতবিশ্রুত সুনাম ও সুযশঃ অর্জ্জণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসে চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে।

—গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ধারা—

রামসন্তোষের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী "আটচালার বাটী"র মূল। তাঁহার পুত্র ভবানীপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র রাজমোহন রায় চৌধুরী টাকীতে বিস্তর অর্থ দান করিয়া একটী উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা এখন গবর্ণমেণ্টের হাতে। বাঙ্গালার মফঃস্বল গ্রামে ইহাই একমাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুল এবং তাঁহারই একমাত্র ব্যক্তিগত দানে (private donation) ইহা স্থাপিত।
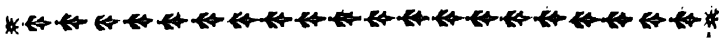
টাকীর মুন্সী-বংশ
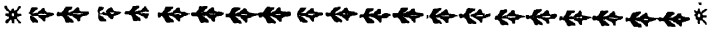
রামকান্ত রায় চৌধুরী

(মুন্‌সী রামকান্ত)

নবাবী আমলের অবসান ও ইংরাজ আমলের সূচনায় এদেশে যে সকল অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটে, মুন্‌সী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকান্ত রায় চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। টাকীর রায় চৌধুরী-বংশ মোগল আমল হইতে বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। উক্ত রায়চৌধুরী বংশের কৃষ্ণদাস চৌধুরী প্রথমে টাকী বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র রাম সন্তোষ রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র রামকান্ত ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার যেমন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, পার্শী ভাষায় তাঁহার তদ্রূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। রামকান্ত টাকীতে অবস্থান পূর্ব্বক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বহু পুরাতন জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও জ্ঞাতিবর্গের অপ্রীতিকর ব্যবহারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের চেষ্টায় তিনি প্রথমে একজন সামান্য রাজ কর্ম্মচারীর পদলাভ করেন। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস রামকান্তের শ্রমশীলতা, কর্ম্মদক্ষতা ও পার্শী ভাষায় লিপিকুশলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অবশেষে মুন্‌সী অর্থাৎ (Foreign Secretaryর) পদে উন্নীত করেন। তিনি দক্ষতার সহিত শুধু ঐ সম্মানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহা নহে, রংপুর ও দিনাজপুরের বন্দোবস্ত কার্য্যেও তিনি বিশেষ কর্ম্মদক্ষতা প্রকাশ করেন। তাঁহার বন্দোবস্তের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হইয়াছিল। এজন্য হেষ্টিংস্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত পরগণা তালবেড়িয়া ও পরগণা বলবেড়িয়া নামক দুইখানি বিস্তৃত তালুক সামান্য রাজস্ব নির্দ্ধারণে জায়গীর স্বরূপপ্রদান করেন; অধিকন্তু মণিমুক্তা বিজড়িত বহুমূল্য শিরপেঁচ ও রৌপ্য কোষযুক্ত তরবারি উপহার দেন। রামকান্ত কর্ত্তৃক হেষ্টিংস্ এর আমলে

উত্তর বঙ্গের বন্দোবস্তের বিষয় অবগত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্ত আমলে তাঁহার ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণ কার্য্যকারকের সহায়তা পরিহার করিতে পারেন নাই। স্যার জনশোরের সময়ে তিনি কিয়ৎকাল বারানসী ও গোরক্ষপুরের রাজস্ব সংগ্রহ ও বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। রামকান্তের কর্ম্মনিপুণতায় তদানীন্তন গভর্ণরগণ পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ রামকান্তের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তর পশ্চিম হইতে প্রত্যাগমনের পরে রামকান্তকে নাগপুর যাইতে হয়। নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজার সহিত এই সময়ে ইংরাজ রাজের কোন বিষয়ে মনান্তর উপস্থিত হয় এবং সেকারণ যে ইংরাজ দূত প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রামকান্ত নাগপুর গমন করেন। নাগপুর রাজের সহিত ইংরাজ রাজের যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা রামকান্ত কর্তৃক প্রস্তুত হয়। ইংরাজ রাজ সরকারে রামকান্তের ইহাই শেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

রামকান্ত যে কেবল নিজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। রাজ সরকারে প্রতিষ্ঠাহেতু তিনি সহোদর, পিতৃব্যপুত্র ও স্বহৃনগণের অনেকেরই উন্নতির পথে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে টাকী গ্রাম সাতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তিনি নায়েব গোষ্ঠীপতি অর্থাৎ মহারাজ বসন্তরায় প্রতিষ্ঠিত 'যশোর সমাজের' অধিনায়ক রাজবংশের প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সমাজের নেতৃত্ব করেন। রামকান্ত হইতেই টাকী ও বরাহনগরের মুন্সী-বংশ সমুদ্ভূত। তিনি টাকীতে পৃথক সুবিস্তৃত বাসভবন নির্ম্মাণ ব্যতীত সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে ভাগীরথির সন্নিকটে সুবৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ ও রাজপথ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। রামকান্ত টাকীতে চারিটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে চারি সহোদরের নামে চারিটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিবমন্দির চতুষ্টয় অদ্যপি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধামোহন জিউ নামক গৃহবিগ্রহ স্থাপন করেন এবং সন্ন্যাসী প্রদত্ত শ্রীশ্রীরঘুনাথজিউ শালগ্রামশিলা বরাহনগর বাটীতে স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি পুঁড়ার রাঘব বসু বংশীয় রামশঙ্কর বসুর কন্যা পদ্মমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। পদ্মমুখী যে রামকান্তের সংসারে পদ্মালয়ারূপেই আসিয়াছিলেন, কে তাহা অস্বীকার করিবে? প্রাচীন পৈতৃক বিত্ত ও সোপার্জ্জিত প্রভূত সম্পৎসহ চারি পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে টাকী হইতে গঙ্গাযাত্রার পথে তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী

(শ্রীনাথ মুন্‌সী)

রামকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীনাথ অল্প বয়সে রাজ সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং গোরক্ষপুরের দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি সরকারী কার্য্য করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর সংবাদে তিনি গোরক্ষপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির তত্বাবধানে অতঃপর তাঁহাকে আত্মনিয়োগ করিতে হয়; কাজেই দূরে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার দুই ভ্রাতা দেবনাথ ও জানকীনাথ গোরক্ষপুরে সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং তথায় দেবনাথ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে শ্রীনাথের অভিপ্রায়ে জানকীনাথও বিদেশের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন কিন্তু কিছুকাল পরে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন শ্রীনাথের সমস্ত ভ্রাতৃস্নেহ সর্ব্ব কনিষ্ঠ গোপীনাথের উপরে পর্য্যবসিত হয় এবং তাঁহার তত্বাবধানে গোপীনাথ অতি অল্পবয়সেই সংস্কৃতাদি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। শ্রীনাথের চেষ্টায় মুন্‌সী-বংশের সম্পদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং মুন্‌সী বংশের দীক্ষা-গুরুদেবকে তিনি টাকীতে স্থাপন করেন। তিনি সৈয়দপুর নিবাসী সদাশিব ঘোষ বংশীয় রামসন্তোষ ঘোষের কন্যা ব্রজেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মথুরানাথ, কৃষ্ণনাথ, ও হরিনাথ, পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া এবং উইল পত্র দ্বারা কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথকে তাঁহাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া ১২২০ সালে (ইং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন।

গোপীনাথ রায় চৌধুরী

(গোপীনাথ মুন্‌সী)

রামকান্তের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ অল্প বয়সেই সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন। কৈশোরেই তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন এবং পরে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মুন্‌সী-বংশের জমিদারী ও সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

গোপীনাথের পরম বন্ধু ছিলেন প্রিন্‌স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন রায় রংপুর হইতে ১৭৩১ শকে কলিকাতায় আসিয়া যে সকল বন্ধুগণের

পরামর্শ ও সাহায্যে উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার প্রচার কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, গোপীনাথের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। রাজা কলিকাতায় আগত হইলে

> "তৎকালে স্বদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা পিতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন। কিন্তু রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক যখন সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উৎথাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুন্সীর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল।"
>
> ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৭৬৯ শক, আশ্বিন, প্রথম ভাগ ৫০ সংখ্যা, ৮৯ পৃষ্ঠা।)

রাম মোহনের ধর্ম্মসংস্কার প্রচেষ্টায় সুপণ্ডিত গোপীনাথ যে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন বাঙ্গালায় বেদান্তের মহিমা লুপ্তপ্রায় দেখিয়া। পৌরাণিক ধর্ম্ম যে বেদমূলক তাহা অস্বীকৃত না হইলেও বেদবেদান্তের চর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিল। প্রতীক যে অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্বার প্রতীক, "সাধকানাং হিতার্থায়" যে "ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" একথা তখনকার সাধারণ বঙ্গবাসী প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই গোপীনাথ ঔপনিষদ্-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কামনায় রাজার সহিত ঐকান্তিক সহযোগিতা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার দীক্ষা এমন সুদৃঢ় ছিল, সামাজিক দলপতি হিসাবে তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সামাজিক সম্মান এতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সহিত তাঁহাদের এমন অঙ্গাঙ্গী যোগ ও শ্রদ্ধা-বিনিময়ের সম্বন্ধ ছিল যে সমাজ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি বা সমাজ পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কা কোন দিনই তাঁহাদের ছিল না। টাকী ও বরাহনগরে তাঁহারা ত বিশিষ্ট দলপতি ছিলেন বটেই, পরন্তু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে মুন্সী-বংশের

সামাজিক মর্য্যাদার নিদর্শন স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শোভাবাজারের রাজ-বংশ কলিকাতার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের তৎকালীন নেতা থাকিলেও প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল সরকার মহাশয় তাঁহার পুত্রদ্বয় সাতুবাবু ও লাটুবাবুর বিবাহ উপলক্ষে যে একজাই অর্থাৎ কায়স্থ জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে গোপীনাথকে সর্ব্বাগ্রে মাল্যচন্দন প্রদান করা হয়।

গোপীনাথ প্রাচীন বয়স লাভ করেন নাই, এমনকি যৌবন সীমায়ও উপনীত হইতে পারেন নাই। ২৯ বৎসর বয়সে কালীনাথ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতুষ্পুত্র ও একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথকে বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি ইংরাজী ১৮২২ বাঙ্গালা ১২২৯ সালের বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে বরাহনগরে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

রায় কালীনাথ চৌধুরী

(কালী নাথ মুন্‌সী)

শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীনাথ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবিংশতি বয়সে পিতৃব্য গোপীনাথ কৃত উইলের নির্দ্দেশ অনুসারে মুন্‌সী বংশের সমগ্র সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে যে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন উপস্থিত হয়, তরুণ বয়সেই কালীনাথ তৎসমস্ত আন্দোলনের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষায়, সৌজন্যে ও মহানুভবতায় শুধু যে তাঁহার পিতৃব্য বন্ধু রাজা রামমোহন রায় বা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু রেভারেণ্ড ডাক্তার ডাফ্ প্রভৃতির ন্যায় বিজাতীয় গুণগ্রাহী বন্ধুলাভও করিয়াছিলেন। ডাক্তার ডাফের পরামর্শে কালীনাথ টাকীতে জেনারল্ এসেমব্লীর শাখা স্বরূপে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন এবং নদীতটে সুন্দর স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তাহাতে তাঁহার "বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা" ব্যয় হইত। ফলে টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম নিচয়ের বহু ব্যক্তির পিতামহগণ কালীনাথ স্থাপিত সেই স্কুলে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিদ্যালাভ করেন। শিক্ষাপ্রসারে এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা তখনকার দিনে দূরের কথা, এখনকার দিনেও বিরল। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে তৎকালে যে ইংরাজী

স্কুল স্থাপিত হয়, তাহারও অন্যতম প্রবর্ত্তক কালীনাথ। প্রত্যুতঃ গঙ্গার পূর্ব্বাঞ্চলে কলিকাতার বাহিরে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও প্রসার কালীনাথের প্রচেষ্টায়ই সুসম্ভব হইয়াছিল। ডাক্তার ডাফ্ প্রমুখ মিশনারিগণের মধ্যে অনেকেই কালীনাথের আমন্ত্রণে বহুবার টাকীতে গমন পূর্ব্বক কালীনাথ প্রতিষ্ঠিত স্কুলের তত্ত্বাবধান এবং কালীনাথের কৃত শিক্ষা বিস্তার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমন কি, কালীনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কলিকাতায় আনাইয়া পারিতোষিক বিতরণ পূর্ব্বক লেডি বেন্টিঙ্ক মহোদয়াও তাঁহার প্রচুর সম্মান করেন।

কালীনাথের জনহিতকর কার্য্য কেবল মাত্র নব শিক্ষা বিস্তারের প্রশংসনীয় চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি যে সকল মহৎ কার্য্য সাধন করেন, তাহা সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্ম্মী হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন কার্য্যে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তাঁহার পরামর্শেই ব্রাহ্মসমাজের সূচনা, তাঁহাদের আনুকূল্যে ব্রাহ্মসমাজের ভূমি খরিদ ও গৃহ প্রতিষ্ঠা, এবং তাঁহাদেরই উৎসাহে সমাজ প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উৎসবাদি সুসম্পন্ন হয়। * সতীদাহ প্রথা নিবারণ কার্য্যেও কালীনাথ ছিলেন রামমোহনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। সতীদাহ নিবারণ হইবার পরে গভর্ণর-জেনারেল্ লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে যে বাংলা অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, তাহা সকলের মুখপাত্র স্বরূপে রায় কালীনাথই সভাস্থলে পাঠ ও অর্পণ করেন †। রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কীয় আন্দোলন সময়ে কলিকাতায় সংস্কার-বিরোধীগণ যে 'ধর্ম্মসভা' স্থাপন করেন, সেই সভা ও তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা রামমোহনের নিগ্রহ চেষ্টা কালীনাথের প্রযত্নেই বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে সনাতন হিন্দু সমাজের সহিত নব প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসভার সংযোগ রক্ষা মাতৃসমাজে সম্মানিত জনৈক বিশিষ্ট দলপতি হিসাবে তাঁহার দ্বারাই সুসম্ভব হইয়াছিল! বাস্তবিক তৎকালীন নবীন ও প্রাচীন উভয় সমাজের মধ্যে কালীনাথই ছিলেন অচ্ছেদ্য যোগসূত্র বা হেমশৃঙ্খল।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইতেছে কালীনাথের দানশীলতা, বদান্যতা ও পরদুঃখ কাতরতা। তিনি টাকী হইতে সৈদপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ এবং বারাসাত

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক আশ্বিন সংখ্যা ৯১ পৃঃ। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী দেখিবেন।

† "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত) ১ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

হইতে টাকীর নিকটবর্ত্তী সোলাদানা পর্য্যন্ত প্রায় ১৮ ক্রোশ ব্যাপী সুদীর্ঘ রাজপথ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎকালীন জেলা বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণ জন্য বহুতর জমিদারগণের নিকট চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করিলে কালীনাথের পক্ষে তাঁহার অনুজ বৈকুণ্ঠনাথ উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার একাকী বহন করিতে স্বীকৃত হন। কালীনাথের নির্ম্মিত সেই রাজপথ অদ্যপি 'টাকী রোড্' নামে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার দেশহিতৈষণা ও বিপুল দানপ্রবৃত্তির সাক্ষ্যদান করিতেছে এবং বারাসত ও বসিরহাট মহকুমাবাসী সকলেই এখনও পর্য্যন্ত সেই পথযোগে কলিকাতায় গমনাগমন করিতেছেন। সদাব্রত প্রতিষ্ঠা এবং নিত্য অতিথিসেবার বিস্তৃত আয়োজন ব্যতীত প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি বহু অর্থ দান করিতেন এবং বরাহনগর ঘাটে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যত যাত্রীর সমাগম হইত, কালীনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ প্রচুর অন্নাদি দানে তাহাদের পরিতৃপ্ত করিতেন। কালীনাথের আর একটী মহৎ দানের কথা জনসমাজে সুপ্রচারিত। জনৈক ব্রাহ্মণের ফাঁসির হুকুম হইলে কালীনাথ সেই ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীতে একলক্ষ টাকা জমা দিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করেন। কালীনাথের বিপুল দানশীলতার গৌরব যে শুধু বঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বঙ্গের সীমার বাহিরেও তাহা প্রসার লাভ করিয়াছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্কের গভর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ সালের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রচার করিয়া তৎকালীন বৃটিশ অধিকৃত ভারতের ১৬ জন যে "অতি সন্ত্রান্ত" "অগ্রগণ্য" দানবীরের দৃষ্টান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর এবং সকলের অনুকরণযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন কালীনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

"৪ঠা এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১।

ফোর্ট উইলিয়ম। জুডিসিয়ল ও রেভিনিউর ডিপার্টমেণ্ট। ৫ই মার্চ্চ ১৮৩৫।

শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরনর জেনারেল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

* * * যে মহানুভব মহাশয়েরা স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াছেন উচিত হয় যে তাঁহাদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব

শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারল বাহাদুর হুকুম করিয়াছেন যে পশ্চাল্লিখিত তপশীলে যে সকল মহাশয়ের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম সর্ব্বত্র প্রকাশ পায় কিন্তু শ্রীল শ্রীযুক্ত এই অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের নাম না লেখেন তবে তাঁহার ক্রটী হইতে পারে। নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ৺প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর
৺প্রাপ্ত মহারাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বালা বাঈ।
শ্রীমতী বেগম সমরু।
৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়।
রাজা পটনি মল।
রাজা শিবচন্দ্র রায়।
রাজা নৃসিংহ রায়।
হাকিম মোদী আলী খাঁ।
রাজা মিত্রজিৎ সিংহ।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।
রাজা আনন্দ কিশোর সিংহ।
রাজা গোপালেন্দ্র।
পুরুনিয়ার শ্রীমতী জুরন্ নিসা।
টাকীর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়।
যশোহরের শ্রীযুক্ত বাবু কালী ফতেদার (পোদ্দার)।

অতএব যে মহানুভব মহাশয়েরা আত্ম-সম্ভ্রমজনক অথচ স্বদেশের উপকারক কার্য্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রূপে অগ্রগণ্য হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি গভর্ণমেণ্ট বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন।

* * * শ্রীল শ্রীযুক্ত এমন ভরসা করেন যে আদর্শ স্বরূপ তাঁহাদিগকে দেখিয়া অন্যান্যেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ মহোপকারক কর্ম্মার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও ভিন্ন ভিন্ন লোকদের বদান্যতা ঐক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভাবনা তদ্রূপ অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই।”

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ২য় খণ্ড ২১৫পৃঃ)।

কালীনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেশের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কেমন সুসহায় হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রচেতনারও প্রথম উদ্রেক করে, তাহা কালীনাথের স্বর্গারোহণের প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পরে 'সংবাদ প্রভাকরের' ১৮৫২ সনের২রা মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হইবে ;—

"ঐক্যমতে সভাস্থাপনাপূর্ব্বক স্বদেশের সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, সতীরীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুরা ঐক্যমতে যে এক ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন তাহাতে একতাবন্ধন হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে। * * ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুনসী আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়। * * * কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমাদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যাধিকারী সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়।"

(শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড ২৯১ পৃঃ)।

কালীনাথ যে শুধু বিদ্যোৎসাহী, দানবীর এবং নব নব কর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা নহে। তিনি নিজেও সংস্কৃত, ফার্সী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়ে বরাহনগরে সঙ্গীতের প্রভূত আলোচনা হইত এবং তৎকালিক কলাবতেরা বরাহনগরের নাম রাখিয়াছিলেন 'ছোটা ডিল্লী'। তিনি তৎসময়োপযোগী অনেক হাফ্ আখড়াই গীত ও বিদ্যা-সুন্দরের এক অভিনব পালা প্রণয়ন করেন এবং বহু পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীতও রচনা করেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে এখনও তাঁহার কতকগুলি গান উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার রচিত আগমনী গান যেমন সুমধুর, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত সমূহও তেমনই ভক্তি রসাত্মক। কালীনাথ এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পালার আদর্শে পশ্চাৎ বিখ্যাত গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত, ভাষায় লিখিত

বিদ্যাসুন্দরের আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করেন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উলপুর নিবাসী বৎসবসু বংশীয় কীর্ত্তিচন্দ্র বসু রায় চৌধুরীর কন্যা দয়াময়ীর সহিত কালীনাথের বিবাহ হয়। কালীনাথের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। দুই কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া সন ১২৪৭ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর) তারিখে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি বরাহনগরে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার চরম পত্রের নির্দ্দেশানুসারে, তাঁহার সহোদরগণ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সেকালের প্রসিদ্ধ 'Friend of India' সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুর পর সপ্তাহকাল মধ্যে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

Extract from the "Friend of India" Dated Dec. 17. 1840.

"ROY KALEE NATH CHOWDREE......During the past week Native Society has been deprived of one of its chief ornaments and benefactors by the death of Roy Kaleenath Chowdree of Takee. He was descended from one of the most ancient families among the landed aristocracy of the country. While almost all the rich and influential rajahs and Baboos of Calcutta who maintain a figure in society, belong to families which are but of yesterday, the Chowdrees of Takee were respected as Zemindars for many years before the advent of the English. This naturally gave him a claim to distinction. But a nobler and higher claim to honour arose from the liberality of his own views and his large pecuniary generosity. He was among the most devoted admirers and followers of that truly great man, Ram Mohun Roy, and assisted him in the establishment of the Brumhu Subha. He was foremost in the ranks of those who came forward to congratulate Lord William Bentinck on the abolition of Suttees and he nobly threw the whole weight of his possession and the influence of his ancestral dignity into the liberal scale at a time when the members of the Dhurmu Subha were raising

so loud an outcry against the British Government in India. He subsequently established an English Seminary at his family residence at Takee in connection with the mission of the General Assembly, which he continued in great part to maintain from his own funds. He also constructed a puplic road, a work of no ordinary utility, at the expense of Eighty Thousand Rupees. We learn, moreover, that following the example of his friend and associate in liberality—Dwarakanath Tagore—he has bequeathed a lac of rupees to be paid to public objects after his death.

He died without a Title. A Title could scarcely have added to his reputation, but it would have redounded to the credit of the British Government, and we are sorry, that when the honours were bestowed on others, his name was passed over. * * * That there was wisdom perhaps in refusing to reward with honours those who had supported the enlightened measure of abolishing the Suttee we will not question; but Kalee nath Roy Chowdree had other claims to distinction from his wealth, the antiquity of his family, and the public works he had completed, and it was scarcely prudent to allow an impression to be created on the public mind, that, but for the part which he took in that great question of humanity, his eminent public services would have been rewarded in the only mode in which Government has the means of recognising them. When the ruffian * * * whose only title to distinction arose from the accidental circumstance of his having presented an address of thanks to Sir Charles Metcalf was made a Rajah, and Roy Kaleenath Chowdree was not, the conclusion which the natives naturally draw, could not be favourable to the character of our Government."

রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী

(বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী)

শ্রীনাথের মধ্যম পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ অগ্রজ কালীনাথের অনুরূপ প্রকৃতি ও প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার অনুগামী ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষার আদর্শ অনুসারে তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুশিক্ষিত হন এবং পরে ইংরাজী ভাষায়ও অধিকার লাভ করেন। শিক্ষায় তাঁহার এমনই অনুরাগ ছিল যে, পরিণত বয়সে ফরাসডাঙ্গায় অবস্থান কালে তিনি ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও পণ্ডিত সমাজের সমাদর করিতেন। তিনি বিশেষ মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন এবং রসজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং সঙ্গীত চর্চ্চায় তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। সেই সময়কার গায়ক শ্রেষ্ঠ মাধব ও যাদব ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথের বেতনভোগী ছিলেন।

কালীনাথ বারাসাত হইতে সোলাদানা পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ-সভায় বৈকুণ্ঠনাথই অগ্রজের পক্ষে তাহা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। তিনি এমনই দয়াপ্রবণ ও পরদুঃখ মোচনে আগ্রহ পরায়ণ ছিলেন যে, অনেক সময়ে সম্পত্তি রক্ষায়ও তাঁহার ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইত। "এক সময়ে লাটের কিস্তির সূর্য্যাস্তের দিন যখন বৈকুণ্ঠনাথ শকটযোগে চিৎপুরের মধ্য দিয়া কলিকাতায় গমন করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে চিৎপুরের বাজার ও পল্লী ঘোরতর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বস্বান্ত নিরাশ্রয় গৃহস্থগণ স্ত্রীপুত্র লইয়া বিপন্ন ভাবে হতাশ হৃদয়ে রাজপথে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তদৃষ্টে দয়াময় বৈকুণ্ঠনাথ বাষ্পাকুলিত লোচনে তথায় শকট রক্ষা করিয়া, নিরাশ্রয় দুঃখী দিগকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করিতে থাকেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ অবিলম্বে কালেক্টারীতে দাখিল জন্য লাটের টাকা লইয়া সেই পথ দিয়া গমন করিবে। ক্ষণকাল অপেক্ষা করার পরেই তাঁহার দেওয়ান কালীকান্ত দত্ত রাজস্বের টাকা সহ তথায় উপনীত হইবামাত্র বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার নিকট হইতে টাকার তোড়াগুলি লইয়া মুক্ত হস্তে অকাতরে সেই অর্থ, গৃহশূন্য সর্ব্বস্বহীন দরিদ্র চিৎপুরবাসী দিগকে দান করিয়াছিলেন। পরদুঃখে তাঁহার প্রাণ তখন এত কাতর হইয়াছিল যে, সূর্য্যাস্তের

পূর্ব্বে খাজনা দাখিল না হইলে যে তাঁহার সম্পত্তি নিলাম হইবে, সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই"।* দুঃখ বিপন্ন আর্ত্তের সাহায্যে বৈকুণ্ঠনাথ চিরদিনই এইরূপ মুক্ত হস্ত ছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ এমনই উদার চরিত্র ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন যে, সমাজের উর্দ্ধতম স্তরে থাকিয়াও তিনি কখনও বা কোন অবস্থাতেও কাহাকেও ছোট বা সহানুভূতি প্রদর্শনের অযোগ্য মনে করিতেন না। মেথর বা রজককে ডাকিয়াও তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন।

অগ্রজ কালীনাথের ন্যায় বৈকুণ্ঠনাথও রাজা রামমোহনের অন্তরঙ্গগণের অন্যতম ছিলেন। "তাই রাজার ইংলণ্ড গমনের প্রাক্কালে ১৭৫১ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী এবং রাধাপ্রসাদ রায় ব্রাহ্ম সমাজগৃহের বিশ্বস্ত" (Trustee) নিযুক্ত হয়েন † এবং এবং যথাবিধি ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য-ব্যবস্থা রক্ষা করেন। কলিকাতা মেটকাফ্ হল নির্ম্মাণের সময়ও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ একদিকে যেমন সুপণ্ডিত, সুরসিক ও সুসামাজিক ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই পুরুষোচিত সাহস ও বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বংশ মর্য্যাদা তিনি কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার লইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও 'ধর্ম্মসভার' মধ্যে সেকালে যে বিরোধ ফেনিল হইয়া উঠে, যথাক্রমে উভয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক বৈকুণ্ঠনাথ ও শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের মধ্যে তাহা বৈষয়িক ব্যাপারেও সংক্রামিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব মুন্সী বংশের কোন সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিলে বৈকুণ্ঠনাথ উপযুক্ত মূল্যে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেও রাজা রাধাকান্ত তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় বৈকুণ্ঠনাথ শোভাবাজারের বিপরীত দিকে 'মুন্সীর বাজার' স্থাপন করেন, ফলে শোভাবাজার বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। অধিকন্তু ঐ বাজারের অনেক হাটুরিয়ার বাসস্থান গঙ্গার অপর তীরস্থিত বালীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অবস্থিত ছিল। সেওড়াফুলীর রাজার বংশধরগণ জমিদারী শাসনে অসমর্থ হইলে তাঁহাদের দশ আনী শাখা মুন্সীবাবু দিগকে যে সম্পত্তি ইজারা দেন, ঐ সকল গ্রাম সেই ইজারার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে নড়াইলের রামতারণ রায় মহাশয় তাঁহার জমিদারী প্রভাব বিস্তারের জন্য সেওড়াফুলীর অবশিষ্ট ছয় আনার ইজারা লন। ফলে ঐ ইজারা ভুক্ত সম্পত্তির দখলাদি লইয়া বিশেষতঃ বালির নিকটবর্ত্তী মনোহরপুর গ্রামের দখল

---

* সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজ', ৪৫০-৪৫১ পৃষ্ঠা।

† 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৭৬৯ শক, আশ্বিন, প্রথম ভাগ, ৫০ সংখ্যা, ৯২ পৃঃ।

লইয়া একদিকে বৈকুণ্ঠনাথ এবং অপর দিকে রাজা রাধাকান্ত দেব ও নড়াইলের রামরতন রায় মহাশয়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। তৎসংক্রান্ত ফৌজদারি মোকর্দ্দমা সম্পর্কে রাজা রাধাকান্ত দেবের দুই রাত্রি হাজত বাস করিতে হইয়াছিল বলিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুমে' পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠনাথকে কটূক্তি করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাহাতে অবশ্য বাঙ্গালার তৎকালীন জমিদার সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল হয় নাই।

সেকালে জমিদারগণ আদালতে হাজির হওয়া অত্যন্ত অপমান জনক মনে করিতেন। কোন ফৌজদারী মোকর্দ্দমা সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথের প্রতি আদালতে হাজির হইবার আদেশ হইলে, তিনি ইংরাজ অধিকার ত্যাগ করিয়া ফরাসী চন্দন নগরে বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন; সে কারণ তাঁহার শেষ জীবন চন্দন নগরে অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিগত আভিজাত্যে ও চরিত্রের ঔদার্য্যে কোথাও তাঁহাকে গৌরবের আসন হইতে বিচ্যুত হহতে হয় নাই। ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতিকালে তাঁহার মহানুভবতা তাঁহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়াছিল। এমন কি ফরাসী গভর্ণর তাঁহাকে এমন বন্ধুভাবে সমাদর করিতেন যে, তাঁহাকে ইংরাজ অধিকারে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত নাই। চন্দননগরে বাস কালে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখস্থিত গঙ্গার ঘাটের জীর্ণ সোপানে জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যাকে পদস্খলিত হইতে দেখিয়া তিনি উক্ত ঘাট পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তাহা মুন্সীর ঘাট নামে অভিহিত হয়। তাঁহার ফরাসডাঙ্গায় বাসকালের এরূপ অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। "তিনি এক সময়ে হুগলী গিয়াছিলেন এবং তথায় অবস্থিতি কালে এক দিবস গঙ্গাস্নান কালে স্নানার্থে আনীত কতিপয় দেওয়ানী জেলের কয়েদী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তন্মধ্যে এক ব্যক্তির স্কন্ধে পিতৃদায় সূচক কাঁচা লম্বমান ছিল। তাহার শত্রুগণ তাহাকে সেই অবস্থায় জেলবাসী করিয়াছিল। বৈকুণ্ঠনাথ সেই ব্যক্তির নাম ধাম জানিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য বরাহনগরে আদেশ প্রেরণ করেন। তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ প্রভুর আদেশ মতে শ্রাদ্ধকৃত্যোপযোগী দ্রব্য সম্ভার লইয়া অবিলম্বে সেই ব্যক্তির বাসভবনে উপনীত হইয়া তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠনাথ সেই সময়ে হুগলী জেলে যে সকল ব্যক্তি দেনার দায়ে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাহাদিগের সকলের দেয় দেনার বিষয় অনুসন্ধানে জানিয়া অর্থদানে তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দেন।"†

† সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'বঙ্গীয় সমাজ', ৪৬৬ পৃঃ।

বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় একাধারে শক্তিমত্তার ও মহাপ্রাণতার বিরল।

টাকী নিবাসী থাক বসুবংশীয় শ্রীনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণ্ময়ীর সহিত বৈকুণ্ঠনাথের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। বাঙ্গালা ১২৬২ সালে (ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) ৪৯ বৎসর বয়সে তিনি চন্দন নগরে গঙ্গালাভ করেন।

কথিত আছে কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের আমলে মুনসী-বংশের তহবিল হইতে অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা দানকার্য্যে ব্যয় হয়। এই ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য অকুণ্ঠিত ও অপর্য্যাপ্ত সাত্বিকদান তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতিকে চিরসম্মানের অধিকারী করিয়া রাখিয়াছে।

রায় মথুরানাথ চৌধুরী

(মথুরানাথ মুন্‌সী)

বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুর পর মুন্সী পরিবারে আভ্যন্তরীণ বিরোধের সূচনা হয় এবং ক্রমশঃ মুন্সী-বংশ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। জ্যেষ্ঠ ধারার অর্থাৎ শ্রীনাথের তরফের কর্ত্তা হইলেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র রায় মথুরানাথ এবং কনিষ্ঠ ধারার অর্থাৎ গোপীনাথের তরফের কর্ত্তা হইলেন তৎপুত্র প্রিয়নাথ।

শান্তির আশায় মথুরানাথ বরাহনগরে গঙ্গাতীরে পৃথক এক নূতন বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক নূতন পথও নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু তাহার কিছু পরেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সৈদপুর নিবাসী কালীশঙ্কর বসুর প্রথমা কন্যা শ্যামাসুন্দরী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

মথুরানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু বিষয় কর্ম্ম পরিচালনায় তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাহার ফলে তিনি একাধিক নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তন্মধ্যে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক যে সায়েরাৎ মহল ও মৎস্যের ঘাট ইত্যাদি স্থাপন করেন তাহার ফলে এক সময় কলিকাতার মৎস্য আমদানী মুন্সী বাবুদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। মুন্সী বাবুদের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার কোন বাজারের স্বত্বাধিকারী বাজার স্থাপনে অগ্রসর বা কৃতকার্য্য হইবার আশা

করিতেন না ; এমন কি, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যাহারা মৎস্য ব্যবসায় করিত, তাহারাও মুন্সী বাবুদের প্রজা বা অনুগত ও বাধ্য ছিল। মুন্সী বাবুদের এই প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য পরে কলিকাতা করপোরেশন হইতে ভবনাথ সেন ধাপার জমি বন্দোবস্ত লয়েন ও তাহাতে অপর এক মৎস্যের ঘাট স্থাপন করেন। কিন্তু তাহাতেও মুন্সী বংশের পুরাতন প্রভাব বিনষ্ট হয় নাই ; পরন্তু মথুরানাথের মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও যেদিন বঙ্গ ভঙ্গ ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে বঙ্গদেশে অরন্ধন হয়, সেদিন মুন্সী বাবুরা কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেন। সে কথা 'রয়টার' বিলাতেও সংবাদ দেন। সে কারণ সরকার ক্রুদ্ধ হয়েন এবং মুন্সী বাবুদের চিংড়িঘাটার বাজারের পার্শ্বে খাস জমিতে "বাদহাটা" বসাইবার চেষ্টা হয়। ইহাতে মথুরানাথের তৎকালীন বংশধরগণের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইলেও তাঁহারা সানন্দে সে ক্ষতি স্বীকার করেন। সে যাহা হউক, মথুরানাথের উল্লিখিত প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও মথুরানাথকে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের সহিত নানা মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত হইতে হইয়াছিল। তাহাতে বহু ক্ষতি হইলেও তাঁহার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়দিগের সাহায্যে তিনি অবশেষে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু যখন জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ঐ প্রকার বিদ্বেষ পরায়ণ কাহারও কাহারও প্ররোচনায় তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা প্রিয়নাথ বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যথার্থই মুন্সী-বংশের দুর্দ্দিনের সূচনা হইল। গৃহ-বিবাদের ফল সর্ব্বত্র যাহা ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না এবং মুন্সী-বংশের বহুবিস্তৃত যৌথ সম্পত্তির মধ্যে অনেক মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইল। মালদহ, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় তাঁহাদের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা আর তাঁহাদের অধিকারভুক্ত রহিল না। এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে ১২৭০ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে (ইং ১৮৬৩ খৃঃ) দুই পত্নীকে উইলের দ্বারা দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া মথুরানাথ স্বর্গারোহণ করেন। পঞ্চ সহোদরের মধ্যে আর সকলেই অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রায় কৃষ্ণনাথ চৌধুরী

(কৃষ্ণনাথ মুন্সী)

মথুরানাথের অনুজ কৃষ্ণনাথ বিষয় কার্য্যে সুনিপুণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁহার দূরদৃষ্টির ফলে মুন্সী-বংশের সম্পত্তি হানি অনেকাংশে নিবারণ হয় এবং কোন কোন নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া তিনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উপর টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের জনসাধারণের ও তাঁহার প্রজাবর্গের এমন আস্থা ছিল যে, অনেকেই বিরোধ ও মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত এবং তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাহা বিচার নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, সকলেই তাহা আনন্দসহকারে মানিয়া লইত। এইভাবে কত লোককে যে তিনি মোকর্দ্দমার দায় ও ব্যয় মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জেলা খুলনার বাগেরহাট মহকুমার অন্তঃপাতী কাড়াপাড়ার গাভ বসু বংশের ফকিরচাঁদ রায় চৌধুরীর কন্যা উদয়তারার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কালীনাথ প্রমুখ পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে কৃষ্ণনাথ ব্যতীত আর কাহারও পুত্র সন্তান হয় নাই। কৃষ্ণনাথেরই একমাত্র পুত্র জন্মে। রূপে গুণে বংশের উপযুক্ত সন্তান হইলেও যোগীন্দ্রনাথ ষোড়শ বর্ষ বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তদনন্তর কৃষ্ণনাথ অগ্রজ বিপত্নীক মথুরানাথকে বংশ রক্ষার জন্য পুনঃ বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধেই মথুরানাথ তাঁহার প্রথমা পত্নী শ্যামাসুন্দরীর পরলোকগমনের অনেক পরে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। শোকাতুর কৃষ্ণনাথ কর্ম্মজীবন ত্যাগ করিয়া সপরিবারে এবং গুরুপুরোহিতসহ নানা তীর্থ ভ্রমণ এবং তথায় বিহিত কার্য্য ও বহুদান করেন। তীর্থ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালা ১২৬৮ সালের পৌষ মাসে (ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি বরাহনগরে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার কৃত উইলের বিধান অনুসারে অগ্রজ মথুরানাথ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিনাথ অগ্রজগণের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(সুরেন্দ্রনাথ মুন্সী)

রায় মথুরানাথ দুই স্ত্রী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার উইলের ব্যবস্থা ও অনুমত্যানুসারে তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা যোগ মায়া চৌধুরাণী মথুরানাথের নিকট জ্ঞাতি-বংশ হইতে প্রথমতঃ রায় সুরেন্দ্রনাথকে এবং কনিষ্ঠা শশীমুখী চৌধুরাণী তদনন্তর রায় যতীন্দ্রনাথকে ১২৭৩ সালে (১৮৬৬ সালে) দত্তক গ্রহণ করেন। দত্তকগ্রহণের অত্যল্প দিন পরেই

যতীন্দ্রনাথের দত্তক-গ্রহিত্রী মাতা পরলোক গমন করিলে সুরেন্দ্রনাথের দত্তক-গ্রহিত্রী মাতা যোগমায়া উভয়কেই তুল্যভাবে লালন পালন করেন। ফলে উভয় ভ্রাতার মধ্যে এতদূর সম্প্রীতি ও স্নেহানুরাগ জন্মে যে, কেহই তাঁহাদের সহোদর ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারিতেন না।

দত্তক গ্রহণের কিছুদিন পরেই মথুরানাথের উইলের একজিকিউটার রামধন ঘোষ অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পরে মথুরানাথের জনৈক জ্ঞাতি ভ্রাতা আদালত কর্ত্তৃক নাবালকদ্বয়ের অছি বা অভিভাবক নিযুক্ত হন। তখনও মুন্সী-বংশের দুই শাখার মধ্যে পূর্ব্ববৎ বিবাদ চলিতে থাকে। এই বিবাদের এবং অবিমৃশ্যকারিতার ফলে কনিষ্ঠ প্রিয়নাথের শাখা একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়েন। জ্যেষ্ঠ শাখারও যে অনেক ক্ষতি হয় নাই, তাহা নহে। তবে অভিভাবক মহাশয়ের অদূরদর্শিতা সত্ত্বে ও প্রাচীন কর্ম্মচারীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি সুরক্ষিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাদের তৎকালীন অভিভাবকের নিকট হইতে জমিদারী পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। অভিভাবকের বিরুদ্ধে নিকাশ দাবীর মোকর্দ্দমায় অনেক টাকা ডিক্রী হইলেও নিকট জ্ঞাতি বিধায় তিনি তাঁহাকে তাহার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দেন। ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তিনি বিশেষ বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন ও উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বামলে মুন্সী ষ্টেটের একটি বৃহত্তম সম্পত্তির অপর অর্দ্ধাংশ খরিদ হয়। জমিদারী কার্য্য পরিচালনে তাঁহার যেমন দক্ষতা ছিল, দুঃস্থ, দরিদ্র বা আশ্রিত ব্যক্তিকে অকাতরে দান করিবার প্রবৃত্তিও তেমনি প্রবল ছিল। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইত এবং পরদুঃখমোচনে ও শরণাগতরক্ষণে তিনি জ্যেষ্ঠতাত রায় কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথের ন্যায় তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং নাট্যকলা চর্চ্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্ত্তমান সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণের তিনি ছিলেন একজন প্রধান উৎসাহদাতা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী *। তিনি প্রকৃতই একজন নির্ভীক শক্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ মানসিক বল ও অনন্যসুলভ হৃদয়ের প্রশস্ততা তাঁহার অল্লায়ুঃ জীবনেই

---

* "First and foremost stand Rai Surendranath Chaudhuri and Rai Jatindranath Chaudhuri scions of the famous Moonshi family of Taki, well-known for their large-hearted liberality in all matters of public and private interest. They have generously conveyed to the school

তাঁহাকে সাধারণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। মধ্যযৌবনে তাঁহার অকাল মৃত্যু হইলেও নবীন বয়সেই তিনি কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই অসাধারণ সংযম ও ত্যাগ-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বসিরহাট মহকুমার খোড়াগাছী গ্রাম নিবাসী রাঘব বসু বংশীয় পার্ব্বতী চরণ বসু মহাশয়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

(যতীন্দ্রনাথ মুন্সী)

সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা রায় যতীন্দ্রনাথ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হইলে পরে তিনি মুন্সী বংশের সমগ্র সম্পত্তির কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন।

বাল্যকাল হইতে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি একবার যাহা পাঠ করিতেন, তাহাই তাঁহার স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকিত। কলিকাতা হেয়ার-স্কুল হইতে ১৮৮১ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৬ সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম, এ এবং তৎপরে বি, এল উপাধি লাভ করেন। সে সময় বঙ্গের জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার মত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্তই বিরল ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারাও যতীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য পরিমেয় ছিল না। ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ ও নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা তাহা নানা বিষয়ে প্রসার লাভ ও দর্শন শাস্ত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু দর্শনে, অসাধারণ প্রগাঢ়তা লাভ করে। তিনি সটীক ও সানুবাদ 'ন্যায়দর্শন' প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যের সমাদর করিলেও যতীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক। যাঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি, পুষ্টি, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার সুসম্ভব হইয়াছিল, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শুধু নহেন—পরন্তু অগ্রণী। কখনও সম্পাদক, কখনও কোষাধ্যক্ষ,

---

* * * * a piece of land on the bank of the Hoogly measuring about eight *cattas*, and Rai Surendra Nath Chaudhuri has further subscribed the sum of Rs. 2,000 for school building." (The Fifteenth Annual Report of the the Barahnagar Hindu School, Session 1880).

কখনও বা সহকারী সভাপতিরূপে তিনি আজীবন পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। রঙপুর সাহিত্য-সভার বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়া রঙপুর গমন করিলে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি ভূষিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মেদিনীপুর অধিবেশনে তিনি সভাপতি পদ এবং উক্ত সম্মেলনের ভাগলপুর অধিবেশনে দর্শন শাখার সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাসন দিবার প্রথম চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হিসাবে স্যার গুরুদাসের সহিত তিনিই করিয়াছিলেন যদিও সেদিন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভাষায় "বিশ্ববিদ্যালয়ের দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন" করা সহজ সাধ্য হয় নাই।

National Council of Education বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ স্থাপনে এবং উহার নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতীন্দ্রনাথ বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

British Indian Association ও Landholders' Association এর বিশিষ্ট সভ্য থাকিলেও জাতীয় মহাসভার সহিত যতীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহা সর্ব্বত্র উল্লেখযোগ্য। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্ত শিষ্যরূপে তিনি জাতীয় মহাসভার বাণী প্রচারে ও প্রভাব বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। যখন জমিদার সম্প্রদায় দূরের কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের সহিত যোগদান করিতে সাহসী হইতেন না, যতীন্দ্রনাথ তখন প্রকাশ্যে ও নিঃশঙ্কভাবে শুধু জাতীয় মহাসভায় নিয়মিত যোগদান করিতেন তাহা নহে, পরন্তু বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃমণ্ডল মধ্যে পুরোভাগে থাকিয়া যে সৎসাহসের র স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, দেশের তৎকালীন জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার তুলনা নাই। ইহার জন্য অনেক সময় বৈষয়িক ক্ষতিও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন এবং ১৯০৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন।

১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভিত্তি স্থাপনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। তিনি 'কায়স্থ সমাজের' একজন স্থাপন কর্ত্তা ছিলেন এবং 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার' সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ দানে সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি বহু লোককে অন্নদান, বহু লোকের শিক্ষার সহায়তা ও নানারূপ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার আমলে মুন্সী ষ্টেট্ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ও অনুগত ব্যক্তিকে ভূমিদান করা হইয়াছিল। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের জন্য তিনি ভূমিদান করেন এবং টাকীর স্কুল সংলগ্ন 'হিন্দু হোষ্টেল' নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং নিজে যন্ত্রসঙ্গীতে নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পদাবলী, কীর্ত্তন ভক্তিশাস্ত্র ও ভাগবত ধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সে কারণ তিনি 'ভক্তিভূষণ' উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার জীবদ্দশায় যতীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র বৃহৎ কত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে জড়িত ছিলেন, তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব; তবে ইহা আদৌ অত্যুক্তি নহে যে, সে সময় দেশের জনহিতকর এমন কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহা যতীন্দ্রনাথের সহযোগীতা বা সাহায্য লাভ করে নাই। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিরণ সম্পাত করিয়াছিল।

তিনি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটী গ্রামের নিবাসী হলধর (ঘোষ) রায় চৌধুরীর কন্যা ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। একমাত্র উপযুক্ত পুত্র রায় ধীরেন্দ্রনাথ ও এক কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া তিনি ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

(হরেন্দ্রনাথ মুন্সী)

একটী মাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া রায় সুরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করিলে তাঁহার স্বর্গারোহণের দুই দিন পরে ১২৯৬ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে (ইং ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে) তাঁহার একমাত্র পুত্র হরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে সমগ্র পরিবার যখন শোকসাগরে নিমগ্ন, তখন মুনসী বংশের শ্রীনাথপ্রমুখ জ্যেষ্ঠ-ধারা রক্ষার যে শুভ বার্ত্তা লইয়া হরেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা পারিবারিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বটে।

শিক্ষালাভে আশৈশব হরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখা যাইত। গৃহ-শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু অগ্রসর হইয়া ইংরাজি ১৮৯৭ সালের ১৬ই

জানুয়ারী তারিখে তিনি বরাহনগর ভিক্‌টোরিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করেন এবং কিঞ্চি দূর্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে বরাহনগর ভিক্‌টোরিয়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্‌সী কলেজ হইতে যথাক্রমে, এফ্‌, এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধি প্রবর্ত্তনের ফলে সে সময় প্রেসিডেন্‌সী কলেজে এম্‌, এ, পড়িবার অনুমোদিত ব্যবস্থা না থাকায় তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে Professor Henry Stephen মহাশয়ের নিকট দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, অধ্যয়ন করেন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত বিশেষ ভাবে প্রাচ্য-দর্শন আলোচনা করেন। পঠদ্দশা শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে বিস্তৃত বিষয়কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত নানা জটিলতার মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি যথাবিধি এম্‌, এ ও বি, এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পাঠদ্দশার অবসানে অচিরেই তিনি যথসাধ্য দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে ১৯২০ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি বসিরহাট, বারাসাত ও বারাকপুর মহকুমাত্রয়ের অমুসলমান গ্রাম্য কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ৩১ বৎসর ছিল। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার জনৈক তরুণতম প্রতিনিধি হইলেও তাঁহার চেষ্টায় একাধিক আইনের বিধানে নানা সংশোধিত ও নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট হওয়া ব্যতীত জনমতের অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি যে ভাবে সরকারী কার্য্যকলাপের সমালোচনা ও জনসাধারণের অভাব অভিযোগ ও আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি করেন, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাঁহার সৎসাহসে ও সততায়, কৃতকার্য্যে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এতদূর পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বিনা বাধায় ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ১৯২৩ সালে দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি সে সময় স্বতন্ত্র দলের প্রধান কর্ম্ম নিয়ামক থাকিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য মনে করিতেন। প্রতিবাদী পক্ষে কাজ করিলেও হরেন্দ্রনাথের সমালোচনায় বাঙ্গালার পূর্ত্ত ও সেচ বিভাগের বজেট নূতন আকার ধারণ করে এবং গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ও টোলের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন, তিনি তাহারও সভ্য নিযুক্ত হন। দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে হরেন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে পুনরায় বিনা বাধায় ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে (এবারে Congress দলভুক্ত) সভ্য নির্ব্বাচিত হন। একই সাধারণ কেন্দ্র হইতে পুনঃ পুনঃ তিন বার এবং দুই বারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে বিনা

বাধায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল বটে। নির্ব্বাচনের পরে তিনি Congress Council Partyর জনৈক সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মতালিকার মধ্যে এবারের দুইটা কাজ ব্যবস্থাপক সভার সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে তাঁহার প্রতিবাদে গভর্ণমেণ্ট প্রণীত প্রতিক্রিয়াশীল Bengal Municipal Bill ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রথম পাঠেই বর্জ্জিত হয়, পক্ষান্তরে Union Board গুলিতে জনমত প্রবল করার জন্য তাঁহার প্রস্তাবিত গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন বিধির সংশোধক প্রস্তাব (Bill) গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গৃহীত বা পাশ হয়। গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ ক্ষমতা পরিচালন পূর্ব্বক তাহা নামঞ্জুর করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃ প্রেরণ করায়, তাহা আর প্রস্তাবিত আকারে 'পাশ' হইতে পারে নাই। তৎপূর্ব্বে বা পরে আর কোন বে-সরকারী আইনের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই এবং গৃহীত হইয়া পরে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনের ফলে ব্যর্থ হয় নাই।

সাধারণের কাজে তিনি যখন এই ভাবে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় দুইটী পারিবারিক দুর্ঘটনা তাঁহাকে বিশেষভাবে আঘাত করে। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্র নাথ ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পঠদ্দশায় ইহলোক ত্যাগ করে। সবল, সুন্দর, শিষ্ট, সুধীর, আজীবন নিরামিষাশী, সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্ত্তি তাহার সংস্পর্শে যে কেহ আসিতেন, তিনিই তাহার চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতেন। বিধাতার এই আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইবার পরেই ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য ভগিনীপতি চারুচন্দ্র বসু মুনসেফ্ মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র চিত্ত রঞ্জন বসুকে বর্ত্তমান রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। এই সকল নিদারুণ শোকের মধ্যেও হরেন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে বসিরহাটে (২৪ পরগণা) দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় সভার যে অধিবেশন হয়, তাহার সফলতার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। তৎপরে ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, তৎসম্পর্কেও তাঁহাকে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হয়। ফলে ১৯২৮ সালের অগাষ্ট মাসের শেষভাগে তিনি নিদারুণ রোগাক্রান্ত হন। সে কারণ ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের তিনি যে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, সে পদ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হয়।

১৯৩৫ সালের নূতন ভারত শাসন সংক্রান্ত বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে

হরেন্দ্রনাথ ২৪ পরগণা সাধারণ মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন (১৯৩৭)। বাঙ্গালার আইন সভায় এইবার তাঁহার চতুর্থ নির্ব্বাচন। নূতন ব্যবস্থাপরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনেই তিনি রাজবন্দিগণের মুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং যদিও গভর্ণমেণ্ট সেদিন উহা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি অচিরেই দেশের ঐ দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া বিনা বিচারে যাঁহারা বন্দী ছিলেন, তাঁহাদের মুক্তি দিয়াছেন। এই প্রকার নানা উল্লেখযোগ্য কার্য্য ব্যতীত জনৈক বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে তাঁহাকে নিম্নলিখিত কমিটিগুলির সদস্য পদে কার্য্য করিতে হইয়াছে:—(১) Committee of Privileges (১৯৩৭), (২) Rules Revision Committee (১৯৩৮—৩৯), (৩) Western Bengal Forest Improvement Committee (১৯৩৮—৩৯)' (৪) Rent Enquiry Committee (১৯৩৮—৩৯), (৫) Public Accounts Committee (১৯৩৯)।

হরেন্দ্রনাথ শুধু কৃতবিদ্য নহেন, পরন্তু শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে নানা ভাবে উৎসাহ দান ও সহায়তা করেন। তাঁহার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নানা প্রাথমিক শিক্ষায়তনের কথা ছাড়িয়া দিলেও যে সকল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বাণীপিঠগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যথাঃ—দৌলতপুর হিন্দু এ্যাকাডেমি, বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল, বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, টাউন শ্রীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কাড়াপাড়া (খুলনা) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাদি। বাঙ্গালার শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন বিশেষজ্ঞও বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বিষয়ে তিনি কতদূর চিন্তা ও আলোচনা করেন, তাঁহার রচিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভূমিকা সম্বলিত 'The New Menace to High English Education in Bengal' পুস্তকখানি তাঁহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। Forward প্রভৃতি দৈনিক এবং Calcutta Review ও Modern Review প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রে উহা বিশেষভাবে সমালোচিত ও প্রশংসিত হইয়াছে।

তাই বলিয়া শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি একমাত্র দিক নহে, যে দিকে তাঁহার চেষ্টা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেন বলিয়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদন স্থাপন সম্পর্কে, প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের গঠন মূলক কার্য্য বিস্তারে ও খদ্দরের ন্যায় কুটীর শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য নানা সময়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়াছেন। প্রত্যুত দেশের কল্যাণকর বিশিষ্ট অথচ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এমন অল্পই আছে, যাহা কখনও না কখনও তাঁহার সাহায্যলাভ করে

রায় [illegible]রেন্দ্রনাথ চৌধুরী

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

এম্‌ এল্‌ এ, এম এ, বি এল্‌

শ্রীকণ্ঠ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

এম্‌, এ, বি, এল্‌

রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

নাই—নানা সাময়িক অনুষ্ঠান বা দেশের আকস্মিক দুর্ঘটনা উপলক্ষে সাহায্য দূরের কথা। স্ব-সমাজের কল্যাণ-কামনার নিদর্শন স্বরূপ কায়স্থ-সভার গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে তাঁহার সাহায্য অনুল্লেখযোগ্য নহে।

বৃহত্তর জীবনের নানা কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্যে হরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বগ্রাম টাকীকে বিস্মৃত হন নাই। টাকীতে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থ সাহায্য ও উৎসাহদানত করেনই, পরন্তু গ্রামের অনেক অভাব তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া পূরণ করিয়াছেন। বহুদিন হইতে টাকীতে শশ্মান ঘাটের একটি বিশেষ অভাব ছিল, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নামে যমুনা-ইচ্ছামতীর তীরে 'স্বর্ণময়ী শশ্মানঘাট' নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহা টাকী মিউনিসিপ্যালিটির হস্তে অর্পণ করেন। টাকী গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব নিবারণ উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম সচেষ্ট হইয়া টাকীতে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নলকূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার পিতৃদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া টাকী মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করেন। টাকীতে বহুদিন হইতে সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব ছিল, তাঁহারই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে টাকীতে একটা সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে শুধু নহে, এই পুস্তকালয় ও পাঠাগারের জন্য তাঁহার স্বর্গত জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থ 'হীরেন্দ্র স্মৃতিভবন' নামক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উহা উপযুক্ত ন্যাসরক্ষকদিগের (Board of Trustees) হস্তে ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।

হরেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানিক হিন্দু। 'বেদঃস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ' তিনি ধর্ম্মের 'চতুর্ব্বিধ লক্ষণ' বলিয়া মানেন। তিনি স্বকপোলকল্পিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বা 'রাজনৈতিক হিন্দু' মাত্র নহেন। প্রত্যুত শিক্ষায়, চরিত্রবত্তায়, স্বদেশসেবায় ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় হরেন্দ্রনাথ বঙ্গের জমিদার সম্প্রদায়ের আদর্শ স্থানীয়।

জেলা খুলনার অন্তর্গত কাড়াপাড়ার বসু রায় চোধুরী জমিদার-বংশের মাধবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শৈবলিনীর সহিত ১৩১৩ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার তিন পুত্র ও ছয় কন্যা বর্ত্তমান। তন্মধ্যে অগ্রজ হিতেন্দ্রনাথ কৃতীত্বের সহিত 'এম্, এ' ও 'বি, এল্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুন্সী-বংশে উচ্চশিক্ষার প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ হৃদীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বাগেরহাট নিবাসী রায় সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়ের মধ্যম-পুত্র বনবিহারী রায় B. Sc. (Eng) ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত ও সেচ বিভাগের S. D. O.।

টাকীর মুন্সী-বংশ ; স্বর্গতঃ শ্রীকণ্ঠ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীরায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
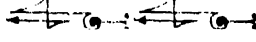
অবতরণিকা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তর রাঢ়ী, বারেন্দ্র —বঙ্গজ শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতি গৌরবে গরীয়ান্। উক্ত বঙ্গজ কায়স্থশ্রেণী দুইটা প্রধান বিভাগে বিভক্ত থাকিয়া আজও বঙ্গজ কায়স্থগণের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান রাখিয়াছে।

বঙ্গজ কায়স্থগণের প্রাচীন ও আদি সমাজের সমাজপতি ছিলেন জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। উক্ত আদি সমাজ বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজ নামে পরিচিত। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ বাংলা দেশের পরাক্রমশালী "বার ভুঁয়ার" মধ্যে অন্যতম। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র রায় বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু নৃপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। যশোহর রাজ-বংশ পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী হওয়ার পর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায় বঙ্গজ কায়স্থগণের "যশোহর সমাজ" স্থাপন করেন। বর্ত্তমান জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত যমুনা-ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্ত্তী টাকীগ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত "গুহ রায় চৌধুরী-বংশ" যশোহর সমাজ মধ্যে একটী খ্যাতিশালী ও সম্ভ্রান্ত বংশ। টাকীর গুহরায় চৌধুরী বংশ যশোহরের রাজ-বংশের জ্ঞাতিবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের যশোহর সমাজের সামাজিক প্রথানুযায়ী সমাজপতি যশোহরাধিপগণের অধীনে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শাসন সংরক্ষণ অটুট ও সুদৃঢ় রাখার জন্য রাজ নিয়োজিত সামাজিক নায়েব গোষ্ঠীপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়াছেন।

রামকান্ত গুহ রায় চৌধুরী বা "মুন্সী"

টাকীর গুহ রায় চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানী দাস রায় চৌধুরীর অধঃস্তন বংশধর রামকান্ত রায় চৌধুরী টাকীর সুপ্রসিদ্ধ মুন্সী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রামকান্ত রায় চৌধুরীর কর্ম্মময়, তেজস্বী, ও ঘটনা বহুল জীবনী এই সুপ্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতার সম্পূর্ণ যোগ্য ও উপযুক্ত। রামকান্ত সংস্কৃত, পারশী, উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে স্বগ্রাম টাকী হইতে কলিকাতায় গমন করেন। তিনি তাঁহার ভাগ্যবলে কান্দী ও পাইক-পাড়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবল পরাক্রমশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দৃষ্টি পথে পতিত হয়েন ও তাঁহার সহাতায় তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে রাজস্ব বিভাগে একটী কেরাণীর পদ লাভ করেন। তৎপরে স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রবলে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের "মুন্সী" পদে উন্নীত হয়েন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের মুন্সীর কার্য্য বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারেলের দপ্তরে Foreign Secretary বা বৈদেশিক সেক্রেটারীর ন্যায় ছিল। রামাকান্ত বিশেষ পারদর্শীতা ও দক্ষতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রামকান্তকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে—নাগপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। রাজকীয় কার্য্যে পারদর্শীতার পুরস্কার স্বরূপ নদীয়া জেলার তালবেড়িয়া ও বিল বেড়িয়া পরগণা সরকার বাহাদুর তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন ও একটী শির প্যাঁচ ও তরবারী (রৌপ্য খচিত) প্রদান করেন। রামকান্ত বহুকাল যাবৎ গভর্ণর জেনারেল দপ্তরে "মুন্সী" কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনিও তাঁহার বংশধরগণ "মুন্সী" নামে দেশের ও সমাজের নিকট সুপরিচিত।

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী

রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথও সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার মতই প্রতিষ্ঠার সহিত সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু রামকান্তের মৃত্যুর পর তৎত্যক্ত বিশাল জমিদারী শাসন সংরক্ষণ জন্য সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

গোপীনাথ রায় চৌধুরী

শ্রীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথের উপর মুন্সী-বংশের কর্ত্তৃত্ব ভার পতিত হয়। তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি ও প্রতিভার সহিত মুন্সী-বংশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমসাময়িক কলিকাতা Societyতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন ও জোড়াসাঁকো

ঠাকুরবাড়ীর প্রসিদ্ধ "Prince" দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন বন্ধু ছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজ তাঁহাকে মাল্য চন্দনে অভিনন্দিত করিয়া বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

"রায়" কালীনাথ চৌধুরী

শ্রীনাথ রায় চৌধুরী পাঁচটী পুত্র রাখিয়া মৃত হয়েন—কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মথুরানাথ, কৃষ্ণনাথ, হরিনাথ। হরিনাথ অল্প বয়সে মৃত হয়েন। অপর চারিভ্রাতা মুন্সী-বংশের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতার হিন্দু সমাজের একজন প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কার বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহকর্ম্মী ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ জন্য তিনি রাজা রামমোহনের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন কালে তিনি রামমোহনকে অর্থ সাহায্য ও অন্য নানাবিধ প্রকারে সাহায্য করেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের তিনি একজন ট্রাষ্টি ছিলেন।

শিক্ষা বিস্তারেও কালীনাথের উৎসাহ কম ছিল না। কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপনে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োগ করেন। টাকী গ্রামে প্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন, তাঁহার একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ।

কলিকাতা হইতে টাকী পর্য্যন্ত বিশাল রাজবর্ত্ম অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকিয়া কালীনাথের সদ্‌গুণাবলী তাঁহার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কালীনাথ ইংরাজী, সংস্কৃত, পারশী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

কালীনাথ সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী, দেশের ও সমাজের হিতব্রতী, অমায়িক ও নিস্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন।

কালীনাথের সদ্‌গুণাবলী মুন্সী-বংশের কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিয়াছিল।

মুন্সী বংশধরগণ বর্ত্তমানে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে যে "রায়" লিখেন, তাহা কালীনাথ তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর উক্ত "রায়" উপাধি নামের পূর্ব্বে ব্যবহার জন্য বংশপরম্পরাক্রমে কালীনাথকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

কালীনাথ তৎকালীন বঙ্গাকাশে একটী উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক ছিলেন।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী

কালীনাথের মধ্যম ভ্রাতা রায় বৈকুণ্ঠনাথ প্রকৃত দানশৌণ্ড ছিলেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর সূর্য্যাস্তের রাজস্বের টাকা দ্বারা চিৎপুরের অগ্নিকাণ্ডে

দুঃস্থ ও পীড়িত লোকের দুঃখ নিবারণার্থ দান করেন। ঐ দিন রাজস্বের টাকা দাখিল না হওয়ায় জমিদারী নীলাম হয় নাই। তৎকালীন গবর্ণর বৈকুণ্ঠনাথের দানশীলতার জন্য রাজস্ব দাখিলের সময় দিয়াছিলেন। কলিকাতা মেটকাফ্ হল নির্ম্মাণের সময় তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। উক্ত মেটকাফ হল বর্ত্তমানে "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" রূপে পরিণত হইয়াছে।

রায় মথুরানাথ চৌধুরী

রায় বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুর পর মুন্সী-পরিবারে নানা সাংসারিক গোলযোগ উপস্থিত হয় ও উক্ত গোলযোগের ফলে মুনসী-বংশের পৈত্রিক সম্পত্তি অনেক হস্তচ্যুত হয়। রায় বৈকুণ্ঠনাথের ভ্রাতা রায় মথুরানাথ ও রায় কৃষ্ণনাথ সংসারের কতক উন্নতি সাধন করেন। রায় কৃষ্ণনাথ সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রায় মথুরানাথের পূর্ব্বে মৃত হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় মথুরানাথ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন।

রায় মথুরানাথের তিন স্ত্রী, শ্যামাসুন্দরী, যোগমায়া, ও শশিমুখী—শ্যামাসুন্দরী প্রথমেই মথুরানাথ জীবিত থাকা কালে মৃত হয়েন। অপর দুই স্ত্রী মথুরানাথের মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন—রায় মথুরানাথ মৃত্যুকালীন তাঁহার দুই স্ত্রী যোগমায়া ও শশিমুখী প্রত্যেককে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। তাঁহার বন্ধু তালতলা নিবাসী রামধন ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় জমিদারীর পরিচালক নিযুক্ত করিয়া যান। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যোগমায়া রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে ও শশিমুখী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। শশিমুখী বাকরগঞ্জ লক্ষ্মণবাটী নিবাসী হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা—যতীন্দ্রনাথের বাল্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মাতুল তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে পালন করেন।

রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌ

রায় সুরেন্দ্রনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া সংসারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন—তিনি অল্প বয়সে মৃত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর রায় যতীন্দ্রনাথ সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ ও রায় সুরেন্দ্রনাথের পুত্র রায় হরেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করেন। রায় হরেন্দ্রনাথ রায়

যতীন্দ্রনাথের কর্তৃত্বাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত এম, এ, বি, এল হইয়াছেন। তিনি দেশে ও সমাজে সুপরিচিত ; তিনি বর্ত্তমানে বেঙ্গল লেজিস-লেটিভ এসেমব্লীর সভ্য (M. L. A.)

ভক্তিভূষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম, এ-বি, এল,

স্বনামধন্য মুন্‌সী-বংশতিলক, কর্ম্মবীর, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী আশ্রিত-প্রতিপালক, আত্মীয়-বৎসল, সুধীশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রায় মথুরানাথ চৌধুরীর অন্যতম দত্তক পুত্র। রায় যতীন্দ্রনাথের মাতা শশিমুখী চৌধুরাণী দত্তক গ্রহণের অতি অল্পকাল মধ্যেই মারা যান, সুতরাং যতীন্দ্রনাথেয় বাল্যজীবন পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় কণ্টকাকীর্ণ সংসার ক্ষেত্রে অতিবাহিত হয়। যতীন্দ্রনাথের সদ্‌গুণাবলী বাল্যকাল হইতেই অঙ্কুরিত হইয়া উত্তরকালে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্বে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা তাঁহার জীবদ্দশায় বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

রায় যতীন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতা হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তথা হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ প্রবেশ করেন। তিনি তথা হইতে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হয়েন, ও তৎপর বি, এল উপাধি লাভ করেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন হইতেই দেশের ও দশের হিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগদান করিয়া ছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা কিরণে কিরূপ দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল।

রায় যতীন্দ্রনাথ বাণীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ।তিনি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা বিনয়কৃষ্ণ প্রভৃতি এক যোগে রাজা বাহাদুরের গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপনা করেন তৎপরে নানা কারণে উক্ত সাহিত্য পরিষদ ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে উহা সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

যে সমস্ত সুধী মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে আজ কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষা বাঙ্গলা উচ্চতম উপাধি পরীক্ষায় স্থান লাভ করিয়াছেন, রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান।

রায় যতীন্দ্রনাথ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও সকল প্রকার শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারই অর্থসাহায্যে চিকিৎসা সম্মিলনী নামক আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহার অর্থ সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতার "ন্যায় দর্শন" নামক একখানি জটিল ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক বাহির হয়। তিনি তাঁহার জীবনে বহুবার বহু সাহিত্য সমিতিতে সভাপতি ও অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। রংপুরের সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব পদে ব্রতী হওয়া কালীন রংপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি "শ্রীকণ্ঠ" উপাধি-ভূষণে ভূষিত হয়েন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রায় যতীন্দ্রনাথ দেশপূজ্য ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতেন। মহাত্মা দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ও নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্য ও কোষাধক্ষ্য ছিলেন। তিনি বহুবার বহুস্থানে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

স্যার গুরুদাস, স্যার রাসবিহারী প্রভৃতি মনিষী ব্যক্তিগণ যখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা-সমিতি স্থাপন করেন, তখন রায় যতীন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করেন। উক্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের এক শাখা বর্ত্তমানে "দি যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারীং এণ্ড টেক্‌নোলজী"তে পরিণত হইয়াছে।

সামাজিক হিতকল্পেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভিত্তি স্থাপনের সময় পাথুরিয়াঘাটায় ৺রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে যে সভা হয়, তাহাতেও তিনি যোগদান করেন। তিনি কায়স্থ সমাজের একজন আদি উদ্যোক্তা এবং স্থাপনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথ দানে সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পরোপকার ও দান তাঁহার জীবনের মূল ব্রত ছিল। আজীবন তিনি ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বরাহনগর বাসভবনে বহু লোককে দৈনিক অন্নদান করিতেন। তিনি আত্মীয় অনাত্মীয় বহু বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সংসারের নানারূপ দায়গ্রস্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য

করিতেন। তিনি বরাহনগর ও টাকীতে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতেন। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল বাটীর জমী তাঁহার দানশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। টাকীতে টাকীর স্কুলসংলগ্ন 'রায় যতীন্দ্রনাথের হিন্দু হোষ্টেল' তাঁহার দানশীলতার আর এক কীর্ত্তি। রায় যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজে গান গাহিতে ও বাজাইতে পারিতেন। তিনি প্রাচীন পদাবলী কীর্ত্তনে অনুরাগী ছিলেন। জমিদারী পরিচালনায় রায় যতীন্দ্র নাথের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পৈতৃক জমিদারীর প্রভূত আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি প্রজাবৎসল ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, দুস্থ প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ শ্রবণের জন্য তাঁহার সমক্ষে প্রজাগণের অবাধ গতি ছিল। রায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবদ্দশায় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। উক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম করা অসম্ভব ; তবে প্রধানতঃ British Indian Association, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা, Bengal Landholders Association ও Calcutta Universityর সহিত তিনি বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথম চারিটী প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি Calcutta Universityর fellow ছিলেন। রায় যতীন্দ্রনাথ বিদ্যানুশীলনে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বরাহনগরে বাসভবনে একটী সুবৃহৎ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। Amongst the mighty mind of old তিনি নানা শাস্ত্র ও সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতেন।

১৯২৬ সালের ৭ই এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে রায় যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রায় যতীন্দ্রনাথের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ইন্দুমতী ১৩৪২ সালের ১৭ই আষাঢ় মাসে পুরী পুণ্যধাম শ্রীক্ষেত্রে সজ্ঞানে মহাপ্রস্থান করেন। তিনি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিবহাটা নিবাসী হলধর ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা। রায় যতীন্দ্র নাথ স্ত্রী ও এক পুত্র, রায় ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও এক কন্যা শ্রীমতী আভাময়ী, জামাতা শ্রীমনমোহন বসু রায় চৌধুরী ও তিন দৌহিত্র—শ্রীশ্রীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীসুচিত্তমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীভুবনমোহন রায় চৌধুরীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কন্যা শ্রীমতী আভাময়ী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী এবং জামাতা শ্রীযুক্ত মনমোহন রায় চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এড্‌ভোকেট, বিনয়ী ও অমায়িক।

শ্রীরায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী রায় যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র। তিনি ইংরাজী ১৯০৩ সালে নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। যথারীতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই, এ, ক্লাশে পড়িবার সময় তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায় বৈষয়িক ও পারিবারিক গুরুভার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু রায় ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও শিক্ষা ও Culture (কৃষ্টি) এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। বিদ্যানু-শীলনে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও প্রগাঢ় অনুরূপ আছে। ব্যায়াম-চর্চ্চা ও নানাপ্রকার ক্রীড়াদিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী।

রায় ধীরেন্দ্রনাথ অমায়িক, নিরহঙ্কার, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও সরল প্রকৃতি। তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতা দ্বারা তাঁহার দিকে কেহই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

রায় ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার সদ্গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছেন। পর-দুঃখে তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় তিনিও কাতর এবং তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় পরদুঃখমোচনে পশ্চাৎপদ নহেন। ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ও তেজস্বিতা তাঁহার স্বভাবের একটী বিশেষত্ব। আশ্রিত-প্রতিপালন, আত্মীয়বাৎসল্য, বিদ্যানু-রাগ, বিদ্যোৎসাহীতা প্রভৃতি সদ্গুণের তিনিও অধিকারী। তিনি বরাহনগরস্থ ও টাকীস্থ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট এবং কলিকাতায় Bengal Land Holders' Assosiation ও Sundarban Land-Holders' Assosiationএর তিনি সভ্য। রায় ধীরেন্দ্রনাথ উলপুর নিবাসী শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

রায় ধীরেন্দ্রনাথের বর্ত্তমানে দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রায় বিমলেন্দ্র নাথ চৌধুরী ও কনিষ্ঠ রায় বিশ্বেন্দ্রনাথ চৌধুরী। পুত্র দুইটীর বয়স যথাক্রমে ১১ ও ৬ বৎসর।

সিক্‌দারপাড়া মুখোপাধ্যায়-বংশ

ডাঃ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়েল রিসিভার—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় এই বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। বহুশত বৎসর পূর্বে বংশের আদি নিবাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে ছিল। ইঁহারা ফুলে মেল, ভরদ্বাজগোত্র. কানাই ছোট ঠাকুরের সন্তান। কানাই ছোট ঠাকুরের বংশে দর্পনারায়ণ কলিকাতার সিক্‌দারপাড়া নিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র চন্দ্রনাথের বাসস্থান কলিকাতার ৪৫নং চাষাধোবাপাড়া লেনে ছিল। এক্ষণেও তথায় তাঁহার বসত বাটীতে তদীয় বংশধরেরা বাস করিতেছেন। চন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র ডাঃ প্রিয়নাথ শিবপুরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ১৮৭৯ সালে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার বড়বাজারে চিকিৎসা করিতে থাকেন। ১৮৮১ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণী জয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা ও .রাজা পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী স্বর্গীয়া অমলাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৮৪ সালে বড়বাজারে কলেরায় ঘোরতর প্রাদুর্ভাব হইলে ৪৫ জন কলেরা রোগীর মধ্যে ৪২ জনকে আরোগ্য করায় বড়বাজারবাসীরা তাঁহাকে একটী সুবর্ণ পদক উপহার দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে ডাক্তারের চাকুরী গ্রহণ করিয়া ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ, কানপুর এবং এলাহাবাদে কর্ম্ম করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি ঐ কর্ম্মত্যাগের পর নানাস্থানে চাকুরী করিয়া ১৯০২ সালে ১৫৫নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ১৯০৮ স্বালে তিনি সিজুয়া কয়লিয়ারীতে পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালের ১লা নভেম্বর শিবপুরের বাটীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী অমলাদেবীও পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র, চতুর্থ পুত্র পুলিনচন্দ্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র নলিনচন্দ্র অকালে নিঃসন্তান মৃত।

ভূতপূর্ব্ব অফিসিয়েল রিসিভার

—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এল,—

এড্ভোকেট্ ও এটর্ণী-এ্যাট্-ল

১২৯২ সানের ৫ই চৈত্র, ইং ১৮৮৭ সালের ১৭ই মার্চ ২২নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটস্থ মাতুলয়ে কান্তিচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত এলাহাবাদে ও কানপুরে অবস্থিতিকালে উর্দ্দু ভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ফ্রি চার্চ্চ্ অব স্কট্লেণ্ড ইনষ্টিটিউসন ও জেনারেল এসেম্বলী প্রভৃতি স্কুলে অধ্যয়ন করেন ও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০্ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। পরে বি, এ পাশ করিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটর্ণী রাজচন্দ্র চন্দ্রের Articled clerk নিযুক্ত হয়েন। Articled clerk থাকা কালে তিনি ১৯১১ সালে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৫ সালে এটর্ণীর পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ খৈতান এটর্ণীর অফিসে পাঁচ বৎসর কাল এটর্ণীর কর্ম্ম করেন; পরে এটর্ণী মর্গান কোংএর অফিসে ছয় বৎসর এটর্ণীর কর্ম্ম করেন। মর্গান্ অফিসে থাকাকালে ইনি ১৯২৩ সালে হাইকোর্টের উকিল চেম্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে তিনি এটর্ণীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হাইকোর্টের Original Side এ এড্ভোকেটের কার্য্য আরম্ভ করেন। এড্ভোকেটের কার্য্যে তাহার বেশ পসার হইয়াছিল। এমন সময়ে Mr. W. C. Bonerjeeর পুত্র মিঃ শেলী বোনার্জ্জী হাইকোর্টের অফিসিয়েল রিসিভারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ইনি এটর্ণী ও এড্ভোকেট উভয় কার্য্যে পারদর্শী বলিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। খেলা ধূলায় ইঁহার বিশেষ উৎসাহ। ইনি এখন মোহনবাগান ও কলিকাতা টাউন ক্লাবের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট আছেন ও ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের Sectional President ছিলেন। উক্ত ইনষ্টিটিউটের ইনি Amateur Actor ছিলেন। ইনি কলিকাতার তৎকালীন বিখ্যাত ন্যাসানেল এসোসিয়েশনের ১০ বৎসর কাল সেক্রেটারী ছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ইনি অন্যতম এবং দুই বৎসর উক্ত ক্লাবের সেক্রেটারী ও গ্রাউণ্ড সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ১৯২৪ সালে D. F. A. Council এর Member ছিলেন। প্রথম পক্ষে ইনি জনাইনিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা (শিবপুরের চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র কন্যা) সতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পক্ষে ইহার দুই পুত্র—জ্যোতিঃপ্রসাদ ও মনিপ্রসাদ এবং এক কন্যা প্রমীলা। টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান রেজিষ্ট্রার ডাঃ সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, বি,'র সহিত শ্রীমতী প্রমীলার বিবাহ হইয়াছে। প্রমীলাদেবী এক্ষণে বি, এ, অধ্যয়ন করিতেছেন। প্রথমা পত্নী ১৯২৩ সালের ২৩শে নভেম্বর পরলোকগমন করিলে ইনি দ্বিতীয় পক্ষে চোরবাগান নিবাসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্রী ও ৺প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শোভা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই পক্ষে ইঁহার এক পুত্র— দেবীপ্রসাদ ও এক কন্যা কৃষ্ণা।

লেফ্‌টানাণ্ট

ক্যাপ্টেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এল-এম-এস,

ডাঃ প্রিয়নাথের তৃতীয় পুত্র ডাঃ সুরেশচন্দ্র ১৯১১ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে এস, এম্, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্ট্রেলিয়া জাহাজে ও পরে সিঙ্গাপুরে চাকুরী করিয়া ১৯১৩ সালে বিহার গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জেন নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে তিনি মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়াম ডাক্তার হইয়া যান এবং পাঁচ বৎসর তথায় অবস্থান করেন। ১৯১৬ সালে তিনি "লেফ্‌টানাণ্ট" এবং ১৯১৮ সালে "ক্যাপ্টেন" হন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় বিহার গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে বাহাল হন। ১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাসে তিনি চারি মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন এবং সেই সময় মজাফঃপুরের অফিসেয়েটিং সিভিল সার্জ্জনের পদে মনোনীত হন। কিন্তু ১৯৩১ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি ব্রঙ্কো নিমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি রিষ্‌ড়ার অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী পদ্মালয়া দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অচলাদেবী বি, এ, নদীয়া জেলার শিবনিবাস গ্রামের হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,র সহিত বিবাহিতা।
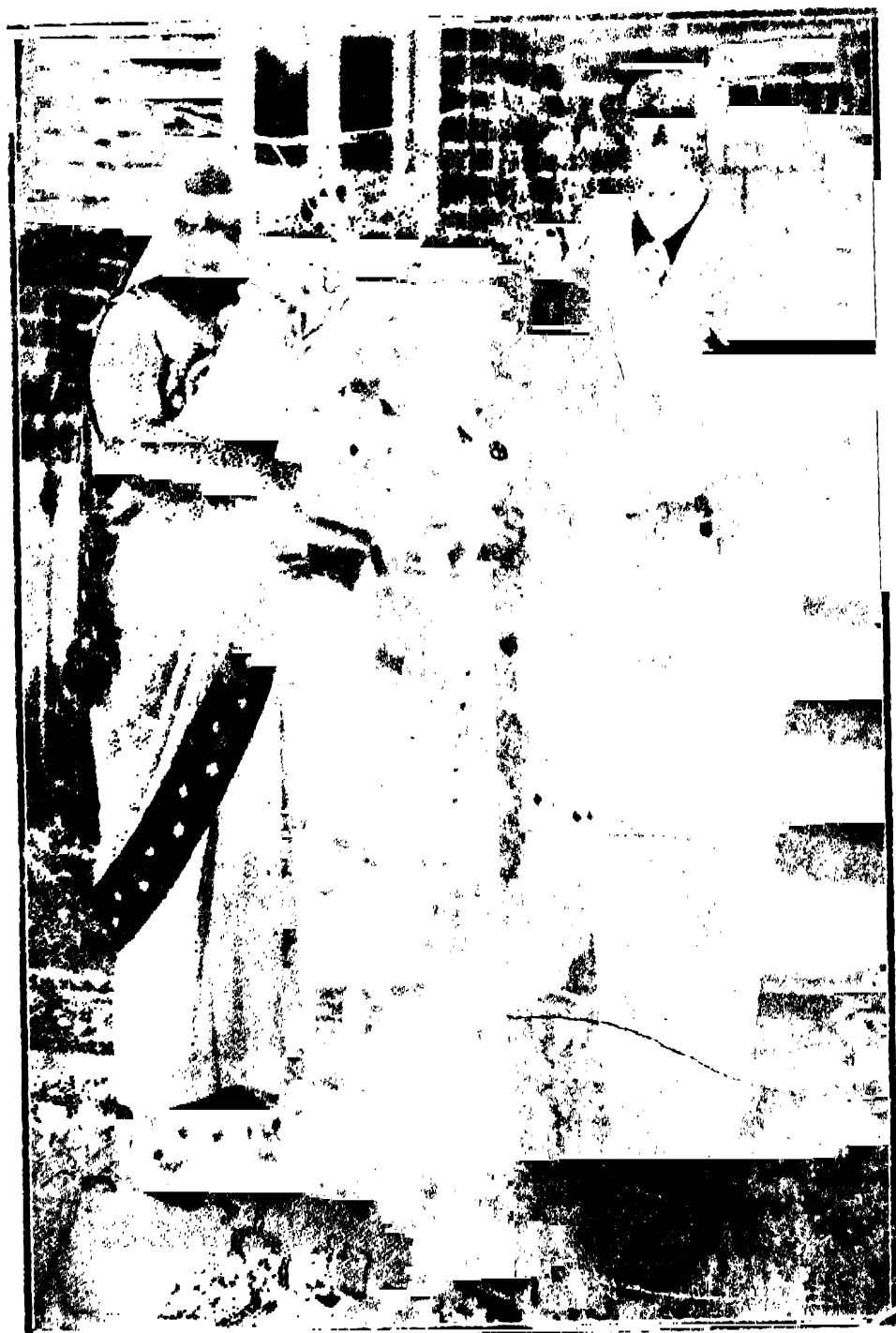
ক্যাপ্টেন সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্‌-এম্‌ এস্‌
ইনি বিগত মহাযুদ্ধে যোগদান
করিয়াছিলেন।

ব্যাঁটরা চক্রবর্ত্তী-বংশ

পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী

হাওড়া সহরের প্রান্তবর্ত্তী ব্যাঁটরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী-বংশ মুসলমান রাজত্ব-কালে "রাজ-চক্রবর্ত্তী" উপাধি পান। ইঁহারা ফুলে মেল "মুখোপাধ্যায়"; বঙ্গদেশে ইঁহারাই ভরদ্বাজ গোত্রীয় 'চক্রবর্ত্তী।' এই বংশে সর্ব্বপ্রথম নসীরামের নাম পাওয়া যায়; তৎপুত্র ব্রজরাম; ব্রজরামের পুত্র পার্ব্বতীচরণ এই বংশের খ্যাতনামা পুরুষ। জমিদারীর সঙ্গে তিনি কয়লিয়ারী ব্যবসায়েও লিপ্ত ছিলেন। কলিকাতার চিনাবাজারে তাঁহার একটী ফার্ণিচারের দোকান ছিল এবং তিনি কলিকাতার পত্তনীদারের পক্ষ হইতে কর আদায় করিতেন, ব্যাঁটরা গ্রামে তাঁহার একটী গোলাদারী দোকানও ছিল। ব্যবসায়ে তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হইত। ব্যাঁটরা অঞ্চলে তখন কোন রাস্তাঘাট ছিল না। উপস্থিত যাহা নরসিংহ দত্ত রোড নামে পরিচিত, এই রাস্তাটি ও অন্যান্য ছোট বড় বহু রাস্তা তিনি নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ব্যাঁটরায় তাঁহার এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, তাঁহার জীবিত কালে কোন মোকর্দ্দমাই কোর্টে যাইত না; তাঁহার আপোষ-নিস্পত্তিই সকলে মানিয়া লইত। তিনি নিজ ভদ্রাসনে দোল দুর্গোৎসবাদি সর্ব্বপ্রকার পূজার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ৭২ সালে ঝড়ের সময় তিনি গ্রামের অনেক নিরাশ্রয় পরিবারকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন এবং নিজ ব্যয়ে অনেকের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তখন ব্যাঁটরা জনবিরল পল্লী ছিল; তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে জমিদান করিয়া এতদঞ্চলে বসতি করান। তিনি মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্যামাচরণের বয়স তখন ১১ বৎসর মাত্র। এজন্য পার্ব্বতীচরণের সম্পত্তি এক্সিকিউটারের হাতে গিয়া নষ্ট ও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। শ্যামাচরণ তিন পুত্র—বীরেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও বাণেশ্বরকে রাখিয়া ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বীরেশ্বর জমিদারী দেখাশুনা করেন। বিশ্বেশ্বর হাওড়া মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারী এবং কনিষ্ঠ ডাক্তার বাণেশ্বর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

বীরেশ্বরের পুত্র শিবকালী, বিশ্বেশ্বরের পুত্র পাঁচুদাস ও ডাঃ বাণেশ্বরের এক কন্যা শান্তিলতা।

সম্পূর্ণম্

মহামান্য হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী, রাজা, মহারাজা,
জেলা-জজ, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার, ইঞ্জিনিয়ার,
প্রফেসার, সার, রায় বাহাদুর, প্রভৃতি পৃষ্ঠপোষিত—
"যোগবল-রহস্য", "মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ", "পত্তে শ্রীমদ্ভগবতগীতা" "রামায়ণ-রহস্য",
"উপনিষদ-তত্ত্ব", "পতিতজাতির কর্ম্মবীর", "নবযুগের কর্ম্মবীর" প্রভৃতি
—বিখ্যাত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ও জীবনী-প্রণেতা—
প্রবীণ সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক
পণ্ডিত শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী
সাহিত্যাচার্য্য-সম্পাদিত—

বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাস

(বাঙ্গলায় আটাশটি জেলার এক একটি জেলা
লইয়া অষ্টবিংশতি খণ্ডে সমাপ্য)
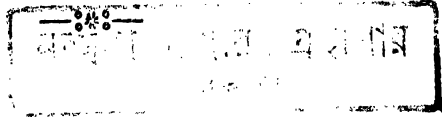
ঃ বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য ঃ

বঙ্গদেশের আটাশটি জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণামূলক বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও বহু স্মরণীয় বংশের কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপাদি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত। প্রকৃত ঐতিহাসিক পুস্তকের অভাবে এ সকল সুবিন্যস্তভাবে জানিবার উপায় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুগণ ইতিহাসের প্রতি একপ্রকার বীতশ্রদ্ধ ছিলেন; একারণে হিন্দুজাতির বহু কীর্ত্তিরাজি—যাহার কণামাত্র পাইয়া বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগত গর্ব্বোদ্ধত—ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে আজ ঐগুলি বিস্মৃতি-বারিধির অতলগর্ভে নিমজ্জিত। একারণ, বক্ষ্যমান গ্রন্থ বাঙ্গলা দেশের আটাশটি জেলার এক একটী জেলার সহর, মহকুমা ও বিশিষ্ট পল্লীগ্রামে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়া এক এক খণ্ডে সম্পাদিত হইবে। যথা—(১) ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণী (২) প্রত্নতত্ত্বমূলক বিবিধ তথ্য (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য-পরিচয় (৪) পল্লী-শিল্প-ইতিহাস ও (৫) বংশ-বিবরণী।

অদ্যই আপনার "বংশ-বিবরণী" বা "ব্যবসা-বাণিজ্য-পরিচয়" প্রকাশের জন্য সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন :—